উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৭৯,২১২.৫৩ (-৫৮৮.৯০)

নিফটি : ২৪,০৩৯.৩৫ (-২০৭.৩৫)

অনুপ্রবেশে দালালি, ধৃত বাংলাদেশি সহ ১
অনুপ্রবেশের অভিযোগে এক বাংলাদেশি তরুণকে গ্রেপ্তার করল কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতের নাম রাজকুমারচন্দ্র রায়। তার বাড়ি বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলায়। » ৪

টোটোচালকের মৃত্যুর তদন্তে সিআইডি
কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে মোথাবাড়ির টোটোচালকের মৃত্যুর ঘটনায় তদন্ত শুরু সিআইডির। ৪ জনের একটি প্রতিনিধিদল মৃত বিজয় মণ্ডলের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	মালদা	রায়গঞ্জ	বালুরঘাট	শিলিগুড়ি
সর্বোচ্চ	৩৮°	৩৮°	৩৭°	৩৬°
সর্বনিম্ন	২৬°	২৪°	২৬°	২৩°

বদলা নয়, বদলের ভাবনায় আজ মরিয়া নাইটরা » ১৩

১২ বৈশাখ ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 26 April 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 336

সীমান্তে সেনা তৎপরতা

কড়া বার্তা শা'র

- শুক্রবার সবক'টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন অমিত শা
- তাঁর স্পষ্ট নির্দেশ, রাজ্যগুলিতে থাকা পাকিস্তানি নাগরিকদের খুঁজে বার করে অবিলম্বে দেশে ফেরত পাঠাতে হবে
- এক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে সীমান্তবর্তী ৩ রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, পঞ্জাব ও রাজস্থানে
- পাক নাগরিকদের জন্য জারি করা ১৭ ধরনের ভিসা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে
- শুধু চিকিৎসার কারণে ভারতে আসা পাকিস্তানিদের দেওয়া ভিসা ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত বৈধ থাকবে

পহলগামে পর্যটক হামলায় জড়িত হিসাবে সন্দেহভাজন আসিফ শেখের পরিবারের ঘনিষ্ঠের গুঁড়িয়ে দেওয়া বাড়ি। শ্রীনগরের দক্ষিণ ত্রালে একটি গ্রামে। শুক্রবার। - এএফপি

দুই জঙ্গির বাড়িতে বুলডোজার

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল : পহলগাম হামলার পর কড়া পদক্ষেপ কেন্দ্রের। একদিকে হামলাকারীদের খোঁজে কাশ্মীরজুড়ে শুরু হয়েছে জোরদার তল্লাশি অভিযান। অন্যদিকে ভারতে থাকা পাকিস্তানি নাগরিকদের তাড়াতে রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। শুক্রবার তিনি প্রায় ৪০ মিনিট ধরে সবকটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁর স্পষ্ট নির্দেশ, রাজ্যগুলিতে থাকা পাকিস্তানি নাগরিকদের খুঁজে বার করে অবিলম্বে দেশে ফেরত পাঠাতে হবে। এক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে সীমান্তবর্তী ৩ রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, পঞ্জাব ও রাজস্থানে।

কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, পাক নাগরিকদের জন্য জারি করা ১৭ ধরনের ভিসা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। শুধু চিকিৎসার কারণে ভারতে আসা পাকিস্তানিদের দেওয়া ভিসা ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত বৈধ থাকবে। তবে নির্দেশিকায় স্পষ্ট করা হয়েছে, পাকিস্তান থেকে আসা হিন্দু শরণার্থীদের মধ্যে যাঁদের দীর্ঘমেয়াদি ভিসা রয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। তাঁদের ভিসা বৈধই থাকবে। এই পদক্ষেপ কার্যকর করতে শুক্রবারই সমস্ত রাজ্যের মুখ্যসচিবদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে বৈঠক করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব গোবিন্দমোহন।

গোয়েন্দা সূত্রে খবর, পহলগাম হামলার প্রাথমিক তদন্তে ইঙ্গিত মিলেছে, সন্ত্রাসবাদী সংগঠন লস্কর-ই-তৈবার জঙ্গিরাই হামলার জন্য দায়ী। ঘটনার পিছনে লস্কর প্রধান হাফিজ সইদের হাত রয়েছে। লস্করের ভূমিকা স্পষ্ট হতেই উপত্যকাজুড়ে অভিযানে গতি এনেছে যৌথ বাহিনী। উত্তর ও দক্ষিণ কাশ্মীরের সব জেলায় চলছে চিরুনি তল্লাশি। একইসঙ্গে হামলায় যুক্ত স্থানীয় জঙ্গিদের 'জবাব' দেওয়াও শুরু করেছে প্রশাসন। শুক্রবার গভীর রাতে অনন্তনাগে দুই লস্কর সদস্যের বসতভিটা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের একজনের নাম আসিফ শেখ, অন্যজন আদিল হুসেন ঠোকার। আদিলের বাড়িটি আইইডি দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে নিরাপত্তা বাহিনী। অপর জঙ্গি আসিফের বাড়ি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

ভারতের চাপের মুখে আক্রমণাত্মক মনোভাব বজায় রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান। আন্তর্জাতিক সীমান্ত ও নিয়ন্ত্রণরেখা দুই জায়গাতেই বাহিনী মোতায়েন শুরু করেছে পাক সেনা। যুদ্ধবিরতি চুক্তি ভেঙে সীমান্ত পার থেকে ধারাবাহিক গোলাবর্ষণ চলছে। শুক্রবার গভীর রাত থেকে পুঞ্চ সেক্টরে ভারী মর্টার থেকে গোলা ছুড়তে শুরু করেছে পাক সেনা ও রেঞ্জার্স। দিনভর তা চলেছে। পালটা জবাব দিয়েছে ভারতীয় বাহিনী। তবে দু-পক্ষে কোনও হতাহতের খবর নেই। গুজরাট, রাজস্থান ও পঞ্জাব সীমান্তে নজরদারি বাড়িয়েছে বিএসএফ। রাজস্থানের মরু এলাকায় ভারতীয় সেনার সামরিক গতিবিধি নজরে এসেছে। *এরপর দশের পাতায়*

রাষ্ট্র চাইলে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়ব

জাভেদ রাঠের
বারামুল্লা

পহলগামের ঘটনা আমাদের কাশ্মীরিদের বুকে আঘাত করেছে। ঘটনার পর থেকে আমি ঠিকমতো খেতে পর্যন্ত পারছি না। যা ঘটনা ঘটেছে, সেটা নিন্দা করার ভাষা নেই। আমি এখানে দিনে প্রায় ৫০ হাজার টাকার ব্যবসা করি। রাষ্ট্র যদি বলে তাহলে ব্যবসা ছেড়ে বন্দুক নিয়ে সীমান্তে চলে যাব।

আমাদের সর্বনাশকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য।

আসলে একটা পক্ষ কোনওদিনই চায় না, কাশ্মীরের অর্থনীতির উন্নতি হোক। ৩৭০ ধারা ওঠার আগে কাশ্মীরে জঙ্গিদের প্রভাব অনেকটাই ছিল। আমি নিজের বাড়ির বাইরে পর্যন্ত অতটা বের হতাম না। সেই ধারা ওঠার পর আমরা স্বাধীন হয়েছিলাম। শিলিগুড়িতে এসে আড়তে বন্ধুর সঙ্গে অংশীদারিতে ব্যবসা করছি। 'বেকার' কথাটাই আমাদের কাশ্মীর থেকে চলে গিয়েছিল। একটা কথা এখানে বোঝানো প্রয়োজন, আমাদের ওখানে অর্থনীতির ২০ শতাংশ নির্ভর করে ফল ও শুকনো খাবারের ব্যবসার ওপর। বাকি ৮০ শতাংশই নির্ভর করে পর্যটনের ওপর।

গত তিন বছরে পর্যটকরা মন খুলে আসায়, আমাদের ওখানে কেউ বেকার ছিলাম না। কোথাও জায়গা খালি না থাকায় বাড়িতে পর্যন্ত আমরা পর্যটকদের অনেককে জায়গা দিয়েছি। এই কারণে এবারের জঙ্গি আক্রমণ এতটা আমাদের কষ্ট দিয়েছে। এই ঘটনার পর আমাদের ওখানে আর পর্যটকরা যাবেন না। ফের বেকারত্ব বাড়লে তরুণ প্রজন্ম ভুল পথে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। কী থেকে কী হয়ে গেল, এখনও বুঝে উঠতে পারছি না! আবার আমরা *এরপর দশের পাতায়*

লাল সতর্কতা উত্তর-পূর্ব ভারতে

সাঁড়াশি চাপে ফেলার ছক জঙ্গিদের

মণিপুরে ইন্দো-মায়ানমার সীমান্তে জঙ্গি ডেরা গুঁড়িয়ে দিল সেনা।

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২৫ এপ্রিল : পহলগামের পর এবার চিকেন নেককে টার্গেট করে উত্তর-পূর্ব ভারতে নাশকতার ছক জঙ্গিদের। পহলগাম হামলার বদলায় পাকিস্তান সীমান্তে সেনা তৎপরতা বাড়তেই ভারতকে চাপে রাখতে চিকেন নেককে টার্গেট করে ছক কষা হচ্ছে বলেই মনে করছেন গোয়েন্দারা। তাঁদের মতে, ভারতীয় সেনাকে সাঁড়াশি চাপে ফেলতেই দেশবিরোধী শক্তিগুলি তৎপর হয়েছে। তাই চিকেন নেক সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের নিরাপত্তায় জারি করা হয়েছে লাল সতর্কতা। ভারতীয় সেনা ছাড়াও বিএসএফ, এসএসবি, আসাম রাইফেলস, সিআরপিএফ সহ সমস্ত আধাসামরিক বাহিনীকে অতি সতর্ক থাকতে নির্দেশ দিয়েছে দিল্লি।

দিল্লির নির্দেশ পাওয়ার পর উত্তর-পূর্ব ভারতের 'অতিস্পর্শকাতর' প্রায় ৮০টি এলাকা চিহ্নিত করে তল্লাশি শুরু করেছে সেনা ও আধাসামরিক বাহিনী। তাতেই গত ৪৮ ঘণ্টায় গ্রেপ্তার হয়েছে ২৮ জন জঙ্গি। উদ্ধার করা হয়েছে আইইডি, হ্যান্ড গ্রেনেড, একে সিরিজের বহু রাইফেল, রেডিও ওয়্যারলেস, স্মোক সেল সহ প্রচুর অস্ত্র ও গোলাবারুদ। গত ২৪ ঘণ্টায় ইন্দো-মায়ানমার সীমান্তে উদ্ধার হয়েছে ৫৬টি চোরাই গাড়ি। নাশকতার কাজে ওই গাড়িগুলো ব্যবহারের আশঙ্কা করছেন সেনা গোয়েন্দারা।

বৃহস্পতিবার পূর্ব ইম্ফল থেকে অস্ত্র সহ এক জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করে মণিপুর পুলিশের বিশেষ দল। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে চাঞ্চল্যকর তথ্য পান সেনা গোয়েন্দারা। জানা যায়, উত্তর-পূর্বে নাশকতায় হাকানি গ্রুপের নেটওয়ার্ক ব্যবহার করার ছক কষছে ভারতবিরোধী শক্তিগুলি। লস্কর-ই-তৈবা, জইশ-ই-মহম্মদ এবং আল-কায়দা (ভারতীয় উপমহাদেশ) এর সঙ্গে পরিকল্পনা করে নাশকতা হতে পারে। *এরপর দশের পাতায়*

সাদা চোখে সাদা কথায়

কীসের স্বস্তি! যোগ্য তকমায় শুধু অসম্মান, অনিশ্চয়তা

গৌতম সরকার

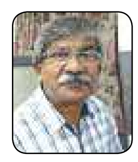

এ এক দুঃসহ অসহায়তা! কী ভীষণ নিরুপায়! চাকরিটা থাকবে না জেনেও স্কুলে যেতে শুরু করলেন শিক্ষকরা। বলা যায়, বাধ্য হলেন যেতে। পহলগামে ধর্মীয় পরিচয় জেনে নাকি কোতল করা হয়েছে পর্যটকদের। বাংলায় যোগ্য শিক্ষক পরিচয় যাঁদের, তাঁদের ঘাড়ের ওপর চাকরি খতমের ফতোয়া ঝুলছে। মেধার প্রতি কতটা অসম্মান থাকলে ওই ফতোয়া দিয়ে স্কুলে যেতে বাধ্য করা যায়! যোগ্য বলে 'চিহ্নিত'দের চাকরি খতম হয়ে যাবে ৩১ ডিসেম্বর।

কীসের 'যোগ্যতা' তাহলে? যোগ্যই যদি হবেন, তাহলে চাকরি আর দশ মাস কেন? মেধার জোরে নিযুক্ত শিক্ষকদের এই অসম্মান করার অধিকার কে দিয়েছে? এরপর ক্লাসে ছাত্রদের সামনে দাঁড়ানোর মনোবল থাকবে ওঁদের? যে ছাত্ররা জানে, তাদের ওই শিক্ষকের স্কুলে আয়ু আর মাত্র কয়েক মাস। যাঁদের মেধাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে আইনের ফাঁকফোকর গলে। যেহেতু অযোগ্যদের চিহ্নিত করা যায়নি, তাই যোগ্যরাও বাদ!

অদ্ভুত যুক্তি! চরম অপদার্থতা! স্কুল সার্ভিস কমিশন, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, শিক্ষা দপ্তর জানেই না কে অযোগ্য, কে যোগ্য। তাই তালিকা দিতে পারেনি আদালতে। পারেনি, না দেয়নি- প্রশ্নটা উঠবেই। তালিকা দিলে দুর্নীতির গোড়া ধরে টান পড়তে পারে। তাই এত ঢাকঢাক, গুড়গুড়। আদালতে এজলাসের হাতুড়িটা আইনের জালে বাঁধা। সেই সুযোগে যোগ্য-অযোগ্য মিশিয়ে মুড়িমুড়কি একদর হয়ে গেল আদালতের নির্দেশে।

শিক্ষকরা ক্রুদ্ধ। কিন্তু অসহায়। যোগ্যদের যে তালিকা এখন জেলা স্কুল *এরপর দশের পাতায়*

সংসারের ভার যখন তাপপ্রবাহকেও হার মানায়...

চাঁদিফাটা গরমে মালদা শহরের রাস্তায় ভরদুপুরে। শুক্রবার। - স্বরূপ সাহা

সম্পত্তির দাবিতে বাবা-মাকে মার, ঘরছাড়া বৃদ্ধা

সুবীর মহন্ত ও আজাদ

বালুরঘাট ও মানিকচক, ২৫ এপ্রিল : বাড়িটা এখনই চাই, এমনই হুমকি দিয়ে অসুস্থ বৃদ্ধ বাবা-মাকে মারধর গুণধর ছেলে ও বৌমার। খোদ বালুরঘাটে লোহার রড দিয়ে শাশুড়িকে মেরে জখম করার অভিযোগ উঠল বৌমার বিরুদ্ধে। মারধরের পর তাঁদের বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। আবার মালদার মানিকচকে নিজ জমির সামান্য কিছু অংশ বিবাহবিচ্ছিন্ন মেয়েকে রেজিস্ট্রি করে দেন বৃদ্ধা মা। সেই অপরাধে বড়সড়ো মাশুল গুনতে হল বৃদ্ধাকে। মার খেয়ে ছাড়তে হল বাড়ি। আপাতত আশ্রয়হীন অবস্থায় গাছতলায় প্রবল আতঙ্ক নিয়েই থাকছেন ওই দম্পতি।

> নানা কারণে আমাদের উপরে অত্যাচার চালায় ছেলে-বৌমা। তার মধ্যে সম্পত্তি লিখে দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে। তাতে রাজি না হওয়ায় মেরে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে।
>
> **মৃণালকান্তি লাহা,** বাবা

শুক্রবার বালুরঘাট থানায় পুত্র ও পুত্রবধূর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন বৃদ্ধ মৃণালকান্তি লাহা। ঘটনাটি ঘটেছে বালুরঘাট থানা এলাকার অমৃতখণ্ড পঞ্চায়েতের গুঞ্জরপুর গ্রামে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

গুঞ্জরপুর গ্রামের আটাত্তর বছরের মৃণালকান্তি লাহা তাঁর অসুস্থ স্ত্রী অনিতা লাহাকে নিয়ে একাই থাকেন। ছেলে-বৌমা কয়েক বছর ধরে বৃদ্ধের সম্পত্তির জন্য দীর্ঘদিন শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চালিয়ে আসছিল বলে অভিযোগ। মাসখানেক আগেও একবার ওই বৃদ্ধ দম্পতিকে *এরপর দশের পাতায়*

দুলাল খুনে কাটিহারে ধৃত রোহন

অরিন্দম বাগ

মালদা, ২৫ এপ্রিল : অবশেষে গ্রেপ্তার দুলাল সরকার খুনের ঘটনায় অন্যতম মূল অভিযুক্ত কৃষ্ণ রজক ওরফে রোহন। বৃহস্পতিবার কাটিহারের আজমগর থানা এলাকায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে রোহনকে। আর ওই গ্রেপ্তারির খবর ছড়িয়ে পড়তেই ফের শহরজুড়ে ফিশফাশ শুরু হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, নৃশংস ওই ঘটনায় আরও কোনও বড় নাম উঠে আসবে কিনা।

চলতি বছরের ২ জানুয়ারি বাবলাকে নৃশংসভাবে খুন করে দুষ্কৃতীরা। ওই ঘটনায় মূলচক্রী হিসেবে গ্রেপ্তার করা হয় ইংরেজবাজার টাউন তৃণমূল সভাপতি নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি ও স্বপন শর্মাকে। নৃশংস এই খুন কাণ্ডে মোট ৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হলেও ফেরার ছিল অন্যতম দুই অভিযুক্ত কৃষ্ণ রজক ওরফে রোহন আর বাবলু যাদব। অবশেষে গতকাল কাটিহারের আজমগর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় রোহনকে। ঘটনার পর থেকে তদন্তে বারবার নাম উঠে আসছিল রোহনের। ওই ঘটনায় ধৃতরা পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছিল, কে দুলাল সরকারকে খুনের সুপারি দিয়েছে, কত টাকার সুপারি দেওয়া হয়েছে, তা একমাত্র রোহনই বলতে পারে। আদালতে যাওয়ার পথে মূলচক্রী হিসেবে ধৃত নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারিও জানিয়েছিলেন, তিনি বড় মাথার শিকার। আরও বড় মাথা রয়েছে। স্বভাবতই রোহনের খোঁজ পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল পুলিশ। রোহনের পাশাপাশি বাবলু যাদবের খোঁজ দিতে পারলে ২ লক্ষ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা হয় জেলা পুলিশের তরফে।

নিহত দুলাল সরকারের স্ত্রী চৈতালি সরকারের বক্তব্য, 'দুলালবাবুকে খুনের ঘটনায় রোহনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই রোহনই মূল শ্যুটার ছিল বলেই আমরা জানতে পেরেছি। রোহনের থেকে আরও অনেক তথ্য বেরিয়ে আসবে। কারা এখনও অন্তরালে রয়েছে, সেগুলোও জানা যাবে।'

ধৃতকে শুক্রবার পুলিশি হেপাজতের আবেদন জানিয়ে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়। সাতদিনের পুলিশি হেপাজত মঞ্জুর করেছে আদালত।

অভিযুক্ত রোহনকে জেলা আদালতে পেশ করা হচ্ছে। শুক্রবার।

কী ঘটেছিল

- বাবলা খুনের তদন্তে নাম উঠে আসছিল রোহনের। ওই ঘটনায় ধৃতরা পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছিল, কে দুলাল সরকারকে খুনের সুপারি দিয়েছে, তা রোহনই বলতে পারে
- স্বভাবতই রোহনের খোঁজ পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল পুলিশ
- অবশেষে বৃহস্পতিবার কাটিহারের আজমগর থানা এলাকায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে রোহনকে

Quotation Notice

Following Quotation Notice is hereby invited by the Office of the District Information & Cultural Officer, Cooch Behar (Dept. of I&CA) for sale of Unserviceable goods vide Quotation No- 430/ICA/COB dated 25/04/2025 for which the last date of submission of Quotation is 08/05/2025 up to 2.00 P.M. The details may be had from D.I. & C.O. Office, Victor Palace, Cooch Behar from 10 AM to 5 PM sharp.

Sd/-
District Information Cultural officer,
Cooch Behar

রেলনীর -এর অনুপলব্ধিতে রেলওয়ে স্ট্যাটিক ক্যাটারিং ইউনিটগুলিতে সরবরাহের জন্য প্যাকেজজাত পানীয় জলের সংক্ষিপ্ত তালিকার জন্য এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্টের আমন্ত্রণ বিজ্ঞপ্তির

বিজ্ঞপ্তি নং.: NFR-HQ0COMM(CATG)/6/2022 তারিখ ঃ ২৩/০৪/২০২৫

শুধুমাত্র উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে স্ট্যাটিক ক্যাটারিং ইউনিটে সরবরাহের জন্য প্যাকেজজাত পানীয় জলের সংক্ষিপ্ত তালিকার জন্য আগ্রহী উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলি/ফার্মগুলির কাছ থেকে নির্ধারিত বিন্যাসে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

আবেদনপত্রটি চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার (পিএম এন্ড পিএস), উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, মালিগাঁও, গুয়াহাটি-১১ -এর অফিস থেকে হাতে ২৪-০৪-২০২৫ তারিখের ১০:০০ টা থেকে ২৮০০/- টাকা (২৫০০/- টাকা + ৩০০/- টাকা @ ১২% জিএসটি) প্রদানের বিনিময় অথবা ডাকযোগে ২৮৫০/- টাকার ডিমান্ড ড্রাফট পাঠিয়ে (২৫০০/- টাকা + ৩০০/- টাকা @ ১২% জিএসটি + ৫০ টাকা ডাক চার্জ) পাওয়া যেতে পারে। ফর্মটি www.nfr.indianrailways.gov.in ওয়েবসাইট থেকেও ডাউনলোড করা যাবে। যদি ফর্মটি রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.nfr.indianrailways.gov.in থেকে ডাউনলোড করা হয়, তাহলে পিএফএ, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, মালিগাঁও-এর অনুকূলে জারি করা ২৮০০/- টাকার ডিমান্ড ড্রাফটের সাথে এটি জমা দিতে হবে। ফার্মটির ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস -এর অনুমোদন থাকতে হবে এবং গত দুই আর্থিক বছরে, অর্থাৎ ২০২৩-২৪ এবং ২০২৪-২৫ সালে প্যাকেজজাত পানীয়/মিনারেল জলের বিক্রি থেকে বার্ষিক ৩ কোটি টাকা (তিন কোটি টাকা মাত্র) টার্নওভার থাকতে হবে।

ফার্মটিকে পিএফএ, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, মালিগাঁও -এর অনুকূলে জারি করা ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে ১,০০,০০০/- টাকা (এক লক্ষ টাকা মাত্র) অংশগ্রহণ ফি জমা দিতে হবে। যাদের পণ্য অনুমোদিত হবে না শুধুমাত্র সেইসব আবেদনকারীদের ফি ফেরত দেওয়া হবে। রেলওয়ে কোনও কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো সময় যেকোনো আবেদন গ্রহণ/প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ যথাযথভাবে পূরণ করা আবেদনপত্রগুলি : সিসিএম (পিএম এন্ড পিএস), উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, মালিগাঁও, গুয়াহাটি-১১ -কে উদ্দেশে করে পাঠাতে হবে এবং ২৪-০৪-২০২৫ তারিখের ১০:০০ টা থেকে ১৪-০৫-২০২৫ তারিখের ১৭:০০ টার মধ্যে জমা দিতে হবে অথবা ডাকযোগে সিসিএম (পিএম এন্ড পিএস) অফিস, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, মালিগাঁও, গুয়াহাটি-১১ -এ পাঠাতে হবে।

ডেপুটি সিসিএম/পিএম এবং সিএটিজি, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./২৩ অব ২০২৫, তারিখঃ ২৩-০৪-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ টেন্ডার নং. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ কাটিহার ডিভিশনের হাটিওয়ার রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ১ ও ২এর উচ্চ স্তরের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্যঃ ৮,৪২,৬৭,৬০৬.৫০ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৫,৭১,৩০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২১-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ২১-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২১-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ইয়ার্ড উন্নয়নের কাজের সাথে যুক্ত টিআরডি কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-০১-২০২৫-২৬, তারিখ ঃ ২৩-০৪-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং ঃ ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-০১-২০২৫-২৬; কাজের নাম ঃ রঙ্গিয়া ডিভিশনে- কৈঠালকুচি, তিহু, পাঠশালা, সরুপেটা, বরপেটা রোড এবং নলবাড়ীতে ইয়ার্ড উন্নয়ন কাজের সাথে যুক্ত টিআরডি কাজ। বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ ২,১০,৮০,৪২১.২৩/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ২,৫৫,৪০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৪-০৫-২০২৫ তারিখে ১৭:০০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিইই (জি)/পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, পোস্টঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) খ্যাতনামা, অভিজ্ঞ ও আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন সংস্থা/এজেন্সি/কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ টেন্ডার নংঃ ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৫৩, তারিখঃ ২৪.০৪.২০২৫। কাজের নামঃ এসএসই/ই/জি/ভাগলপুর-এর অধিক্ষেত্রে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজ সহ ইলেক্ট্রিক্যাল সাব-স্টেশন, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যাসেটগুলির শক্তি বৃদ্ধি। টেন্ডার মূল্যমানঃ ৭৯,৭৪,৫১৬.৩৬ টাকা। বায়নামূল্যঃ ১,৫৯,৫০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্যঃ শূন্য। ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময়ঃ ০২.০৫.২০২৫ তারিখ থেকে ১৬.০৫.২০২৫-এ বেলা ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিশ বোর্ডঃ www.ireps.gov.in এবং সিনিয়র ডিইই(জি)/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা-র অফিস। টেন্ডারদাতাদের www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে প্রদত্ত বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথি দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো অবস্থাতেই ম্যানুয়াল প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না।

(MLD-30/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway eastern railwayheadquarter

‘দ্রোণাচার্য’ কিশোর

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ২৫ এপ্রিল : তিনি হ্যান্ডবলের ‘দ্রোণাচার্য’ বললে খুব একটা ভুল বলা হবে না। প্রশিক্ষক হিসেবে তাঁর একাগ্রতা, ছাত্রছাত্রীদের তৈরি করে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছোতে সাহায্যে করে। তাঁর নাম কিশোর মিঞ্জ। কামাখ্যাগুড়ির বাসিন্দা। ইতিমধ্যে তাঁর হাত ধরে ৫০ জনেরও বেশি ছেলেমেয়ে রাজ্য স্তরে খেলেছেন। বেশ কয়েকজন জাতীয় স্তরেও খেলেছেন।

তিনি কোনও পারিশ্রমিক নেন না! তাহলে নিশ্চয়ই কোথাও চাকরি কিংবা ব্যবসা করেন। সেসবও তিনি করেন না। বর্তমানে বেকারই কিশোর। কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুলে কিছুদিন আংশিক সময়ের শিক্ষক হিসেবে কাজ করেছিলেন। কিন্তু সেই চাকরি হঠাৎ চলে যায়। তবে বেকারত্বের চাপ সুনাম অর্জনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। অক্লান্ত পরিশ্রম করে প্রত্যন্ত এলাকার ছেলেমেয়েদের প্রতিনিয়ত খেলাধুলোয় এগিয়ে যাওয়ার উৎসাহ জুগিয়ে চলেছেন তিনি। তাঁর সকল ছাত্রছাত্রীর কাছে তিনি আইকন।

কিশোরের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এক জাতীয় স্তরের খেলোয়াড় বীথিকা রাভা বলেন, ‘আমি আজ খেলাধুলোয় যতটা সাফল্য অর্জন করেছি, তার সব অবদান আমার প্রশিক্ষক কিশোরদার। আমাদের এই প্রত্যন্ত এলাকায় কিশোরদার মতো মানসিকতার মানুষ খুঁজে পাওয়া মুশকিল।’ আরেক ছাত্র সুজিত বর্মনের মন্তব্য, ‘কিশোর স্যর প্রতিনিয়ত বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমাদের মতো যারা খেলতে আগ্রহী তাদের খোঁজখবর নেন। সমস্যায় পড়লে পরামর্শ দেন। কিশোরদা বিনা পারিশ্রমিকে ছেলেমেয়েদের প্রতিনিয়ত কোচিং করাচ্ছেন। তিনি আমাদের কাছে অনুপ্রেরণা।’

কিশোর জানালেন, এলাকার ছেলেমেয়েদের খেলাধুলোয় উৎসাহ জোগানোর জন্য তিনি ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুলের মাঠে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করেন। বর্তমানে সংসারের চাপে খুব বেশি সময় দিতে পারেন না। তাও প্রতিনিয়ত চেষ্টা করেন ছেলেমেয়েদের মাঠমুখী করার।

তাঁর সংযোজন, ‘কামাখ্যাগুড়ির অনেক ছেলেমেয়ে রাজ্য ও জাতীয় স্তরে হ্যান্ডবল খেলে এসেছে। কিন্তু এখানে হ্যান্ডবল প্রশিক্ষণের উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই। সেই সুবিধা পেলে তাঁরা শুধু রাজ্য বা জাতীয় স্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, আন্তর্জাতিক স্তরেও জাতীয় দলের হয়ে খেলতে পারবে। সরকার সেব্যাপারে নজর দিলে ভালো হয়।’

খাদি শিল্পে নতুন রেকর্ড

নিউজ ব্যুরো

২৫ এপ্রিল : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে নতুন রেকর্ড গড়ল খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশন। স্বাধীন ভারতবর্ষে এই প্রথমবার খাদি ও গ্রামোদ্যোগের টার্নওভার ১ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। কেভিআইসি-র চেয়ারম্যান মনোজ কুমার সাম্প্রতিক ২০২৪-’২৫ অর্থবর্ষের এই তথ্য তুলে ধরেছেন। গত ১১ বছরে সংস্থার উৎপাদন প্রায় ৩৪৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, বিক্রি বেড়েছে ৪৪৭ শতাংশ। এছাড়া সংস্থায় মোট কর্মসংস্থানও ৪৯.২৩ শতাংশ বেড়েছে। নয়াদিল্লির খাদি গ্রামোদ্যোগ ভবনের টার্নওভারও এই প্রথম ১১০.০১ কোটির মাত্রা ছুঁয়েছে। কেভিআইসি-র চেয়ারম্যান মনোজ কুমার বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে এবং ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ মন্ত্রকের নির্দেশনায় কেভিআইসি-র সাফল্য অতুলনীয়।’

কর্মখালি

Leads Overseas Pvt. Ltd. পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম বৃহৎ কিচেন চিমনি ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিতে ‘সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার’ প্রয়োজন। কিচেন চিমনি ও ওয়াটার পিউরিফায়ার ম্যানুফ্যাকচারিং সহ সার্ভিস-এর কাজের অভিজ্ঞতা আবশ্যক। বেতন - 14,000/- - 16,500/-। যোগাযোগ - সেবক রোড, শিলিগুড়ি, (M) - 9733395611. (C/116079)

NOTICE INVITING TENDER

Name of the work : Construction of C. C. Road under Tufanganj Municipality are NIT No. TUFANGANJ/02/2025-26, ID: 2025_MAD_839080_1 & 2025_MAD-839080_2 Memo no. 332, dt. 25.04.2025. Start date of dropping tender at 5.00 P.M. on 25.04.2025 to last date of dropping tender at 5.00 P.M. on 06.05.2025. Tender opening date at 1.00 P.M. on 09.05.2025.

Sd/-
Chairman,
Tufanganj Municipality
P.O.-Tufanganj, Dist-Cooch Behar

অ্যাফিডেভিট

নিজ ড্রাইভিং লাইসেন্সে (নং WB63 20100904285) Sahidul Ali থাকায় 22-04-2025 সদর কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Saidul Ali হলাম, ছাট গুড়িয়াহাটি, কোচবিহার। (C/116226)

কর্মখালি

শিলিগুড়িতে হোটেলে কাজের জন্য অভিজ্ঞ Room boy চাই। M : 9434065165 (C/116075)

•

স্টুডিওতে ফোটোগ্রাফির কাজ জানা/অজানা লোক চাই। বেতন অভিজ্ঞতা হিসাবে নির্ধারণ। Das Studio, Shivmandir. M : 79082-81880. (M/M)

•

Teachers required for RSM Public School, Gahmar-Ghazipur(U.P.), English Medium for Nur. to 10th all subjects. Good Salary, Fooding, Lodging.(M) 86044-60736, 96963-01588.(C/116077)

•

ভর্তি পরামর্শদাতা চাই আপনাদের শহর কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দিনহাটা, ইসলামপুর, হলদিবাড়ি, আলিপুরদুয়ার, মালদা, উত্তর দিনাজপুর, রায়গঞ্জ যোগাযোগ নম্বর- 9332394700. (C/116076)

•

শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়িতে শপিং মল ও ফ্যাক্টরির জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই। বেতন 12,000/-, PF + ESI, থাকা ফ্রি, খাওয়া, মেস, মাসে ছুটি। M :- 89459-25318. (C/116078)

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) (নিলাম পরিচালন অধিকারী), মালদা ডিভিসনের ভাগলপুর ও সাহেবগঞ্জ স্টেশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট পরিচালনার উদ্দেশ্যে চুক্তি প্রদানের জন্য www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। অকশন ক্যাটালগ নং : পি-ইউ-০৫-২০২৫। অকশন শুরু : ১৩.০৫.২০২৫ সকাল ১১.৪৫ মিনিট। সিকোয়েন্স নং., লট নং, স্টেশন নিম্নলিখিতমতো : এএ/১, পিএনইউ-এমএলডিটি-বিজিপি-টয়-৩৮-২৪-১, ভাগলপুর। এএ/২, পিএনইউ-এমএলডিটি-এসবিজি-টয়-৬-২৪-১, সাহেবগঞ্জ। বিস্তারিত বিবরণের জন্য সম্ভাব্য দরদাতাদের আইআরইপিএস মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

(MLD-24/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিইই (জি)/পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, পোস্টঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) খ্যাতনামা, অভিজ্ঞ ও আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন সংস্থা/এজেন্সি/কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ টেন্ডার নংঃ ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৫২, তারিখঃ ২৪.০৪.২০২৫। কাজের নামঃ তিন বছর সময়কালের জন্য মালদা ডিভিসনের মালদা, সাহিবগঞ্জ, ভাগলপুর ও জামালপুর-এর রানিং রুমের প্যাকেজ টাইপ, ভিআরএফ টাইপ এসি মেশিনগুলির সামগ্রিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। টেন্ডার মূল্যমান ঃ ৬৩,২৪,৩৭০.৫০ টাকা। বায়নামূল্যঃ ১,২৬,৫০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্যঃ শূন্য। ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময়ঃ ০২.০৫.২০২৫ তারিখ থেকে ১৬.০৫.২০২৫-এ বেলা ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিশ বোর্ডঃ www.ireps.gov.in এবং সিনিয়র ডিইই(জি)/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা-র অফিস। টেন্ডারদাতাদের www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে প্রদত্ত বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথি দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো অবস্থাতেই ম্যানুয়াল প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না।

(MLD-29/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

e-Tender Notice

Office of the Block Dev. Officer
Manikchak Dev. Block, Malda.
ABRIDGED COPY OF
N.I.T. No.01(e)/MDB/2025-26
Dt. 23/04/2025
(Online e-Tender)

Above mentioned e-Tender for the Construction works are invited by the U/S. Details may be seen in at http://wbtenders.gov.in & all other details will be available from Notice board of the U/S.

Sd/-
Block Dev. Officer
Manikchak Dev. Block, Malda

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৫৮০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৩০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯১৫৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৮০৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৮১৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

Quotation Notice

Following Quotation Notice is hereby invited by the Office of the Sub Divisional Information & Cultural Officer, Mathabhanga (Dept. of I&CA) for sale of Unserviceable goods vide Quotation No- 239/ICA/MTB dated 25/04/2025 for which the last date of submission of Quotation is 08/05/2025 up to 2.00 P.M. For the details may contact to S.D.I & C.O. Office, Mathabhanga from 10 AM to 5 PM (except govt. holiday).

Sd/-
Sub Divisional Information Cultural officer,
Mathabhanga, Cooch Behar

Quotation Notice

Following Quotation Notice is hereby invited by the Office of the Sub Divisional Information & Cultural Officer, Mekhliganj (Dept. of I&CA) for sale of Unserviceable goods vide Quotation No-174/SDI&CO/MKG dated 25/04/2025 for which the last date of submission of Quotation is 08/05/2025 up to 2.00 P.M. For the details may be contact to S.D.I & C.O. Office, Mekhliganj from 10 AM to 5 PM (except govt. holiday).

Sd/-
Sub Divisional Information Cultural officer,
Mekhliganj, Cooch Behar

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) (নিলাম পরিচালন অধিকারী), মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে অটোমেটেড টেলার মেশিনের (এটিএম) চুক্তি প্রদানের জন্য www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। অকশন ক্যাটালগ নং : এটিএম-২০২৫-০৫। অকশন শুরু : ১২.০৫.২০২৫ সকাল ১১.৪৫ মিনিট। সিকোয়েন্স নং., লট নং/ শ্রেণী, স্টেশন নিম্নলিখিতমতো : এএ/১, এটিএম-এমএলডিটি-বিইউপি-জেন-৩৫-২৫-২, বারিয়ারপুর। এএ/২, এটিএম-এমএলডিটি-এসবিও-জেন-৪০-২৫-২, সবৌর। এএ/৩, এটিএম-এমএলডিটি-আরজেএল-জেন-৩১-২৫-২, রাজমহল। এএ/৪, এটিএম-এমএলডিটি-এমজেডসি-জেন-৩৯-২৫-২, মির্জাচৌকি। এএ/৫, এটিএম-এমএলডিটি-জিজিএ-জেন-২৮-২৫-২, ঘোঘা। এএ/৬, এটিএম-এমএলডিটি-এসবিজি-জেন-৪৪-২৫-৪, সাহেবগঞ্জ। এএ/৭, এটিএম-এমএলডিটি-এএইচএ-জেন-৩২-২৫-২, অভয়পুর। এএ/৮, এটিএম-এমএলডিটি-টিপিএইচ-জেন-৪২-২৫-২, তিনপাহাড়। এএ/৯, এটিএম-এমএলডিটি-জেআরএলই-জেন-৩৮-২৫-২, জঙ্গীপুর রোড। এএ/১০, এটিএম-এমএলডিটি-পিপিটি-জেন-৪৩-২৫-২, পীরপৈঁতি। এএ/১১, এটিএম-এমএলডিটি-বিএকেএ-জেন-২৫-২৫-২, বাঁকা। এএ/১২, এটিএম-এমএলডিটি-এমজিআর-জেন-২৯-২৫-২, মুঙ্গের। এএ/১৩, এটিএম-এমএলডিটি-জিওডিএ-জেন-৩৬-২৫-২, গোড্ডা। এএ/১৪, এটিএম-এমএলডিটি-এমএলডিটি-জেন-৩০-২৫-২, মালদা টাউন। এএ/১৫, এটিএম-এমএলডিটি-ডিজিএলই-জেন-২৭-২৫-২, ধুলিয়ানগঙ্গা। বিস্তারিত বিবরণের জন্য সম্ভাব্য দরদাতাদের আইআরইপিএস মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

(MLD-26/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

JOB সাব–এডিটর নিউজ ইন্টার্ন

উত্তরবঙ্গ সংবাদের শিলিগুড়ি অফিসের নিউজ পোর্টাল ডেস্কের জন্য উপরে উল্লিখিত পদে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হচ্ছে। সাব–এডিটর পদে অভিজ্ঞতা আবশ্যিক, শিলিগুড়ি শহরের বাসিন্দা হতে হবে। গণমাধ্যম, সাংবাদিকতা নিয়ে যাঁরা স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশোনা করেছেন/করছেন, তাঁরা ইন্টার্নশিপের জন্য আবেদন করতে পারেন।

যোগ্য প্রার্থীরা ২৭ এপ্রিলের মধ্যে বায়োডেটা পিডিএফ ফর্ম্যাটে ই–মেল করুন।

ubs.torchbearer@gmail.com

উপরে উল্লিখিত শর্ত না মেনে ই–মেল করলে আবেদনপত্র গ্রাহ্য করা হবে না।

আজ টিভিতে

কোনদিকে মোড় নেবে তিতির-অরুণের সম্পর্ক?
চ্যাটার্জী বাড়ির মেয়েরা সোম থেকে শনি সন্ধ্যা ৭.০০ **আকাশ আট**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ বকুল প্রিয়া, সকাল ১০.০০ সিঁদুরের অধিকার, দুপুর ১.০০ বিন্দাস, বিকেল ৪.১৫ মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট, সন্ধ্যা ৭.১৫ অন্নদাতা, রাত ১০.১৫ কর্তব্য

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ তোর নাম, দুপুর ২.৩০ এক চিলতে সিঁদুর, বিকেল ৫.০০ পরিণাম, রাত ১০.০০ তিনমূর্তি

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ পাগলু-টু, বিকেল ৪.২৫ টাইগার, সন্ধ্যা ৭.০৫ সেন্টিমেন্টাল, রাত ৯.৪৫ সিঁদুরখেলা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ রিফিউজি

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সরগম, সন্ধ্যা ৭.৩০ বনফুল

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ আবার আসব ফিরে

জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.২৪ ক্রু, দুপুর ১.৪১ হম আপকে হ্যায় কওন, বিকেল ৫.৪১ অন্তিম, রাত ৮.৩০ রত্নম, ১১.৩৩ তেনালি রামাকৃষ্ণা

অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : সকাল ১০.৪৬ বাদল, দুপুর ১.১১ ম্যায়নে প্যার কিয়া, বিকেল ৫.১১ অন্তিম, রাত ৮.০০ রক্ষা বন্ধন, ১০.১৮ সর্দার গব্বর সিং

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৩১ সাইলেন্স, দুপুর ১.৫৯ রানওয়ে ৩৪, বিকেল ৪.২৫ তলাশ – দ্য হান্ট বিগিনস, সন্ধ্যা ৭.২২ লভ হস্টেল, রাত ৯.০০ ম্যাডগাঁও এক্সপ্রেস, ১১.২৮ তনু ওয়েডস মনু রিটার্নস

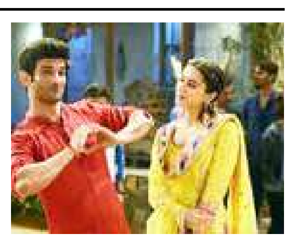

কেদারনাথ দুপুর ১.২৯
জি আনমোল সিনেমা ২

ক্রু বেলা ১১.২৪
জি সিনেমা এইচডি

স্পাইডারম্যান : ইনটু দ্য স্পাইডার-ভার্স সন্ধ্যা ৬.৫৩
মুভিজ নাউ

মুভিজ নাউ : সকাল ১০.২৬ রেসিডেন্ট ইভিল : অ্যাপোক্যালিপ্স, বেলা ১১.৪৭ লেক প্লাসিড ভার্সেস অ্যানাকোন্ডা, দুপুর ১.১১ এক্স-টু, বিকেল ৩.১৯ জুমানজি : দ্য নেক্সট লেভেল, ৫.১৮ হিটম্যান : এজেন্ট ৪৭, সন্ধ্যা ৬.৫৩ স্পাইডারম্যান : ইনটু দ্য স্পাইডার-ভার্স, রাত ৮.৪৫ রকি-থ্রি, ১০.২৩ স্পাইডারম্যান-থ্রি

ম্যাডগাঁও এক্সপ্রেস রাত ৯.০০ **অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি**

ভারতীয় সেনা বাহিনী

JOIN INDIAN ARMY AS AN OFFICER
www.joinindianarmy.nic.in

দাপ্তরিক প্রবেশ

প্রযুক্তিক স্নাতক কার্যধারা (টিজিসি-১৪২) (২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসে নির্ধারিত) এর হেতু অনলাইনে আবেদন করার আহ্বান জানানো হচ্ছে।

আবেদন প্রক্রিয়াটি ৩০শে এপ্রিল ২০২৫ থেকে ২৯শে মে থেকে ২০২৫ পর্যন্ত খোলা থাকবে।

OFFICER ENTRY

Online applications are invited for Technical Graduate Course (TGC-142) (scheduled in Jan 2026).

Applications open from **30 Apr 2025** to **29 May 2025**.

দ্রষ্টব্য ঃ-

১. সেনাবাহিনীতে নিয়ুক্তিকরণ প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণরূপে স্বচ্ছ এবং বিনামূল্যে হয়ে থাকে। দালাল চক্র থেকে সতর্ক থাকুন।

২. বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.joinindianarmy.nic.in এ পরিদর্শন করুন।

Note :

1. Recruitment in the Army is totally transparent and free. Beware of touts.
2. For detailed Notification, please visit www.joinindianarmy.nic.in

CBC 10601/11/0011/2526

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার পরামর্শে ব্যবসায়িক জটিলতা কাটতে পারে। পুরোনো সম্পর্ক ফিরে আসবে। বৃষ : আপনার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ব্যবসায় কিছু গোলমাল হতে পারে। মিথুন : বন্ধুর সাহায্য পেয়ে খুশি। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। কর্কট : ব্যবসায় সামান্য মন্দা থাকলেও দিনের মধ্যভাগে তা কেটে যাবে। বিতর্কে থাকবেন না। সিংহ : পাওনা আদায়ে জোরাজুরি করতে যাবেন না। ব্যবসায় হঠাৎ মন্দা নামতে পারে। কন্যা : বেকাররা কাজের সুযোগ পাবেন। বাড়তি কাজের চাপে শরীর খারাপ হতে পারে। তুলা : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকলে ভালো ফল পাবেন। দাম্পত্যের অশান্তি কেটে যাওয়ায় স্বস্তি। বৃশ্চিক : বাবার পরামর্শে সাংসারিক সমস্যা কাটবে। বাড়ি সংস্কারে নেমে সমস্যা। ধনু : কাউকে উপযাচক হয়ে উপদেশ দিতে যাবেন না। অপমানিত হবেন। বাড়তি লগ্নি নয়। মকর : বিষণ্ণতায় কাটবে দিনটি। কর্মক্ষেত্রে বিরোধীপক্ষের জন্যে দুশ্চিন্তায় থাকবেন। কুম্ভ : কোনও কাজ করে পরিতাপ করতে হবে। সামান্য কারণে বন্ধুর সঙ্গে তর্কাতর্কি হতে পারে। মীন : সম্পদ ক্রয় করে লাভবান হবেন। বিদেশে পাঠরত সন্তানের জন্যে অকারণ দুশ্চিন্তা।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১২ বৈশাখ, ১৪৩২, ভাঃ ৬ বৈশাখ, ২৬ এপ্রিল, ২০২৫, ১২ বহাগ, সংবৎ ১৩/১৪ বৈশাখ বদি, ২৭ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।১২, অঃ ৫।৫৯। শনিবার, এয়োদশী প্রাতঃ ৫।৫৭ পরে চতুর্দ্দশী রাত্রি ৩।৩৮। রেবতিনক্ষত্র রাত্রি ২।৩৮। বৈধৃতিযোগ দিবা ৬।৫২ পরে বিষ্কুম্ভযোগ রাত্রি ৩।৫২। বণিজকরণ প্রাতঃ ৫।৫৭ গতে বিষ্টিকরণ অপরাহ্ণ ৪।৪৭ গতে শকুনিকরণ রাত্রি ৩।৩৮ গতে চতুষ্পাদকরণ। জন্মে- মীনরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, রাত্রি ২।৩৮ গতে মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ বিংশত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে প্রাতঃ ৫।৫৭ গতে পশ্চিমে, রাত্রি ৩।৩৮ গতে ঈশানে। কালবেলাদি ৬।৪৮ মধ্যে ও ১।১১ গতে ২।৪৭ মধ্যে ও ৪।২৩ গতে ৫।৫৯ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।২৩ মধ্যে ও ৩।৪৮ গতে ৫।১১ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্দ্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। বিশ্ব মেধা দিবস- ২৬ এপ্রিল। অমৃতযোগ- দিবা ৯।২২ গতে ১২।৫১ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।১৬ গতে ১০।২৭ মধ্যে ও ১১।৫৬ গতে ১।৫২ মধ্যে ও ২।৩ গতে ৩।৩৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মশাল মিছিল

পহলগামের ঘটনার প্রতিবাদে ও নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে মশাল মিছিল করল বিজেপি যুব মোর্চা। সিমলা স্ট্রিটে শুরু হয়ে ভবানীপুরে গিয়ে মিছিল শেষ হয়।

রবিবার থেকে বৃষ্টি

স্বস্তির পূর্বাভাস। শনিবার পর্যন্ত তাপপ্রবাহ চলবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। তবে রবিবার থেকে রাজ্যের দক্ষিণে ঝড়-বৃষ্টি হওয়ার ক্ষীণ সম্ভাবনা রয়েছে।

নির্বাচন স্থগিত

কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে স্থগিত রাখা হল কলকাতা পুরসভার সমবায় নির্বাচন। আদালতের নির্দেশের আগে ১৮ মে এই নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল।

যৌন হেনস্তায় ধৃত

কাটোয়ায় সাত বছরের শিশুকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ। ধৃত প্রতিবেশী প্রৌঢ়। ঘটনা তদন্তাধীন। বারবার যৌন হেনস্তা করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

অজানা ভবিষ্যৎ চাকরিহারাদের

রিভিউ পিটিশনের আর্জি অনিশ্চিত

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল : প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিলের রায়ের ওপর সরকার ও এসএসসির রিভিউ পিটিশনের আর্জি শুক্রবারও অনিশ্চিত হয়ে রইল। এদিনও সরকারি মহলে চূড়ান্ত হল না কবে এই পিটিশনের আর্জি সুপ্রিম কোর্টে পেশ করা হবে। সর্বোচ্চ আদালতে আর্জি পেশই তো সব নয়। আর্জি তো প্রথমে গ্রহণ করতে হবে সুপ্রিম কোর্টকে। তারপর তো আর্জির ওপর শুনানি হবে। রায়ও একটা হবে। কিন্তু তার আগেই প্রস্তাবিত পিটিশন দাখিলের বিষয়ে ক্রমবর্ধমান জটিলতা আর্জি পেশের দিনই পিছিয়ে দিচ্ছে বলে শুক্রবার নবান্নে সরকারের শীর্ষমহলের খবর। এই নিয়ে টানাপোড়েনের মধ্যে পড়ে এসএসসিও কিছুটা দিশাহারা বলেই ওই সূত্রের খবর।

এদিন নবান্ন সূত্রের খবর, রিভিউ পিটিশনের মূল বিষয় হল যোগ্য-অযোগ্যদের তালিকা বাছাই। মূলত যার ওপর ভিত্তি করেই ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে ২৬ হাজার চাকরিহারার। যেটা নিয়েই বারবার সুপ্রিম কোর্টে হোঁচট খেতে হয়েছে সরকার ও এসএসসিকে। এ বিষয়ে গ্রহণযোগ্য তথ্য ও পরিসংখ্যানের অভাবই সুপ্রিম কোর্টকে বাধ্য করেছে মুড়ি-মিছরি এক করে ২৬ হাজার চাকরি বাতিল করতে। এখনও যথার্থভাবে সেই কাজই করতে সক্ষম হতে পারছে না সরকারের শিক্ষা দপ্তর ও এসএসসি। এদিন ওই মহলের খবর, যুক্তিযুক্ত যথার্থ তালিকা তৈরি করতেই পারছে না এসএসসি। কিছু না কিছু জটিলতা এসে হাজির হচ্ছে। চাকরিহারাদের দাবিমতো ওয়েবসাইটে ওই তালিকা (যোগ্য প্রার্থীদের) প্রকাশ না করে জেলায় জেলায়, স্কুলে স্কুলে ওই তালিকা পাঠিয়ে নতুন করে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমে যে সংখ্যায় যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা স্কুলগুলিতে পাঠানো হয়েছিল, পরে আবার তা সংশোধনের মুখে এসে পড়ে। একাধিক যোগ্য ওই তালিকা থেকে বাদ পড়ায় বিপাকে পড়েছে এসএসসি। এককথায় তালিকা নিয়ে আগের মতোই ঘেঁটে রয়েছে সরকার, শিক্ষা দপ্তর ও এসএসসি।

জটিলতা অব্যাহত

- সুপ্রিম কোর্টে সরকার ও এসএসসির রিভিউ পিটিশনের আর্জি শুক্রবারও অনিশ্চিত হয়ে রইল
- তালিকা নিয়ে আগের মতোই ঘেঁটে রয়েছে সরকার, শিক্ষা দপ্তর ও এসএসসি
- চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের বিষয়টিও পিটিশনে রাখার কথা ভাবতে হচ্ছে সরকার, শিক্ষা দপ্তর ও এসএসসিকে

এই তালিকা এখনও চূড়ান্ত না হওয়ায় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে সুপ্রিম কোর্টে সরকারের রিভিউ পিটিশনের আর্জি পেশের বিষয়টি। নবান্ন সূত্রে খবর, রিভিউ পিটিশন জমা হলেই যে সরকারের আর্জি গ্রহণযোগ্য হবে বা হলেও চাকরিহারাদের কপাল খুলবে, এমন আশা দিল্লিতে সরকারের মামলায় দায়িত্বপ্রাপ্ত দেশের বিশিষ্ট কয়েকজন আইনজীবীও এখনও দিতে পারেননি। সবটাই তাঁরা এখন সুপ্রিম কোর্টের মর্জির ওপর ছেড়ে দিচ্ছেন। তবে যোগ্য ও অযোগ্যদের যথার্থ তালিকার পাশাপাশি মামলা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র তৈরি করতে নবান্নে সরকারকে তাঁরা প্রস্তুতি নিতে পরামর্শ দিয়েছেন বলেই এদিনের খবর। যত দ্রুততার সঙ্গে সম্ভব এই কাজ সরকারকে করতে হবে বলে বলেছেন তাঁরা।

এদিকে এদিন নবান্নে ওই সূত্রের খবর, চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের বিষয়টিও এই সঙ্গে ভাবতে হচ্ছে সরকার, শিক্ষা দপ্তর ও এসএসসিকে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ, সমগুরুত্ব দিয়েই ওঁদের কথা রিভিউ পিটিশনে রাখতে হবে। জোর তৎপরতা অবশ্য রয়েছে নবান্নে সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলে। নবান্নে জনৈক শীর্ষ আধিকারিকের মন্তব্য, এখন রাজ্যে চাকরিহারাদের আন্দোলনের ঝাঁঝ আগের তুলনায় কমেছে। আন্দোলনকারীদের মধ্যে বিভাজন ও অনৈক্য তৈরি হওয়ায় কিছুটা তো স্বস্তির হাওয়া এসেছে সরকারি মহলে। কাশ্মীরে জঙ্গিদের নারকীয় গণহত্যার ঘটনাও সাধারণ মানুষের মনকে ভারাক্রান্ত করেছে।

অযোগ্যদের ধর্না মঞ্চে বিরিয়ানি

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল : যোগ্য-অযোগ্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবশেষে শান্তি এল শুক্রবার। এদিন সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ যোগ্য শিক্ষকদের মঞ্চ আচার্য সদনের সামনে থেকে ধর্না-বিক্ষোভ তুলে নিল। তবে অযোগ্য বা 'টেন্টেড' চাকরিহারা মঞ্চ 'ইউনাইটেড টিচিং অ্যান্ড নন-টিচিং ফোরাম' শুক্রবারও নিজেদের অবস্থান জারি রেখেছে এসএসসি ভবনের সামনে।

বৃহস্পতিবার রাতে যোগ্য-অযোগ্য বচসা প্রায় হাতাহাতিতে পৌঁছোয়। পরিস্থিতি যখন প্রায় হাতের বাইরে, তখনই দেখা গেল টেন্টেড বা দাগিদের 'ডিনার'-এর জন্য আসছে প্যাকেট প্যাকেট বিরিয়ানি। সোমবার থেকে খিচুড়ি, মুড়ি ও জলই একমাত্র ভরসা 'যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ ২০১৬'-র। তাঁদের বেশিরভাগ খাবারই এসেছে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের থেকে। সেখানে অযোগ্যদের মঞ্চে বিরিয়ানি আসে কীভাবে, সেই প্রশ্নই যোগ্য বিক্ষোভকারীদের মনে।

তবে শুক্রবার সকালে ছবিটা কিছুটা বদলেছে। অধিকার মঞ্চের তরফে চিন্ময় মণ্ডল বলেন, 'আমরা এখান থেকে অযোগ্যদের সঙ্গে হাতাহাতির ভয়ে সরে যাচ্ছি, এমনটা নয়। আমরা চাই না, অযোগ্যদের সঙ্গে কোনও ঝামেলা হোক। সেই কারণেই আমরা এখান থেকে সরে যাচ্ছি।' ফলে এদিন সকাল থেকে কিছুটা শান্ত এসএসসি ভবন চত্বর। অযোগ্য মঞ্চের তরফে শুক্রবার দাবি করা হয়, 'সিবিআই যে অযোগ্য তালিকা প্রকাশ করেছে, তার কী গুরুত্ব?' তবে ধর্মতলার শহিদ মিনারে অবস্থানরত অধিকার মঞ্চের একাংশ দাগিদের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন, 'বিরিয়ানি আসছে কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থনে?' মঞ্চের তরফে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষক বলেন, 'আমরা যোগ্য হয়েও বিরিয়ানি পেলাম না। কারণ, আমরা কোনও রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করিনি। তবে অযোগ্যদের মঞ্চে রাজনীতি হচ্ছে। বৃহস্পতিবারও বেশ কিছু দলকে ওদের মঞ্চে আসতে দেখা গিয়েছে। সবটাই লবিবাজি।' ইউনাইটেড টিচিং অ্যান্ড নন-টিচিং ফোরাম অবশ্য বলেছে, 'যোগ্যরা আমাদের স্কুলে যেতে দিতে চায় না বলেই হিংসা করছে। আমরা রাজনীতি করছি না।' অধিকার মঞ্চের চাকরিহারাদের অভিযোগ, 'যোগ্যদের স্লোগান চুরি করেছে অযোগ্যরা। চিন্ময়কে বৃহস্পতিবার রাতে চড়ও মেরেছে। পোর্টালে নাম থাকবে না বলেই জ্বালায় জ্বলছে।'

সূর্য অভিযানে।। কলকাতার মল্লিকঘাটে আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

সমাজমাধ্যমে গুজব ঠেকাতে পদক্ষেপ পুলিশের

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল : সমাজমাধ্যমে উসকানিমূলক সাম্প্রদায়িক পোস্ট রুখতে পদক্ষেপ শুরু করল রাজ্য পুলিশ। ইতিমধ্যেই একজন পুলিশ সুপার পদমর্যাদার অফিসারের নেতৃত্বে ১২ সদস্যের একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয়েছে। এই সদস্যরা সমাজমাধ্যমের প্রতিটি পোস্ট খতিয়ে দেখে কড়া পদক্ষেপ করা শুরু করেছেন। ইতিমধ্যেই ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ এবং এক্স হ্যান্ডেলে ৭৮২টি অ্যাকাউন্ট চিহ্নিত করে সেগুলি ব্লক করা হয়েছে। ওই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি আইনে নির্দিষ্ট ধারায় মামলাও রুজু করা হয়েছে। রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার বলেছেন, 'যে কোনও উসকানিমূলক সাম্প্রদায়িক পোস্ট আমরা নজরে রাখছি। প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ করা হচ্ছে।'

মুর্শিদাবাদের ঘটনার পরবর্তী পর্যায়ে বেশকিছু ভিডিও এবং ছবি সমাজমাধ্যমে আপলোড হয়। পুলিশ তদন্ত করে দেখেছে, সেগুলি ২০২১ সালে উত্তরপ্রদেশ এবং ২০০০ সালে গুজরাটের ছবি। ওই ঘটনার পরই যে আইপি অ্যাড্রেস থেকে ছবি এবং ভিডিওগুলি পোস্ট করা হয়েছিল, সেগুলিকে চিহ্নিত করে ব্লক করা হয়। কিন্তু ততক্ষণে ওই ছবি এবং ভিডিও শতাধিক শেয়ার হয়ে যায়। ফলে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বাড়ার আশঙ্কা আরও বেড়ে যায়। তারপরই পুলিশ সিদ্ধান্ত নেয়, এই জাতীয় পোস্ট করলেই ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি আইনে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে এবং ওই অ্যাকাউন্ট ব্লক করা হবে।

ইতিমধ্যেই 'মেটা'র কাছে ওই অ্যাকাউন্টগুলি ডিঅ্যাক্টিভেট করতে চিঠি দিয়েছে রাজ্য পুলিশ। এমনকি ডিঅ্যাক্টিভেট হওয়ার আগে পর্যন্ত ওই অ্যাকাউন্ট থেকে যাতে কোনও পোস্ট না করা যায়, সেই অনুরোধও মেটার কাছে জানিয়েছে রাজ্য পুলিশ। রাজ্য পুলিশের সাইবার ক্রাইম সেল ৩২২ জন ব্যক্তিকে চিহ্নিত করেছে। তাঁদের একাধিক অ্যাকাউন্ট থেকে ওই পোস্টগুলি করা হয়েছে। ওই ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সরানো হল জঙ্গিপুরের এসপি-কে

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল : জঙ্গিপুর এবং মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপারদের সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিল নবান্ন। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার আনন্দ রায়কে পশ্চিম মেদিনীপুরের সালুয়ার ইএফআরের কমান্ডান্ট করে পাঠিয়ে দেওয়া হল। তাঁর জায়গায় নতুন পুলিশ সুপার হলেন কলকাতা পুলিশ (দক্ষিণ) ট্রাফিকের ডিসি অমিত কুমার সাউকে। একইভাবে মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার সূর্যপ্রতাপ যাদবকে কোচবিহারের নারায়ণী ব্যাটালিয়নের কমান্ডান্ট করে পাঠানো হল। তাঁর জায়গায় এলেন রানাঘাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার সানি রাজকুমার।

শিক্ষাকর্মীদের সঙ্গে ব্রাত্যর বৈঠক 'ব্যর্থ'

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল : গ্রুপ 'সি'-গ্রুপ 'ডি' শিক্ষাকর্মীদের সঙ্গে শুক্রবার বিকালে বৈঠক করলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। সল্টলেকে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নিবেদিতা ভবনে চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের অনশন এদিন ১০০ ঘণ্টা অতিক্রম করল। প্রথমে ৮ জন অনশন শুরু করলেও শারীরিক অসুস্থতার কারণে এখন অবস্থানরত মাত্র ৪ জন।

তার মধ্যে অন্যতম অনশনকারী মৌমিতা বিশ্বাস 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে বলেন, 'আমাদের চিকিৎসকরা হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। তবে ব্রাত্য বসুর সঙ্গে বৈঠক করলেও আমাদের কোনও সুরাহা হয়নি। অনশন আমরা চালিয়ে যাব।'

গ্রুপ সি কর্মী অমিত মণ্ডল জানান, 'শনিবার মুখ্যসচিবের সঙ্গে শিক্ষা মহলের আধিকারিকদের বৈঠক রয়েছে। এই বৈঠকে আমাদের নিয়ে কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও হতে পারে।'

ব্রাত্য বসুর সঙ্গে শুক্রবার বিকাল ৪টেয় বৈঠক করেন শিক্ষাকর্মীদের ৪ জন প্রতিনিধি। অমিত মণ্ডল বলেন, 'ব্রাত্য বসু বলেছেন, রিভিউ পিটিশনের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের পাশাপাশি যোগ্য শিক্ষাকর্মীদেরও সমান গুরুত্ব দেওয়া হবে।' ব্রাত্য যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ শিক্ষাকর্মীদের পাশে থাকবেন বলেও জানিয়েছেন।

তবে এতে খুশি নন শিক্ষাকর্মীরা। তাঁদের দাবি, 'শিক্ষকদের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত যেমন স্কুলে ফেরার অনুমতি রয়েছে, ঠিক তেমনভাবেই শিক্ষাকর্মীদের অনুমতি দেওয়া হোক। তাঁদের বেতন চালুও রাখতে হবে।' তবে সেই বিষয়ে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবং রাজ্যের তরফে এখনও কোনও বার্তা না আসায় অনশন জারি থাকবে, এমনটাই জানিয়েছে 'যোগ্য গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি অধিকার মঞ্চ'।

অনশনকারী গ্রুপ সি কর্মী মৌমিতা বিশ্বাস বলেন, 'নির্জলা উপোসে আছি। কতদিন সুস্থ থাকব বলতে পারছি না। তবে আলো-পাখার ব্যবস্থা পর্ষদের তরফে করা হয়েছে। জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্ট এবং পর্ষদের চিকিৎসকরা শারীরিক পরীক্ষা করছেন।'

স্থান পরিবর্তন হলেও ধর্না জারি

সোমবার থেকেই স্কুলে ফিরছেন 'যোগ্য' চাকরিহারারা

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল : শেষ হইয়াও হইল না শেষ। যে শহিদ মিনারের পাদদেশ থেকে চাকরিহারা শিক্ষকদের প্রথম আন্দোলন শুরু হয়েছিল, সেখানেই শুক্রবার দুপুরে ফিরে গেলেন চাকরিহারারা। এসএসসি ভবনের সামনে থেকে অবস্থান প্রত্যাহার করে তাঁরা ধর্মতলার শহিদ মিনার চত্বরে ধর্না-বিক্ষোভ জারি রাখলেন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর এসএসসি তালিকায় যাঁদের নাম রয়েছে, তাঁরা সোমবার থেকে স্কুলে ফেরার কথাও ঘোষণা করলেন এদিন। ধর্মতলায় যাওয়ার পথে তাঁরা বললেন, 'ছাত্রছাত্রীদের ভালোর জন্য স্কুলে ফিরছি।' চাকরিহারাদের প্রতিনিধিদের তরফে রিভিউ পিটিশন জমা দেওয়ার প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছে। তবে রাজ্য সরকারের তরফে রিভিউ পিটিশন জমা দেওয়ার আর্জি শুক্রবার পর্যন্ত অনিশ্চিতই রয়েছে। বৃহস্পতিবার শিক্ষা দপ্তর বিজ্ঞপ্তি জারি করে এসএসসির নতুন সচিব পদে অরুণ কুমার রায়ের নিয়োগ সম্পর্কে জানিয়েছে।

শুক্রবার সকাল থেকেই যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ ২০১৬-এর সদস্যদের মধ্যে দ্বন্দ্বের অভিযোগ উঠেছে। মঞ্চের তরফে মেহবুব মণ্ডল স্পষ্ট জানিয়েছেন, 'কেউ কেউ নিজস্ব স্বার্থ পূরণের লক্ষ্যে ঝামেলা সৃষ্টি করছেন। তবে শীর্ষ আদালতের কাছে রিভিউ পিটিশনের ক্ষেত্রে একাধিক মঞ্চের অবস্থান কখনোই গুরুত্ব পাবে না। আদালতের কাছে যোগ্য এবং অযোগ্যই মূল কথা। ফলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে লাভ নেই।'

অধিকার মঞ্চ এদিন দুপুর থেকেই শহিদ মিনার চত্বরে পিটিশন তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছে। তিন ধাপে রিভিউ পিটিশন করার ঘোষণাও করা হয়েছে। প্রথমত, নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির ক্ষেত্রে প্রথম থেকে তৃতীয় কাউন্সেলিং পর্যন্ত পিটিশন। দ্বিতীয়ত, সব শ্রেণির ক্ষেত্রেই চতুর্থ থেকে সপ্তম কাউন্সেলিং পর্যন্ত পিটিশন। সর্বশেষে কোনও কাউন্সেলিং কেন্দ্রিক পয়েন্টের ওপর ভিত্তি না করেই পিটিশন। পিটিশন দাখিলের প্রশ্নে চাকরিহারা শিক্ষকদের উত্তর, '৩০ এপ্রিল গরমের ছুটি পড়লেই সক্রিয়ভাবে সব পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করব।'

শুক্রবার দুপুর থেকেই ওকালতনামায় চাকরিহারাদের সই করানো শুরু হয়ে গিয়েছে। যেসব শিক্ষকের নাম যোগ্যের তালিকায় আসেনি এবং স্কুলে পৌঁছোয়নি, তাঁদের একাংশ এদিন বিকাশ ভবনের আধিকারিকদের কাছে অনুরোধ জানাতে যান। অধিকার মঞ্চ জানিয়েছে, তালিকা আপডেট করার জন্য বিকাশ ভবনকে দু'দিন সময় দেওয়া হয়েছে। তাঁরা হুঁশিয়ারি দেন, দু'দিনের মধ্যে তালিকার ভুল শোধরানো না হলে সোমবার থেকে আবারও কঠোর আন্দোলনের রাস্তা বাছবেন শিক্ষকরা। মেহবুব বলেন, 'রিভিউ পিটিশনে যেন কোনও ভুল পয়েন্ট না দেওয়া হয়, সেই দিকেই আমরা নজর রাখছি। সবথেকে কঠিন কাজ ড্রাফট তৈরি। আমরা ১৩-১৪ জন আইনজীবী ও এআরও-র পরামর্শ নিয়েছি। একটিও ভুল পদক্ষেপ নিলে সুপ্রিম কোর্ট খুব সহজেই আমাদের রিভিউ পিটিশন খারিজ করে দিতে পারে।'

কমিশন স্বীকার করেছে, যোগ্যদের যে তালিকা জেলায় জেলায় ডিআই অফিসে পাঠানো হয়েছে, তাতে ত্রুটি রয়েছে। ২০১৮ সালের পর থেকে সার্ভার আপডেট না করার জন্যই এমন ভুল। অধিকার মঞ্চ জানায়, 'সংশোধিত নতুন তালিকা পাঠানোর জন্য ৪৮ ঘণ্টা সময় চেয়েছেন কমিশনের চেয়ারম্যান।'

পহলগামে জঙ্গি হামলার প্রতিবাদে মিছিল বামেদের। শুক্রবার কলকাতায় রাজীব মণ্ডলের তোলা ছবি।

বদল চেয়ে বিক্ষোভ

রিমি শীল

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল : বিচারপতির বেঞ্চ বদল চেয়ে শুক্রবার বিকেল থেকে আইনজীবীদের চেম্বার ঘেরাও করে অবস্থানে বসলেন ২০১৬ সালের কর্মশিক্ষা ও শারীরশিক্ষার অতিরিক্ত শূন্য পদে সুপারিশপ্রাপ্ত চাকরিপ্রার্থীরা। এদিন ওয়েটিং লিস্টে থাকা প্রার্থীদের চাকরি দিতে অতিরিক্ত পদ (সুপার নিউমেরারি) তৈরির বিরুদ্ধে মামলার শুনানি ছিল। বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এজলাসে শুনানি শেষ হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা। সিপিএম আইনজীবীদের চেম্বারের বাইরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা। এই বিক্ষোভের সমালোচনা করে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। বলেন, 'ওরা যদি মনে করেন, দুর্নীতিযুক্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চাকরি পেয়ে যাবেন, তাহলে এটা ভুল ধারণা। কাদের প্ররোচনায় এমনটা করছেন, তা জানি না।'

এদিন বিচারপতি বসুর এজলাসে দুপুর ২টোয় মামলার শুনানি ছিল। এদিন এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি নির্দেশ দেন, সুপার নিউমেরারি পদে চাকরি দেওয়া নিয়ে রাজ্যের কী অবস্থান তা আবেদনপত্র জমা দিয়ে জানাতে হবে। তিনি বলেন, 'মৌখিক প্রতিশ্রুতি নয়, হলফনামাও চাই না, আবেদন করে জানান। আমি এটা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেব।'

শুনানি শেষ হতেই বিকেল চারটের পর কলকাতা হাইকোর্টের 'এফ' গেটের বাইরে জড়ো হন আন্দোলনকারীরা। মিছিল থেকে স্লোগান ওঠে, 'নিয়োগ চাই'। ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিটে বিকাশরঞ্জনের চেম্বারের বাইরে প্রথমে একদফা বিক্ষোভ দেখানো হয়। তারপর কিরণ শংকর রায় রোডে ফিরদৌস শামীম, সুদীপ্ত দাশগুপ্তদের চেম্বারের বাইরে জুতো খুলে, টাকা দেখিয়ে কটাক্ষ করতে থাকেন তাঁরা। ওখানেই বসে পড়েন। কোচবিহারের আরিফ মহম্মদ বলেন, 'আর কত দিন এভাবে অপেক্ষা করব আমরা? আমাদের আগের শুনানির টাকা ফেরত দিক চাকরিখেকোরা।' জলপাইগুড়ির আবদুল হালিম বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরেও বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যরা নিয়োগ আটকে রেখেছেন।' দক্ষিণ দিনাজপুরের চাকরিপ্রার্থী রুস্তম আলি বলেন, 'দু-আড়াই বছর ধরে টালবাহানা চলছে। দিনের পর দিন মামলা চলছে।'

পাঠক্রম বদল

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল : সিমেস্টার শুরুর পরেই সংস্কৃতের পাঠ্যক্রম বদলাল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। তৃতীয় সিমেস্টারের ১, ২, ৩ ও ৫ নম্বর ইউনিটের বিষয়ে বদল আনা হয়েছে। তবে সেই বদল পড়ুয়াদের পড়াশোনায় ক্ষতি করবে বলেই মত শিক্ষক মহলের একাংশের।

শিক্ষক মহল অভিযোগ জানায়, 'বেশিরভাগ স্কুলে সংস্কৃতের পাশাপাশি বাংলা ও ইংরেজি বই এসে পৌঁছোয়নি। এরইমধ্যে পাঠক্রমে বদল হলে ক্লাস শুরু হবে কীভাবে?' ইউনিট ১-এর 'শ্রীমতী' পাঠ্যগদ্য, ইউনিট ২-এর 'অভ্যাসবশগং মনঃ', ইউনিট ৩-এর 'বীরঃ সর্বদমনঃ' এবং ইউনিট ৫-এর 'আর্যভট্ট ও বরাহমিহির'-এই বিষয়গুলি পরিবর্তন করা হয়েছে।

নারাজ আদালত

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল : কাশ্মীরের পহলগামের ঘটনায় শোকস্তব্ধ গোটা দেশ। এই পরিস্থিতিতে ঘটনার প্রতিবাদে শুক্রবার বিকেল ৫টায় টালিগঞ্জ থেকে গড়িয়াহাট পর্যন্ত অরাজনৈতিক একটি মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছিল। পুলিশ অনুমতি না দেওয়ায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন উদ্যোক্তারা। তবে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ জানিয়ে দেন, 'এই পরিস্থিতিতে আগামী ৭ দিন যে কোনও ধরনের কর্মসূচি বন্ধ রাখতে বলেছি। বৃহস্পতিবারও একটি সংগঠন কর্মসূচির অনুমতির জন্য এসেছিল। তাদেরও একই কথা বলেছি।' মঙ্গলবার মামলাটির পরবর্তী শুনানি।

ফের বিতর্কে কল্যাণ

আদালত কক্ষেই আইনজীবীকে মার

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল : ফের বিতর্কে জড়ালেন তৃণমূল সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কখনও দলের অন্দরে আবার কখনও সংসদ চত্বরে বারবার তিনি চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছেন। এবার আদালত কক্ষের ভিতরে এক আইনজীবীকে মারধরের অভিযোগ উঠল তাঁর বিরুদ্ধে। বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের বেঞ্চে ১১ নম্বর এজলাসে এই ঘটনা ঘটে। আইনজীবী অশোককুমার নাথের অভিযোগ, সাংসদ সৌগত রায়ের বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্য করেন কল্যাণ। এই নিয়ে বচসা বাধে। ইতিমধ্যেই কল্যাণের বিরুদ্ধে হেয়ারস্ট্রিট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই আইনজীবী।

অভিযোগপত্রে ওই আইনজীবী উল্লেখ করেন, ১২ বছর ধরে তিনি আইনজীবী হিসেবে প্র্যাকটিস করছেন। বৃহস্পতিবার কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালত কক্ষে প্রবেশ করেন এবং সাংসদ সৌগত রায়ের বিরুদ্ধে কুমন্তব্য করেন। তাঁকে এই ধরনের মন্তব্য থেকে বিরত থাকতে বলায় তিনি রেগে যান ও মারধর শুরু করেন। বাকিরা তাঁকে বাধা না দিলে কল্যাণ তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলতেন বলে দাবি অশোকের। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'নরেন্দ্র মোদির আমলে জঙ্গি হামলা নিয়ে বাকিদের সঙ্গে কথা বলছিলেন কল্যাণ। তখন ওই কথোপকথনের মাঝে আমি শুধু বলেছিলাম, সৌগতদার নামে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন কেন। তখনই উনি আমাকে সৌগতর চামচা বলেন। আমার কলার ধরে মুখে ঘুসি মারেন, লাথি মারেন। আমার মুখ থেকে রক্ত ঝরছিল। আমি আদালতেও জানিয়েছি, থানাতেও অভিযোগ দায়ের করেছি। আদালতের মধ্যে একজন বর্ষীয়ান আইনজীবীর এই ধরনের আচরণ কাম্য নয়।' তবে এই বিষয়ে এখনও কোনও ব্যাখ্যা দেননি কল্যাণ। ফোনে চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি তাঁকে।

> নরেন্দ্র মোদির আমলে জঙ্গি হামলা নিয়ে বাকিদের সঙ্গে কথা বলছিলেন কল্যাণ। তখন ওই কথোপকথনের মাঝে আমি শুধু বলেছিলাম, সৌগতদার নামে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন কেন। তখনই উনি আমাকে সৌগতর চামচা বলেন। আমার কলার ধরে মুখে ঘুসি মারেন, লাথি মারেন।
>
> -অশোককুমার নাথ

ইউনাইটেড ইন্ডিয়া ইনসুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড
আঞ্চলিক কার্যালয় : কলকাতা, ফোন ঃ (০৩৩)২২৮৮-১৩৫২
সিআইএন ঃ- ইউ৯৩০৯০টিএন১৯৩৮জিওআই০০০১০৮
মাইক্রো অফিস দার্জিলিং-এর জন্য
ভাড়ার জন্য অফিস আবাসনের প্রয়োজন

দার্জিলিং-এর কাছাকাছি ভালো বাণিজ্যিক এলাকায় সর্বোচ্চ ২৫০ স্কোয়ার ফিটের (হলঘরসম) অফিস প্রাঙ্গণ আমাদের প্রয়োজন। ইচ্ছুক ভবনের মালিকগণ দুই সেটের প্রযুক্তিক দর এবং অর্থনৈতিক দর যেটি আমাদের ওয়েবসাইট www.uiic.co.in থেকে ডাউনলোড করে অথবা আমাদের কলকাতার আঞ্চলিক কার্যালয় যেটির ঠিকানা ঃ- ইস্টেটস ডিপার্টমেন্ট, তৃতীয় তলা, হিমালয়া হাউস, ৩৮বি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১-এ কার্যালয় চলাকালীন সময়ে ২৬.০৪.২০২৫ থেকে ২০.০৫.২০২৫ পর্যন্ত প্রাপ্তির দ্বারা নাম মুদ্রাঙ্কিত খামের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে আমাদের ওয়েবসাইট পরিদর্শন করুন অথবা উপরে উল্লিখিত কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন। টেন্ডারটি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ এবং সময় উপরে উল্লিখিত ঠিকানাটিতে ২০.০৫.২০২৫ তারিখে দুপুর ৩টের সময়। কোনওরকম দালালচক্র ন্যস্ত করা হবে না।

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার
আঞ্চলিক কার্যালয় কলকাতা

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে বিভিন্ন ট্রেনের এসএলআর লিজিং

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের বিভিন্ন ট্রেনের এসএলআর লিজ দেওয়ার জন্য ই-নিলামের আমন্ত্রণ। **নিলাম ক্যাটালগ নং ঃ সি-এপি-পিসিএল-লিজ। বর্ণনা ঃ** এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (একক বগি); **একক দর:** প্রতি ট্রিপ লাইসেন্সিং ফি। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সকল লট) ঃ** ০৯-০৫-২০২৫ তারিখে ১১:০০ টায়।

ক্রম নং	লট নং/ক্যাটাগরি	লট শেষের তারিখ ও সময়
এএ/১	১৫৭৬৯-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-এমএক্সএন-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর)	০৯-০৫-২০২৫ তারিখে ১১:৩০ টায়
এএ/২	১৩১৪২-এসএলআর-এফ১-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)	০৯-০৫-২০২৫ তারিখে ১১:৪০ টায়
এএ/৩	১৩১৪২-এসএলআর-এফ২-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)	০৯-০৫-২০২৫ তারিখে ১১:৫০ টায়
এএ/৪	১৩১৫০-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এসডিএএইচ-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর)	০৯-০৫-২০২৫ তারিখে ১২:০০ টায়
এএ/৫	১৩১৪৮-এসএলআর-এফ১-বিএক্সটি-এসডিএএইচ-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর)	০৯-০৫-২০২৫ তারিখে ১২:১০ টায়
এএ/৬	১২৩৭৮-এসএলআর-এফ১-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)	০৯-০৫-২০২৫ তারিখে ১২:২০ টায়
এএ/৭	১৫৪১৭-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-এসএইচটিটি-২২-২ (পার্সেল-এসএলআর)	০৯-০৫-২০২৫ তারিখে ১২:৩০ টায়
এএ/৮	১৩১৪২-এসএলআর-আর১-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)	০৯-০৫-২০২৫ তারিখে ১২:৪০ টায়
এএ/৯	১৫৭৬৯-এসএলআর-আর১-এপিডিজে-এমএক্সএন-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর)	০৯-০৫-২০২৫ তারিখে ১২:৫০ টায়
এএ/১০	১৫৪১৭-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এসএইচটিটি-২২-৪ (পার্সেল-এসএলআর)	০৯-০৫-২০২৫ তারিখে ১৩:০০ টায়
এএ/১১	১৫৭৬৯-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এমএক্সএন-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর)	০৯-০৫-২০২৫ তারিখে ১৩:১০ টায়

প্রাথমিক কুলিং অফ সময় ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। সর্বাধিক স্বয়ংক্রিয় বৃদ্ধি ঃ ১০ বার। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ ই-নিলাম লিজিং মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে প্রৌঢ়ের মৃত্যু

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৫ এপ্রিল : বৃহস্পতিবার নিজের জমিতে বাঁশ কাটছিলেন বৃদ্ধ। আচমকাই উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তারের সংস্পর্শে চলে আসায় মুহূর্তের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃতের নাম মোঃ জিয়ার উদ্দিন। বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার ভিঙল পঞ্চায়েতে।

এদিন সকালে গণক মসনা মাঠে নিজের জমিতে বাঁশ কাটছিলেন মোঃ জিয়ার উদ্দিন। আচমকাই বাঁশ ঝাড়ের উপরে থাকা ১১ হাজার ভোল্টের হাইটেনশন লাইনের সঙ্গে বাঁশের মাথা ঠেকে গেলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। স্থানীয়রা তাঁকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে চাঁচল মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

গ্রামের বাসিন্দা মোঃ আইয়ুব আলী বলেন, 'আজ সকালে জিয়ার নিজের জমিতে বাঁশ কাটতে গিয়েছিলেন। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তারের সংস্পর্শে তাঁর মৃত্যু হয়। এর আগেও এখানে একজন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে পঙ্গু হয়ে যান। আমরা বারবার এই নিয়ে বিদ্যুৎদপ্তরকে জানিয়েছি, কোনও কাজ হয়নি।'

হরিশ্চন্দ্রপুর পুলিশ দেহ উদ্ধার করে, 'ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেলে পাঠিয়েছে।'

মহিলা সমবায় তৃণমূলের

বালুরঘাট, ২৫ এপ্রিল : বালুরঘাটের মহিলা সমবায় নির্বাচনে ১৪টি আসনের সবকটিতেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতল তৃণমূল প্রার্থীরা। বৃহস্পতিবার আদিবাসী কাটনা এমএস বিদ্যাপীঠ স্কুলে 'চকভৃগু স্বাগতম মহিলা সংঘ বহুমুখী সমবায় সমিতি'র নির্বাচন সম্পন্ন হয়। এদিন বালুরঘাট বিডিও দপ্তরের কর্মীরা ভোটকেন্দ্রে এসে বিজয়ীদের শংসাপত্র প্রদান করেন। উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূল মহিলা কমিটির সভানেত্রী স্নেহলতা হেমব্রম, বালুরঘাট শহর তৃণমূল সভাপতি প্রীতমরাম মণ্ডল সহ একাধিক নেতৃত্ব।

বিজয়ী প্রার্থী রত্না মজুমদার সাহা বলেন, 'আগে মহিলাদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে যা কাজ হত, এবার তার চেয়েও বেশি উন্নয়নমূলক কাজের দিকে নজর দেওয়া হবে। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা মহিলা সমবায় সংঘের দপ্তরে বসলাম।'

চকভৃগু গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পম্পা মহন্তের বক্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে মহিলাদের স্বনির্ভর করার ক্ষেত্রে এই জয় আরও একধাপ এগিয়ে দিল আমাদের। সাধারণ মানুষ যে আমাদের উপর ভরসা দেখিয়েছেন তার জন্য তাদের ধন্যবাদ জানাই।'

প্রয়াত প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৫ এপ্রিল : শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন হরিশ্চন্দ্রপুর থানার মিলনগড় সাজ্জাদিয়া হাই মাদ্রাসার প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন। বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। শারীরিক অসুস্থতার কারণে বৃহস্পতিবার সকালে নিজের বাড়িতে তাঁর জীবনাবসান হয়।

মোহাম্মদ সাইফুদ্দিনের চাকরি জীবন শুরু সাদলিচক উচ্চবিদ্যালয় থেকে। তিনি ওই স্কুলের সহকারী শিক্ষক ছিলেন। পরে মিলনগর সাজ্জাদিয়া হাই মাদ্রাসায় প্রধান শিক্ষক পদে যোগ দেন। মধ্যবর্তী সময়ে তিনি ভালুকা পঞ্চায়েতের উপপ্রধান পদেও আসীন ছিলেন।

রাস্তার আশ্বাস

সামসী, ২৫ এপ্রিল : মালতীপুর বিধানসভা এলাকার গৌড়হণ্ড পঞ্চায়েতের শ্যামেরহাট থেকে সন্তোষ ব্রিজ (কড়িয়ালি) পর্যন্ত প্রায় ৭ কিমি কাঁচা রাস্তা পরিদর্শন করলেন বিধায়ক আবদুর রহিম বক্সি। পরিদর্শনের পর বিধায়ক আবদুর রহিম বক্সি বলেন, 'ওই পুরো রাস্তা জেলা পরিষদের ফান্ড থেকে অনুমোদন হয়েছে। খুব শীঘ্রই পাকা রাস্তার কাজ চালু হবে।'

কুমারগঞ্জ শিয়ালপাড়ায় মুখামেলা। শুক্রবার। - অভিজিৎ সরকার

কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষতি, দমকলকেন্দ্রের দাবি

রতুয়ায় অগ্নিকাণ্ড, নিরাশ্রয়ে ৯ পরিবার

শেখ পান্না

রতুয়া, ২৫ এপ্রিল : বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই ন'টি বাড়ি। ছাদ হারিয়ে এখন খোলা আকাশের নীচে দিন গুজরান করছে ন'টি পরিবার। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে রতুয়া-১ ব্লকের কাহালা পঞ্চায়েতের নিমতলা গ্রামে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ছাক্কু মিয়াঁ নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে প্রথমে আগুন লাগে। শর্টসার্কিট থেকেই এই আগুন বলে মনে করছেন গ্রামবাসীরা। হাওয়ার দাপটে মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে আশেপাশের বাড়িগুলোতে। অগ্নিকাণ্ডে টাকাপয়সা, সোনা সহ ঘরে মজুত আসবাবপত্র, পোশাক, খাদ্যশস্য কিছুই আর বাঁচেনি। সব মিলিয়ে কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির।

গ্রামবাসীরা জানাচ্ছেন, এনাকুল মিয়াঁ নামে এক ব্যক্তি মেয়ের বিয়ের জন্য সাড়ে ছ'লক্ষ টাকা বাড়িতে এনে রেখেছিলেন। শনিবারই পণ বাবদ এই টাকা পাত্রের বাড়িতে পৌঁছোনোর কথা ছিল তাঁর। সেই টাকা এখন ছাই। অন্যদিকে, সমস্ত কিছু আগুনে পুড়ে যাওয়ায় অসহায় হয়ে পড়েছে পরিবারগুলি। তিল তিল করে জমানো টাকা ছাই হয়ে যায়। রতুয়ায় দমকলকেন্দ্র না থাকায় এলাকার জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধেও তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করছেন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সদস্য সহ গ্রামবাসীরা।

বিধ্বস্ত এলাকার প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য সাবুল মিয়াঁ জানাচ্ছেন, 'এরা সবাই পরিযায়ী শ্রমিক। বছরভর দেশের বিভিন্ন জায়গায় কাজ করে। গতকাল প্রথমে ছাক্কু মিয়াঁর বাড়িতে আগুন লাগে। সেই আগুন তার তিন ছেলের দমকলকেন্দ্র স্থাপন করার প্রসঙ্গ বিধানসভায় উত্থাপন করুন। আমরা চাই, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সরকারি সহায়তা করা হোক। এদের একজন এনাকুল মিয়াঁর মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছিল। সাড়ে ছ'লাখ টাকা পণ দেওয়ার জন্য রাখা ছিল। সব পুড়ে গিয়েছে। সোনার গয়নাও বাঁচেনি। এখন মেয়েটার কী করে বিয়ে হবে সেটাই কথা।'

পুড়ে ছাই শোয়ার খাট। শুক্রবার রতুয়ায়। - সংবাদচিত্র

বাড়িতেও ছড়িয়ে যায়। ছাক্কুর দাদার স্ত্রী আর চার ছেলের বাড়িও পুড়ে গিয়েছে। কোনও বাড়ি থেকে কিছু বের করা যায়নি। গ্রামবাসীরা কোনওরকমে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। চাঁচল থেকে দমকলের ইঞ্জিন আসার আগেই সব ছাই হয়ে যায়। আমাদের বিধায়কের কাছে আবেদন, তিনি রতুয়ায় একটি

রতুয়া-১ নম্বর ব্লকের বিডিও রাকেশ টোপ্পো জানান, 'গতকাল কাহালা নিমতলা গ্রামে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। সেখানে ন'টি পরিবারের ন'টি ঘর পুড়েছে। রাতেই ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের হাতে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে সরকারিভাবে সবরকম সহযোগিতা করা হবে।'

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

সোনালি বিকেল।। মালবাজারের নেওড়া নদীর তীরে ছবিটি তুলেছেন জলপাইগুড়ির অরুণাভ বাগচী।

রাস্তা ঢালাইয়ের সূচনা

হরিশ্চন্দ্রপুর ও সামসী, ২৫ এপ্রিল : হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের দৌলতপুর পঞ্চায়েতের বেজপুরা গ্রামে ১৪ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা ব্যয়ে ৩৪৩ মিটার কংক্রিট ঢালাই রাস্তার কাজের সূচনা করা হয়। মঙ্গলবার কাজের সূচনা করেন জেলা পরিষদের সদস্যা রশিদুন্নেসা।

জানা গিয়েছে, মালদহ জেলা পরিষদের উদ্যোগে ১৪ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা ব্যয়ে বেজপুরাতে পাড়ায় ৩৪৩ মিটার কাঁচা রাস্তা কংক্রিট ঢালাই কাজ শুরু হল। পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ রাহাতুল আলি বলেন, 'এখানকার মানুষ অনেক আগেই এই সমস্যার কথা আমাকে জানায়। বিষয়টি আমি জেলা পরিষদকে জানিয়েছিলাম। তারপরেই জেলা পরিষদের উদ্যোগে আজকে রাস্তাটির কাজ শুরু হল।'

এদিকে, রতুয়া-১ ব্লকের চাঁদমুনি-২ পঞ্চায়েতের আন্ধারু খাসপাড়ায় এতদিন পাকা রাস্তা ছিল না। স্বাধীনতার পর প্রথম পাকা রাস্তার স্বাদ পেল বাসিন্দারা। এদিন আন্ধারু খাসপাড়ায় ঢালাই পাকা রাস্তার কাজের সূচনা করেন রতুয়া-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাহানাজ পারভিন, চাঁদমুনি-২ পঞ্চায়েত প্রধান আসফাতুর রহমান বাবলু প্রমুখ।

চাঁদমুনি-২ পঞ্চায়েত প্রধান আসফাতুর রহমান বাবলু বলেন, 'আন্ধারু খাসপাড়ার প্রায় সাড়ে চারশো মিটার পাকা রাস্তা নির্মাণের জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ থেকে প্রায় ২৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়।'

দৌলতপুরে নতুন স্বাস্থ্যকেন্দ্র

বুনিয়াদপুর, ২৫ এপ্রিল : অবশেষে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র পেতে চলেছে দৌলতপুর। বুধবার বিকালে বংশীহারী ব্লকের গাঙ্গুরিয়া পঞ্চায়েতের দৌলতপুর হাটখোলায় জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্বোধন হল। এদিন সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্বোধন করেন জেলা পরিষদ সদস্য সুভাষ ভাওয়াল।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বংশীহারীর বিডিও সুব্রত বল, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গণেশ প্রসাদ, গাঙ্গুরিয়া পঞ্চায়েতের প্রধান সুকুমার রায় প্রমুখ।

বিডিও বলেন, 'জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের ৪০ লক্ষ টাকায় দৌলতপুর হাটখোলার চার শতক সরকারি খাসজমিতে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি তৈরি হয়েছে। এলাকার মানুষজন এখানে চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন।'

শিয়ালপাড়ায় চামুণ্ডাপুজো

কুমারগঞ্জ, ২৫ এপ্রিল : প্রতি বছরের মতো এবছরেও প্রথা মেনে কুমারগঞ্জের শিয়ালপাড়ায় সূচনা হয় চামুণ্ডাপুজোর। বৈশাখের প্রথম মঙ্গলবার ঘট স্থাপনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় পুজো। বুধবার অনুষ্ঠিত হয় শ্মশান মেলা। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে মেলা। চলবে দু'দিন। মেলায় বসছে নানা সামগ্রীর দোকান। এর মধ্যে রয়েছে মিষ্টির দোকান, হস্তশিল্প, গ্রামীণ সামগ্রী ও খাদ্যদ্রব্যের পসরা। উৎসব ঘিরে শিয়ালপাড়া হয়ে উঠেছে মিলন মেলা।

বাঁধ পরীক্ষা

বুনিয়াদপুর, ২৫ এপ্রিল : বৃহস্পতিবার দক্ষিন দিনাজপুর জেলা বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় ও অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে বংশীহারীর বিল বড়াইল বাঁধ পরিদর্শন করা হল। এদিন ওই দপ্তরের আধিকারিক অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় সেচ দপ্তরের বাস্তুকার রিকু মণ্ডলকে সঙ্গে নিয়ে কানুর গ্রামে যান। সেখানে টাঙন নদীর ধারে বিল বড়াইল বাঁধ পরীক্ষা করে দেখেন।

গরম পড়তেই জল উঠছে না সাবমার্সিবল পাম্প দিয়ে

পড়ুয়াদের মিড-ডে মিল রান্নায় সমস্যা

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

বামনগোলা, ২৫ এপ্রিল : কল আছে, জল নেই। গ্রীষ্মের শুরুতেই বামনগোলার বিভিন্ন এলাকায় দ্রুত নামছে ভূগর্ভস্থ জলস্তর। কোনও কোনও এলাকায় সাবমার্সিবলে সুতোর মতো খুব সরু হয়ে জল পড়ছে। কোথাও আবার উঠছে না এক ফোঁটাও জল। স্বাভাবিকভাবেই জলসংকটের মুখে বামনগোলার সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে পড়ুয়ারা। এর ফলে বেশ কিছু স্কুলে পড়ুয়াদের মিড-ডে মিল রান্নার কাজও সংকটে। কিন্তু পড়ুয়াদের মিড-ডে মিল যেহেতু বন্ধ করা যাবে না। তাই সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষ দূরের কোনও গৃহস্থের বাড়ি থেকে জল এনে মিড-ডে মিলের রান্নার দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। এমন দুর্ভোগের কথা স্বীকার করেছেন নালাগোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রতনকুমার সরকার।

গরমে জল উঠছে না সাবমার্সিবলে।

তিনি বলেন, 'প্রচণ্ড গরম পড়তেই ভূগর্ভস্থ জলস্তর নেমে গিয়েছে। ফলে জলের অভাবে সংকট দেখা দিয়েছে পড়ুয়াদের মিড-ডে মিলের রান্নার কাজেও। আপাপত এক গৃহস্থের বাড়ি থেকে জল এনে মিড-ডে মিলের রান্নার কাজ চালানো হচ্ছে। গৃহস্থ আপত্তি জানালেই বন্ধ হয়ে যাবে মিড-ডে মিল। বিষয়টা অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের দপ্তরে জানানো হয়েছে।'

ঘটনার প্রতিক্রিয়া জানতে বামনগোলা ইস্ট সার্কেলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসে গেলে দপ্তরের পক্ষ থেকে এই গরমে বিভিন্ন স্কুলে সাবমার্সিবল থেকে জল না উঠার কথা স্বীকার করা হয়েছে। জলের অভাবে মিড-ডে মিল নিয়েও সমস্যার কথা মেনে নিয়েছেন দপ্তরের সকলেই।

দপ্তরের বড়বাবু দুলালচন্দ্র রায় আক্ষেপের সুরে বলেন, 'আমাদের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসের সাবমার্সিবল থেকেও জল উঠছে না। আমাদের অফিসের স্টাফদেরও দোকান থেকে জল কিনে পান করতে হচ্ছে।' তিনি আরও জানান, 'নালাগোলা প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়াও বটতলি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সায়েস্তাবাদ প্রাথমিক বিদ্যালয়, আনাহারপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, গোবিন্দপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, আদাতলা-নন্দিনাদহ প্রাথমিক বিদ্যালয়, রাঙামাটিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাবমার্সিবলে জল উঠছে না। ফলে সংকটে মিড-ডে মিল রান্নার কাজ। বিষয়টি দপ্তরের ম্যাডামের সঙ্গে আলোচনা করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হবে।'

অনুপ্রবেশে দালালি, ধৃত বাংলাদেশি সহ ১

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ২৫ এপ্রিল : অনুপ্রবেশের অভিযোগে এক বাংলাদেশি তরুণকে গ্রেপ্তার করল কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতের নাম রাজকুমারচন্দ্র রায়। তাঁর বাড়ি বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার হাতমাধুপুর গ্রামে। অভিযোগ, কাঁটাতারের বেড়া টপকে ওই বাংলাদেশি তরুণকে এপারে আনার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছিলেন কালিয়াগঞ্জের অনন্তপুর অঞ্চলের উত্তর গৌরীপুর গ্রামের বাসিন্দা বিপ্লব রায়। পুলিশ তাঁকেও গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত দুই জনকেই শুক্রবার রায়গঞ্জ জেলা আদালতে তোলা হয়।

সীমান্ত পারাপারে দালালরাজ নিয়ে গত সোমবার 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এর প্রথম পাতায় একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। ওই সংবাদ প্রকাশের পর সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতেই ফের এক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী সহ এক ভারতীয় দালাল গ্রেপ্তারের ঘটনায় উত্তরবঙ্গ সংবাদের খবরেই সিলমোহর পড়ল।

কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, 'উত্তর গৌরীপুরের বাসিন্দা বিপ্লব রায় বাংলাদেশি রাজকুমার চন্দ্র রায়কে এপারে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে দালাল হিসেবে কাজ করতে গিয়ে বিএসএফের হাতে ধরা পড়ে। আজ সকালে বিএসএফ ধৃত দুইজনকে কালিয়াগঞ্জ থানার হাতে তুলে দেয়।

কালিয়াগঞ্জ

নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।'

বাংলাদেশে উদ্ভূত অস্থির পরিস্থিতির কারণে গত এক বছর ধরে কালিয়াগঞ্জের অনন্তপুর ও রাধিকাপুর সীমান্ত দিয়ে মোটা টাকার বিনিময়ে বেআইনিভাবে লোক পারাপার চলছে। এই দালালি ব্যবসায় সীমান্তবর্তী এলাকারই কিছু ভারতীয় নাগরিক জড়িত বলে অভিযোগ। একজন বাংলাদেশিকে ভারতে অবৈধভাবে প্রবেশ করাতে প্রায় ৫০ হাজার টাকা নেন দালালরা। সীমান্ত এলাকাজুড়ে হাই অ্যালার্ট জারি রয়েছে। তা সত্ত্বেও কাঁটাতারের বেড়া গলে কীভাবে দালালের হাত ধরে ওই বাংলাদেশি নাগরিক এপারে প্রবেশ করল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

অনন্তপুর অঞ্চলের তৃণমূল নেতা উত্তম সরকার বলেন, 'ধৃত বিপ্লব রায় গত দুই মাস ধরে লোক পারাপারের দালালি ব্যবসায় নেমেছেন। আরও অনেকেই এই ব্যবসায় জড়িত। মাথাপিছু দর কষে বিএসএফ-এর সাথে সেটিং করে এরা লোক পারাপার করেন। সেটিং না হলেই গ্রেপ্তারের গল্প সামনে আসে।'

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় বিজেপি নেতাও বলেন, 'রাতের অন্ধকারে টর্চের আলোর সিগন্যালে এই কাজ চলে। সীমান্তরক্ষীদের বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যেই কাজ হাসিল করতে হয়। মাথা পিছু কমিশন থাকে সীমান্তরক্ষীদের জন্যও।'

সরকারি শিক্ষকদের রমরমা টিউশন ব্যবসা

নিউজ ব্যুরো

২৫ এপ্রিল : বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট প্রকট। পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকায় পাঠদান কার্যত অচল হয়ে পড়েছে। অথচ স্কুল শিক্ষা দপ্তরের স্পষ্ট নির্দেশ, কোনও সরকারি স্কুল শিক্ষক প্রাইভেট টিউশনের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবেন না। তবু সেই নির্দেশ অমান্য করে বেশ কিছু শিক্ষক গোপনে টিউশন পড়াচ্ছেন বলে বারংবার অভিযোগ উঠে এসেছে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন আরটিআই করেছেন। আর এই তথ্য বারবার জেলা শিক্ষা দপ্তরে এসেছে। তারপরেও বহাল তবিয়তে শিক্ষকতা চালিয়ে যাচ্ছেন জেলার বিভিন্ন প্রান্তের সরকারি শিক্ষকরা। যার ফলে জেলার শিক্ষিত বেকার গৃহশিক্ষকরা কার্যত ক্ষোভে ফুসছেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর দিনাজপুর জেলা শিক্ষা দপ্তর পুনরায় বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষকরা প্রাইভেট টিউশন পড়াতে পারবেন না। প্রাইভেট টিউশনের অভিযোগ পেলে আইনানুগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

যদিও এর আগে আদালতের তরফেও সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের গৃহশিক্ষকতা বন্ধ করার জন্য নির্দেশ জারি করা হয়েছিল। কিন্তু সেই সবের তোয়াক্কা না করেই জেলার আনাচেকানাচে গৃহশিক্ষক হিসেবে দেখা যাচ্ছে স্কুল শিক্ষকদের।

রায়গঞ্জের গৃহশিক্ষক প্রদীপ সরকার বলেন, 'সরকারি স্কুল শিক্ষকরা প্রাইভেট টিউশন করলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় বেকার তরুণরা। কারণ স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পাঠ শেষ করার পর অধিকাংশ তরুণ প্রাইভেট টিউশনের মাধ্যমে রোজগার করেন। তবুও স্কুলের শিক্ষকরা টিউশনের রমরমা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। বালুরঘাটের গৃহশিক্ষক শুভেন্দু দাস অভিভাবকদের দিকে নিশানা করে বলেন, 'সরকারি স্কুলে শিক্ষকতার পেশায় যুক্ত হয়েই যেন গৃহশিক্ষকতার দরজাও খুলে যায়। এই প্রথা আজকের নয়। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। অভিভাবকরাও যেন তাদের কাছে সন্তানকে পড়াশোনার জন্য দিয়ে স্বস্তি বোধ করেন। ওই সমস্ত শিক্ষকরা আজ চাকরি না পেলে হয়তো বাড়িতে ছাত্র পেতেন না। শুধু গৃহশিক্ষক হিসেবে যারা পড়াচ্ছেন তাদের অযোগ্য ভাবার ধারণা সবার আগে পালটাতে হবে।' মালদার গৃহশিক্ষক অনির্বাণ মিশ্র বলেন, 'গৃহশিক্ষকরা স্বচ্ছ নিয়মে পড়িয়ে জীবিকা নির্বাহ করি। আমাদের মতো বহু নিরীহ মেধাদের গৃহশিক্ষকতায় একমাত্র সম্বল। কিন্তু স্কুলের শিক্ষকরা তাঁদের সরকারি চাকরির সুযোগ নিয়ে এই পেশাকে ছোট করছেন।'

এছাড়াও গৃহশিক্ষকরা আরও অভিযোগ তুলে জানান, বেশ কিছু শিক্ষক স্কুলের নম্বর, প্র্যাকটিকাল কিংবা অ্যাসাইনমেন্টের ভয় দেখিয়ে টিউশন পড়াচ্ছেন।

> যে সকল প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক এবং শিক্ষিকারা প্রাইভেট টিউশন করছেন তাঁদের অবিলম্বে তা বন্ধ করে দিতে হবে। এই নিয়ে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক নির্দেশিকা জারি করেছেন। ইতিমধ্যে এসআই অফিসগুলিতে নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে।
>
> **নাজিমুদ্দিন আলি,** চেয়ারম্যান, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ, উত্তর দিনাজপুর

মালদা জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (ডিআই) বাণীব্রত দাস জানান, 'সরকারি নির্দেশ অমান্য করে কেউ টিউশন করলে, প্রমাণ পেলে অবশ্যই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিষয়টি আমরা খতিয়ে দেখছি।'

তথ্য সহায়তা : মণিশংকর ঠাকুর, দীপঙ্কর মিত্র, পঙ্কজ মহন্ত ও সৌরভ ঘোষ।

চোলাই ঠেকের বিরুদ্ধে পথে প্রমীলাবাহিনী

বালুরঘাট, ২৫ এপ্রিল : পাড়ায় পাড়ায় গজিয়ে উঠেছে চোলাইয়ের ঠেক। সেখান থেকে চোলাই চলে যাচ্ছে গ্রামে গ্রামে। চোলাই যাচ্ছে অন্যত্র। গ্রামের পুরুষরা নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ছেন। বাড়ি বাড়ি অশান্তি লেগেই রয়েছে। চোলাই বিক্রি বন্ধের জন্য প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। বাধ্য হয়ে বালুরঘাট ব্লকের পাঁচটি গ্রামের মহিলারা একজোট হয়ে থানা ও আবগারি দপ্তরের দ্বারস্থ হন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন বেশ কয়েকজন পুরুষ। প্ল্যাকার্ড হাতে মহিলারা বিক্ষোভ দেখান।

বৃহস্পতিবার দুপুরে বালুরঘাট ব্লকের ডাঙা পঞ্চায়েতের বাদ যশাহার, বেলঘরিয়া গ্রামের মহিলারা প্রথমে বালুরঘাট থানা ও পরে আবগারি দপ্তরের দ্বারস্থ হন। গ্রামে চোলাইয়ের ঠেক বন্ধ না হলে আগামীদিনে তারা পুলিশ সুপার সহ ঊর্ধ্বতন আধিকারিকের দ্বারস্থ হবেন বলে আগাম জানিয়ে দিলেন।

এদিনের বিক্ষোভ আন্দোলনে শামিল ছিলেন মৌমিতা রায়, সবিতা মণ্ডলরা। তাঁদের কথায়, চোলাই খেয়ে গ্রামের মহিলাদের কটূক্তি করা হয়। গ্রামে পুরুষরা তো বটেই, অন্য গ্রামের পুরুষরাও চোলাইয়ের লোভে তাদের গ্রামে ঢোকেন। বহু জায়গায় অভিযোগ জানিয়েও লাভ হয়নি। সে কারণে প্রথমে বালুরঘাট থানা ও পরে আবগারি দপ্তরে তাঁরা বিক্ষোভ দেখান।

বিক্ষোভ কর্মসূচিতে ছিলেন শুভ্রজিৎ সরকার, অরবিন্দ মন্দ প্রমুখ স্থানীয়রা। বলেন, যারা মদের ঠেক চালাচ্ছে তারাই যশাহারে প্রতিমা বিসর্জনের জায়গা দখল করে ঘর তৈরি করছে। আমরা এনিয়ে অভিযোগও জানিয়েছি। চোলাই ব্যবসায়ীরা উলটে হুমকি দিচ্ছে তাদের ঠেক বন্ধ করতে কেউ পারবে না। আজ ১৫ জন মহিলা বিক্ষোভে অংশ নিলেন। আগামীদিনে সংখ্যা ১০০ পেরিয়ে যাবে।

ডিএসপি হেডকোয়ার্টার্র বিক্রম প্রসাদ বলেন, 'আমরা অভিযোগ পেয়েছি। ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

আত্রেয়ী সেতুতে বালি, বিঘ্ন চলাচলে

সাজাহান আলি

পতিরাম, ২৫ এপ্রিল : ব্যস্ততম পতিরাম আত্রেয়ী সেতুর ওপর বালি ও মাটির স্তর জমে যাতায়াতের সমস্যা তৈরি হচ্ছে। সেতুর ওপর একটি গাড়ি অন্য একটি গাড়িকে পাশ কাটানোর সময় বালিতে পিছলে নীচে পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে । ভারী বৃষ্টি হলে জল জমে সেতু দিয়ে যান চলাচল আরও বিপজ্জনক হতে পারে বলে এলাকার মানুষ মনে করছেন। এর আগেও কয়েকবার এই রকম পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। স্থানীয় কয়েকজন সমাজসেবী নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে জমে যাওয়া বালি ও মাটি পরিষ্কার করেন। প্রশাসনের তরফেও সেতু পরিষ্কার করা হয়েছিল । কিন্তু এবারে এখনও সেই কাজ না হওয়ায় অনেকের সমস্যা হচ্ছে । বিশেষ করে প্রতি বৃহস্পতিবার ও রবিবার। ওই দু'দিন পতিরাম হাট বসে। সেতু দিয়ে যান চলাচলের ব্যস্ততা কয়েক গুণ বেড়ে যায়।

এই প্রসঙ্গে পঞ্চায়েত প্রধান পার্থ ঘোষ বলেন, 'সমস্যার কথা জানতাম না, শুনলাম। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আত্রেয়ী সেতুর ওপর জমে যাওয়া বালি ও মাটির স্তর পরিষ্কার করে দেওয়া হবে।'

আর্থিক সাহায্য বিধায়ক, সাংসদের

সামশেরগঞ্জ, ২৫ এপ্রিল : ধুলিয়ান ও সামশেরগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন সামশেরগঞ্জের বিধায়ক আমিরুল ইসলাম, ফরাক্কার বিধায়ক মনিরুল ইসলাম, সাগরদিঘির বিধায়ক বাইরন বিশ্বাস, জঙ্গিপুরের সাংসদ খলিলুর রহমান সহ অন্যরা।

সাংসদ খলিলুর রহমান বলেন, 'পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক। সেদিনের ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দেখে আমরা কয়েকজন ব্যবসায়ীকে সঙ্গে নিয়ে ব্যক্তিগত তহবিল থেকে ২৮০টি পরিবারকে কিছু অর্থ সাহায্য করলাম । আমরা সব সময় পাশে আছি, পাশে থাকব। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও সর্বতোভাবে পাশে রয়েছেন।'

পতিরামে বিশেষ সহায়তা শিবির

পতিরাম, ২৫ এপ্রিল : বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ সুকান্ত মজুমদারের উদ্যোগে পতিরাম ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে আয়োজিত হল বিশেষ সহায়তা শিবির। শিবির পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় মন্ত্রক। এই শিবির থেকে বিতরণ করা হবে হুইলচেয়ার, ব্যাটারিচালিত গাড়ি, শ্রবণ যন্ত্র সহ বিভিন্ন উপকরণ, যা দিব্যাঙ্গদের নিত্যদিনের প্রয়োজন। এদিন ৫০ জন দিব্যাঙ্গ প্রয়োজনীয় নথি জমা দেন।

স্কুলে নতুন ঘর

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৫ এপ্রিল : লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক কক্ষ সহ চারটি ঘরের উদ্বোধন করা হল। স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তর থেকে এই কক্ষগুলি নির্মাণ করার জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল। একটি কক্ষের জন্য ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়। এদিন প্রধান শিক্ষক ঘর সহ সহ-শিক্ষকদের জন্য দুটি এবং একটি কম্পিউটার ঘর উদ্বোধন করা হয়।

বাইকের গতির বলি এক, সংকটে তিন

সামসী, ২৫ এপ্রিল : দাঁড়িয়ে থাকা ডাম্পারে সজোরে ধাক্কা মারল বাইক। ঘটনায় এক ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম হোসাইন আজম (১৬)। তিনজন গুরুতর আহত হয়েছে। আহতরা হল মোখলেসুর রহমান (১৫), ফাইয়াজ আলম (১৪) ও বিকি আলি(১৩)। এরা সকলেই শুক্রবাড়ি আবুল কাশেম হাই মাদ্রাসার পড়ুয়া। মোখলেসুর কিছুদিন আগে স্কুল ছাড়ে। বাকি দু'জন ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে। জখম তিনজনকে প্রথমে মালতীপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাদের মালদা মেডিকেল রেফার করা হয়। ফাইয়াজের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে কলকাতার পিজিতে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, গৌড়হন্ড জিপির অন্তর্গত এনায়েতনগর প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে মাত্র ১০০ মিটার দূরে রাস্তার ওপর একটি ডাম্পার দাঁড়িয়েছিল। হোসাইন আজমরা বাইকে করে মাদ্রাসা থেকে বাড়ি ফিরছিল। বাইক সজোরে ডাম্পারটিতে ধাক্কা মারলে চারজন মাটিতে ছিটকে পড়ে। স্থানীয়রা তাদের মালতীপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। চারজনের মধ্যে হোসাইন আজমকে (১৬) মৃত ঘোষণা করা হয়। বাকি তিনজনকে মালতীপুর গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে মালদা রেফার করা হয়েছে।

প্রধান শিক্ষক ওবায়দুর রহমান বলেন, 'চারজনের মধ্যে তিনজন পরীক্ষা দিয়ে বন্ধুর বাইকে বাড়ি যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ বাদে দুর্ঘটনার খবর পাই। খুব দুর্ভাগ্যজনক। এরকম ঘটনা ঘটবে ভাবতেই পারছিনা। খুব খারাপ লাগছে।'

অন্যদিকে, পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু নবম শ্রেণির ছাত্রীর। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াচকের দারিয়াপুরে। মৃতদেহটিকে ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মৃত ছাত্রীর নাম নূর আফসানা খাতুন (১৫)। বাড়ি কালিয়াচকের যদুপুর এলাকায়।

আফসানা স্থানীয় একটি স্কুলে নবম শ্রেণিতে পড়ত। গতকাল পরীক্ষা শেষে টোটো করে বাড়ি ফিরছিল আফসানা। দারিয়াপুর এলাকায় একটি বাইক টোটোতে সজোরে ধাক্কা মারে। গুরুতর আহত অবস্থায় আফসানাকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতাল ও পরে মালদা মেডিকেলে ভর্তি করা হয়। গতকাল বিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় আফসানার। ঘাতক বাইকের চালক এখনও মালদা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন।

৬ জুয়াড়ি সহ ধৃত ২২

পতিরাম, ২৫ এপ্রিল : শুক্রবার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জোরদার অভিযান চালিয়ে ৬ জন জুয়াড়ি সহ মোট ২২ জনকে গ্রেপ্তার করল পতিরাম থানার পুলিশ । জুয়া খেলার অপরাধে ৬ জনকে খাঁপুর এলাকা থেকে পাকড়াও করা হয়। পুলিশের তাড়া খেয়ে আরও কয়েকজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। পুলিশ বোর্ডমানি হিসাবে ৫১০ টাকা বাজেয়াপ্ত করে। পাশাপাশি পাইকপাড়া, ঠাকুরপুরা, বোল্লা, পতিরাম, পাগলিগঞ্জ , বাউল এলাকা থেকে মদ খেয়ে বিভিন্ন অসামাজিক কাজে লিপ্ত থাকার জন্য আরও ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

পতিরাম থানার ওসি সৎকার স্যাংবো জানান, মদ খেয়ে বিভিন্ন অপরাধে যুক্ত থাকার অভিযোগে ১৬ জন সহ জুয়া খেলার অপরাধে ৬ জনকে মিলিয়ে মোট ২২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বুড়িমার পুজো

বুনিয়াদপুর, ২৫ এপ্রিল : বুনিয়াদপুর পুরসভার করখা এলাকায় বৃহস্পতিবার শতাব্দীপ্রাচীন লৌকিক দেবী বুড়িমার পুজো হল। পুজোকে কেন্দ্র করে মানুষজনের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। পাশাপাশি বিকেল থেকে হাট চত্বরে জমজমাট মেলা বসেছিল। শুক্রবার রাতে ওই পুজো উপলক্ষ্যে মন্দির প্রাঙ্গণে যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হয়।

স্কুল থেকে বাড়ির পথে...। শুক্রবার বালুরঘাটে। - মাজিদুর সরদার

হাইকোর্টের নির্দেশে কাজ শুরু মোথাবাড়িতে

টোটোচালকের মৃত্যুর তদন্তে সিআইডি

তনয়কুমার মিশ্র

মোথাবাড়ি, ২৫ এপ্রিল : কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে মোথাবাড়ির টোটোচালকের মৃত্যুর ঘটনায় তদন্ত শুরু করল সিআইডি। তদন্তকারীদের ৪ জনের একটি প্রতিনিধিদল বৃহস্পতি ও শুক্রবার মৃত টোটোচালকের বাড়ি গিয়ে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বয়ান নেয়।

উচ্চ আদালতের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে সিআইডির এই তদন্ত শুরু হয়েছে। হাইকোর্ট জানিয়েছে, সিআইডিকে ১৫ দিন অন্তর আদালতে তার তদন্তের গতিপ্রকৃতি জানাতে হবে। ৯০ দিনের মধ্যে অভিযোগকারী তদন্তে সন্তুষ্ট না হলে সিবিআই তদন্তের জন্যে আবেদন করতে পারেন। সেক্ষেত্রে গোটা বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্ত শুরু হবে।

এই পরিস্থিতিতে ইনস্পেকটর বিভাস রায়ের নেতৃত্বে সিআইডির চারজনের প্রতিনিধিদল মৃতের স্ত্রীর সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন। মৃত বিজয়ের স্ত্রী সুন্দরী মণ্ডল সিআইডি দলের কাছে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁর উপর কীভাবে অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়েছে তা জানান। শুধু শরীরে নয়, তাঁর যৌনাঙ্গেও আঘাত করা হয়েছে বলে তিনি জানান। মূলত ২ সিভিকের বিরুদ্ধে সিআইডির কাছে নালিশ জানিয়েছেন মৃতের স্ত্রী।

মৃত টোটোচালকের স্ত্রীর আইনজীবী জয়ন্তনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বিজয় মণ্ডলকে পুলিশ ও জেল হেপাজতে অকথ্য অত্যাচার করা হয়েছিল। মৃতের স্ত্রী পুলিশের বিরুদ্ধে বিচার চেয়ে পায়নি। আদালত সবসময় বঞ্চিত দুঃস্থ অসহায় মানুষের পাশে থাকে। আদালতের নির্দেশে সিআইডি তদন্ত শুরু হয়েছে। সিআইডি সঠিকভাবে বিচার না করলে ৯০ দিন পরে আমরা সিবিআই চেয়ে আবেদন করব।'

মৃত টোটোচালকের স্ত্রী সুন্দরী মণ্ডলের অভিযোগ, 'দুই সিভিক স্বামীকে মারতে মারতে ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে অত্যাচারের পর স্বামীকে মোথাবাড়ি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। লকআপে ফের পেটানো হয়। পরদিন মামলা রুজু করে স্বামীকে আদালতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বিচারক স্বামীর জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। সংশোধনাগারে স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে মালদা মেডিকেলে ভর্তি করা হয়। মাঝরাতে পুলিশের তরফে জানানো হয়, স্বামী মারা গিয়েছেন। আমি পুলিশের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করি।' সুন্দরী আরও জানিয়েছেন, 'সিআইডির তিন-চারজন আধিকারিক আমার কাছে এসে সব তথ্য নোট করেছেন। থানার লকআপের সিসি ক্যামেরার ছবি পুলিশের কাছে চাইবেন বলে জানিয়েছেন।'

> **দুই সিভিক স্বামীকে মারতে মারতে ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে অত্যাচারের পর স্বামীকে মোথাবাড়ি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। লকআপে ফের পেটানো হয়। পরদিন মামলা রুজু করে স্বামীকে আদালতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বিচারক স্বামীর জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।**
>
> **সুন্দরী মণ্ডল, মৃতের স্ত্রী**

বধূকে ভুট্টাখেতে নিয়ে ধর্ষণ, ধৃত অভিযুক্ত

হেমতাবাদ, ২৫ এপ্রিল : জমিতে কাজ করে বাড়ি ফেরার পথে এক বধূকে টেনেহিঁচড়ে ভুট্টাখেতে ধর্ষণের ঘটনায় চাঞ্চল্য হেমতাবাদ থানার প্রত্যন্ত গ্রামে। ঘটনাটি ঘটে চলতি মাসের ২৩ তারিখে। ভুট্টাখেতে ধর্ষণ করে হাত-পা বেঁধে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত তরুণ। জমিতে কাজ করে বাড়ি ফেরার সময় দিনমজুররা গোঙানির আওয়াজ শুনতে পান। তাঁরা ভুট্টাখেতে দেখেন ওই বধূ বিবস্ত্র অবস্থায় পড়ে রয়েছেন।

এরপর পরিবারের লোকেরা মহিলাকে উদ্ধার করে প্রথমে হেমতাবাদ গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখান থেকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করে কর্তব্যরত চিকিৎসক। ওই ঘটনায় গতকাল রাতে অভিযুক্ত তরুণের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। তাঁকে এদিন অর্থাৎ শুক্রবার সকালে গ্রেপ্তার করে হেমতাবাদ থানায় আনা হয়। পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে ধৃতের বাড়ি হেমতাবাদ থানার একটি প্রত্যন্ত গ্রামে।

অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করেছে হেমতাবাদ থানার পুলিশ। শুক্রবার দুপুরে তাঁকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সরকারি আইনজীবী নীলাদ্রি সরকারের বক্তব্য, 'অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের হয়েছে। বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।' হেমতাবাদ থানার আইসি সুজিত লামা বলেন, 'ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে অভিযুক্ত যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনার তদন্ত করছে তদন্তকারী পুলিশ অফিসার।'

গায়েব টাকা, বিপাকে পরিযায়ী

রতুয়া, ২৫ এপ্রিল : রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা উধাও এক পরিযায়ী শ্রমিকের। জমানো শেষ সম্বল খুইয়ে মাথায় হাত ওই পরিযায়ী শ্রমিকের। প্রতারিত ওই শ্রমিক ব্যাংক এবং সাইবার ক্রাইম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রতুয়ার বাহারাল এলাকায়।

প্রতারিত পরিযায়ী শ্রমিকের বক্তব্য, 'চলতি মাসের ৬ তারিখে মুম্বই এসেছিলাম শ্রমিকের কাজে। বাহারাল দক্ষিণ সাহাপুরে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সিএসপিতে আমার একটি সেভিংস অ্যাকাউন্ট রয়েছে। ওই অ্যাকাউন্টে মোট ২২ হাজার টাকা ছিল। ১৯ তারিখে রাতে আমার মোবাইলে ব্যাংকের একটি মেসেজ আসে। ১৪ তারিখে আমার অ্যাকাউন্ট থেকে ৪ হাজার ৯০০ টাকা কেটে নেওয়া হয়েছে। ফের ২০ তারিখ সন্ধ্যার সময় অ্যাকাউন্ট থেকে ৪ হাজার ৯০০ টাকা কেটে নেওয়া হয়। আমার নেট ব্যাংকিং পরিষেবা নেই, কাউকে কোনও ওটিপি শেয়ার করিনি। ফিঙ্গারপ্রিন্টও দিইনি। তাহলে কীভাবে অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা গায়েব হল? এরপর মুম্বইয়ের ওরলা সাইবার ক্রাইম থানা এবং ব্যাংকে অভিযোগ জানাই।'

পরে মুম্বইয়ের ওরলা ব্রাঞ্চের ওই ব্যাংকের ম্যানেজার রতুয়ার ব্রাঞ্চে ফোন করে তাঁর সেভিংস অ্যাকাউন্ট আপাতত বন্ধ করার পরামর্শ দেন। ওই শ্রমিকের

অভিযোগ, খোয়া যাওয়া টাকা অ্যাকাউন্টে ফেরত পাবেন কি না নিশ্চিত করে বলতে পারেনি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। ওই শ্রমিকের কথায়, 'যদি ব্যাংকেও টাকা নিরাপদ না থাকে তাহলে আমরা যাব কোথায়।'

নেই হস্টেল, স্কুলছুট ছাত্রীরা

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ২৫ এপ্রিল : পড়াশোনার পাশাপাশি স্কুলের বালিকা দলের ফুটবল টিমে খেলত ওরা। ওরা মানে, মোনি মুর্মু, বিনা টুডু, রুম্পা বর্মন, মাম্পি সরকার এবং আরও কয়েকজন কিশোরী। ইচ্ছে ছিল অনেক দূর পর্যন্ত পড়াশোনা করার। কিন্তু সেই ইচ্ছে পূরণের পথে দারিদ্র্যতা ছিল প্রধান বাধা।

যদিও সেই বাধা দূর করে পড়াশোনার দরজা খুলে দিয়েছিল কুশমণ্ডি হাইস্কুল। কিন্তু নিয়মের বেড়াজালে অষ্টম শ্রেণি পাশ করার পরই আবার পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গেছে ওদের। ওরা এখন কেমন আছে কেউ সঠিক করে বলতে পারেননি। তবে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, স্কুল ছেড়ে বাড়ি আসার পর বিয়ে হয়ে গেছে অনেকের। যদিও আঠারো বছর বয়স হয়েছিল কিনা বিয়ের আগে, সে খবর অবশ্য সকলের অজানা। যেমন গত কয়েক বছরে কত মেয়ের পড়াশোনা মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেছে সে খবরও জানা নেই কারও।

কিন্তু কী সেই নিয়ম? যার জেরে ভেঙে গেল ওই মেয়েগুলোর পড়াশোনা করার স্বপ্ন।

আসলে ওরা প্রত্যেকেই ছিল কুশমণ্ডি হাইস্কুলের কস্তুরবা গান্ধি বালিকা ছাত্রী নিবাসের আবাসিক। কিন্তু ওই ছাত্রী নিবাসে শুধু পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীদেরই রাখার নির্দেশ রয়েছে প্রশাসনিকভাবে।

ফাঁকা হচ্ছে কস্তুরবা গান্ধি বালিকা ছাত্রী নিবাস। - সংবাদচিত্র

তাই নবমে উঠতেই স্কুলছুট হয়েছে ওরা। নবম-দশমে হস্টেল পেতে হলে যেতে হবে অন্য স্কুলে। কিন্তু কুশমণ্ডি হাইস্কুল ছেড়ে আরও পনেরো কিলোমিটার দূরের সরলা ভূপেন্দ্রনাথ সরকার হাইস্কুলে পড়ার ইচ্ছে নেই তাদের কারও। দারিদ্র্যের থাবা এড়াতে কারও বিয়ে হয়ে গিয়েছে অষ্টম শ্রেণির পরই, কেউ আবার ধরেছে লোকের বাড়িতে কাজ।

কুশমণ্ডি হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ফিরোজ আলমের আক্ষেপ, 'শুধু স্কুলছুটই নয়, এমনকি বিয়েও হয়ে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আটকাতে পারছিনা!'

কথায় কথায় তিনি জানালেন, ওই স্কুলের ছাত্রী মোনির কথা। 'একদিন জেলা থেকে স্কুলের কাজ করে ফেরার সময় আমার বালিকা দলের অন্যতম গোলকিপার মোনি মুর্মুকে রাস্তায় খড় শুকোতে দেখি। গাড়ি থেকে নেমে জিজ্ঞেস করে জানতে পারি, এখন ও পরের বাড়িতে কাজ করে। বন্ধ হয়ে গেছে পড়াশোনা। ওর বাবা বুধু মুর্মু রোজগার করে মেয়েকে তিনবেলা খাইয়ে পড়াতে রাজি হননি।'

ফিরোজ আলম জানান, হস্টেলে অষ্টম শ্রেণির পরে আর ছাত্রীদের রাখার নির্দেশিকা নেই তাই এই অবস্থা।

এই প্রসঙ্গে জেলা শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক বিমলকৃষ্ণ গায়েন বলেন, 'নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির একটি হস্টেল তৈরির জন্য পর্যাপ্ত জায়গা দিতে পারেনি কুশমণ্ডি হাইস্কুল। সেই হস্টেল তৈরি হয়েছে কুশমণ্ডি ব্লকেরই সরলা ভূপেন্দ্রনাথ সরকার হাইস্কুলে।' তাঁর বক্তব্য, 'স্কুলছুট ছাত্রীদের সেই হস্টেলগুলিতে রাখা যেতেই পারে। তবে সেক্ষেত্রে স্কুল পরিবর্তন করতে হবে।'

উত্তরবঙ্গ সংবাদ যোগাযোগ করেছিল ওই ছাত্রীদের কয়েকজনের সঙ্গে। মোনি মুর্মু এই প্রসঙ্গে বলেন, 'হস্টেলে থাকলে হয়তো পড়তে পারতাম। কিন্তু বাড়ি থেকে স্কুল করা সম্ভব না। বাবা-মা সবাই পরের বাড়িতে কাজ করে।'

মাম্পি সরকার এখন ঘোরতর সংসারী। তিনিও জানালেন, 'সেইসময় সুযোগ পেলে পড়তাম।'

> **নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির একটি হস্টেল তৈরির জন্য পর্যাপ্ত জায়গা দিতে পারেনি কুশমণ্ডি হাইস্কুল। সেই হস্টেল তৈরি হয়েছে কুশমণ্ডি ব্লকেরই সরলা ভূপেন্দ্রনাথ সরকার হাইস্কুলে। স্কুলছুট ছাত্রীদের সেই হস্টেলগুলিতে রাখা যেতেই পারে। তবে সেক্ষেত্রে স্কুল পরিবর্তন করতে হবে।**
>
> **বিমলকৃষ্ণ গায়েন, আধিকারিক, জেলা শিক্ষা দপ্তর**

ছাত্রী আবাসনে দুঃসাহসিক চুরি

বুনিয়াদপুর, ২৫ এপ্রিল : সরকারি ডিএড কলেজের মহিলা হস্টেলে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল বংশীহারীর আগাপাড়ায়। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে দুষ্কৃতীরা বন্ধ থাকা হস্টেলের দরজা ভেঙে চুরি করেছে ছাত্রীদের একাধিক খাট, গদি ও সিলিং ফ্যান। খোয়া গিয়েছে লক্ষাধিক টাকার সরঞ্জাম। নৈশপ্রহরী থাকা সত্ত্বেও এমন চুরির ঘটনায় উদ্বিগ্ন এলাকাবাসী।

২০১২ সালে ওই এলাকায় বিশাল পরিসর নিয়ে তৈরি হয় একটি সরকারি ডিএড কলেজ। চারিদিক প্রাচীর ঘেরার মধ্যে পঠনপাঠনের জন্য একাধিক বিল্ডিংয়ের একপাশে রয়েছে দুটি পৃথক হস্টেল। ২০১৪ সালে ঘটা করে কলেজের উদ্বোধন হয়। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে এখনও চালু হয়নি। কলেজের পরিকাঠামো নাকি যথেষ্ট ছিল। বর্তমানে পড়ে আছে বিল্ডিং আর দুইজন নৈশপ্রহরী।

নৈশপ্রহরী লুধু রায়ের দাবি, 'কলেজের মহিলা হস্টেলের দরজা ও তালা ভেঙে দুষ্কৃতীরা ৮টি খাট, ৯টি সিলিং ফ্যান ও ৮টি গদি নিয়ে চম্পট দিয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে কলেজের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত ডিউটি করেছি। রাত্রি আড়াইটা নাগাদ তন্দ্রা এলে মূল ভবনে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। শুক্রবার সকালে হস্টেলের দিকে গিয়ে দেখি মহিলা হস্টেলের মূল দরজা ভাঙা। চুরির বিষয়টি বুঝতে পেরে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।'

বংশীহারী থানার আইসি অসীম গোপ জানিয়েছেন, 'শুক্রবার সকালে খবর পেয়ে ফোর্স পাঠিয়েছি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' এই নিয়ে বংশীহারীর বিডিও সুব্রত বলের মন্তব্য, 'আমি আসার অনেক আগেই এই কলেজ তৈরি হয়। কলেজের পঠনপাঠন কি কারণে শুরু হয়নি সেটা জানা নেই। খোঁজখবর নিয়ে বলা যাবে।'

পুড়ল খড়

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৫ এপ্রিল : শুক্রবার দুপুরবেলা খড়ের গাদায় আগুন লাগল হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভগবানপুর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকার বাসিন্দাদের খড় গাদা করে রাখা ছিল। এদিন দুপুরে সেগুলিতে আগুন লেগে যায়। খবর দেওয়া হয় দমকলে। স্থানীয় এবং দমকল আধিকারিকদের চেষ্টায় এক ঘণ্টার মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

আইসিকে আঘাত, গ্রেপ্তার বিজেপি কর্মী

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২৫ এপ্রিল : গত শনিবার বিজেপির প্রতিবাদ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে অশান্তির মধ্যেই বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাসের মাথা লক্ষ্য করে আঘাত করা হয়েছিল। বিভিন্ন ভিডিও ফুটেজ ও খোঁজখবর করে ওই মামলায় এদিন বিজেপির এক কর্মীকে গ্রেপ্তার করল বালুরঘাট থানার পুলিশ। ধৃতের নাম সুরজিৎ ভৌমিক(২০)। তাঁর বাড়ি বাদামাইল এলাকায় বলে জানিয়েছে পুলিশ। শনিবারের ওই ঘটনায় পুলিশের উপর হামলা, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট সহ একাধিক ধারায় পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করেছিল। ওই ঘটনায় আগেই সন্তু সরকার নামে এক বিজেপি কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এদিন আরও এক বিজেপি কর্মীকে গ্রেপ্তার করায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন বিজেপি নেতৃত্ব।

বিজেপি জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী বলেন, 'আমাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে পুলিশ লাঠি চালিয়েছে। পুলিশি মারে আমাদের জেলা সাধারণ সম্পাদকের মাথায় আঘাত লেগেছে। মাথায় রক্ত জমাট বেঁধেছে। তাঁকে যারা মারল, তাঁদের গ্রেপ্তার করা হল না। অথচ পুলিশের মিথ্যা মামলায় আমাদের একের পর এক বিজেপি কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।'

নিয়োগে দুর্নীতি ও হিন্দুদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে গত শনিবার বিজেপির প্রতিবাদ সভা কর্মসূচিকে কেন্দ্র করেই ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। আন্দোলনকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে হয়। অভিযোগ, পুলিশের সেই লাঠির আঘাতে, বিজেপির একাধিক নেতা-কর্মী আহত হন। এদিকে বিজেপির তরফে পালটা পুলিশের উপরও হামলা চালানো হয়েছিল বলেই অভিযোগ উঠেছে। আহত পুলিশকর্মী ও বিজেপি কর্মীদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য। ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জেলা বিজেপিও মানবাধিকার কমিশন সহ বিভিন্ন স্থানে পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে। পাশাপাশি বালুরঘাট থানার পুলিশের তরফে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার সহ ৯০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ সন্তু সরকার নামে বিজেপির এক কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। এদিন আরও এক বিজেপি কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হল। অভিযোগ, ধৃত সুরজিৎ ভৌমিকই ওই কর্মসূচির দিনে বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাসের মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করেছিল। ওই বিক্ষোভে আইসির মাথায় ইটও কেউ বা কারা মেরেছিল বলে অভিযোগ।

বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস বলেন, 'ওই ঘটনায় আরও একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

পাম্প চুরি, জলের তীব্র সংকট

বিপ্লব হালদার

গঙ্গারামপুর, ২৫ এপ্রিল : রাতের অন্ধকারে সরকারি সাবমার্সিবল পাম্প মেশিন চুরি করে চম্পট দিল চোরের দল। ঘটনায় পানীয় জলসংকট দেখা দিয়েছে। তীব্র গরমে পানীয় জল না মেলায় চরম বিপাকে পড়েছেন গ্রামের মানুষজন।

গঙ্গারামপুর ব্লকের নন্দনপুর পঞ্চায়েতের দক্ষিণ কড়িয়াল গ্রামে প্রায় শতাধিক পরিবারের বসবাস। এলাকায় সারাবছর পানীয় জলসংকট লেগে থাকে। গ্রামবাসীদের পানীয় জলসংকট দূর করতে প্রায় গত দুই বছর আগে পঞ্চায়েতের থেকে সাবমার্সিবল পাম্প মেশিন বসানো হয়। এলাকার ২০ থেকে ২৫টি পরিবার সেই পাম্প মেশিন থেকে জল সরবরাহ করতেন। দুইদিন আগে চোরের দল রাতের অন্ধকারে সরকারি সাবমার্সিবল পাম্প মেশিন চুরি করে চম্পট দেয়। ফলে এলাকায় পানীয় জলসংকট দেখা দিয়েছে। তীব্র গরমে পানীয় জল সরবরাহ করতে বাড়ির বধূদের ছুটতে হচ্ছে অন্যত্র।

এলাকার বাসিন্দা প্রশান্ত বাজের কথায়, 'গত দুই বছর আগে আমাদের গ্রামে পঞ্চায়েত থেকে পাম্প মেশিন বসানো হয়েছিল। সেখান থেকে আমরা পানীয় জল সরবরাহ করতাম। গত দুইদিন আগে পাম্প মেশিনটি চুরি হয়ে যায়। তারপর থেকে আমরা জল সরবরাহ করতে পারছি না। গরমের মধ্যে প্রায় এক কিলোমিটার দূর থেকে জল আনতে হচ্ছে। এতে ভীষণ সমস্যার মুখে পড়েছি আমরা। নতুন করে পাম্প মেশিন বসালে ভালো হয়।'

গৃহবধূ রত্না সাহার বক্তব্য, 'আমাদের এলাকার প্রতিটি বাড়িতে টিউবওয়েল আছে। সেগুলি দিয়ে জল ওঠে না। প্রায় সারাবছর জলের কষ্ট থাকায় আমাদের গ্রামে সাবমার্সিবল পাম্প মেশিন বসানো হয়েছিল। সেখান থেকে আমরা জল সরবরাহ করতাম। দুদিন আগে সেই পাম্প মেশিনটি চুরি হয়ে গিয়েছে। তারপর থেকে আমাদের গ্রামে প্রচণ্ড পানীয় জলের কষ্ট দেখা দিয়েছে। পানীয় জল না মেলায় ড্রামের জল কিনে খেতে হচ্ছে। এতে বাড়তি খরচ হচ্ছে।'

দক্ষিণ কড়িয়াল গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য মালতী সরকার জানান, 'পাম্প মেশিন চুরি যাওয়ার বিষয়টি নজরে এসেছে। পানীয় জল সমস্যার চেষ্টা করা হচ্ছে।' নন্দনপুর পঞ্চায়েতের প্রধান নুরুল ইসলাম বলেন, 'বিষয়টি জানা ছিল না। খুব তাড়াতাড়ি নতুন পাম্প মেশিন বসিয়ে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হবে।'

শ্রমিকের দেহ উদ্ধার

তপন, ২৫ এপ্রিল : দুইদিন নিঁখোজ থাকার পর উদ্ধার হল এক শ্রমিকের মৃতদেহ। মৃতের নাম ফটিক বর্মন (৩৬)। তপনের রামচন্দ্রপুর নানাহার পাড়ার বাসিন্দা ফটিক বর্মন। পেশায় তিনি শ্রমিক। প্রতিদিনের মতো বুধবার সকালে কাজের সন্ধানে বাড়ি থেকে বের হন। তারপর আর বাড়ি ফিরেননি। দুইদিন কেটে গেলেও বাড়ি না ফেরায় পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। এদিন বাড়ি থেকে সামান্য দূরে একটি পুকুরে ফটিককে ভাসতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে তপন থানার পুলিশ। এরপর পুলিশের তৎপরতায় ফটিককে জল থেকে উদ্ধার করে তপন গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে জানিয়ে দেন। কীভাবে মৃত্যু হল শ্রমিকের। জলে ডুবে মৃত্যু? নাকি অন্য কোনও কারণ রয়েছে? তা নিয়ে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে। মৃত্যুর কারণ জানতে পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট সদর হাসপাতালে পাঠায়।

বুনিয়াদপুরে নিখোঁজ নাবালিকা

বুনিয়াদপুর, ২৫ এপ্রিল : নিখোঁজ হওয়া নাবালিকা কন্যাকে খুঁজে পেতে থানায় মা। বংশীহারী থানা এলাকার নাবালিকার মা নিখোঁজ নাবালিকার বিবরণ দিয়ে বৃহস্পতিবার রাতে বংশীহারী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ, গত ২৪ এপ্রিল সকালে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয় ওই নাবালিকা। দীর্ঘক্ষণ পর বাড়িতে না ফেরায় খোঁজাখুঁজি শুরু করে পরিবারের সদস্যরা। কোথাও না পেয়ে ওইদিন রাতে থানায় অভিযোগ করা হয়েছে। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। নাবালিকা একটি মোবাইল ও তার আধার সহ প্রয়োজনীয় নথিপত্র নিয়ে যায়। বর্তমানে সুইচ অফ করা আছে।

চোলাই বিক্রি বন্ধে অভিযান

পতিরাম, ২৫ এপ্রিল : পতিরাম থানার নাজিরপুর ও তারাগঞ্জ এলাকায় বেআইনি মদের বিরুদ্ধে পুলিশ অভিযান করল শুক্রবার। অভিযানে ২০০ লিটার চোলাই নষ্ট করা হয়েছে। পাশাপাশি মদ তৈরির সরঞ্জাম নষ্ট করা হয়।

অনেকদিন ধরে পতিরাম থানার পুলিশের কাছে অভিযোগ আসছিল ওই এলাকায় বেআইনি চোলাইয়ের রমরমা ব্যবসা হচ্ছিল। এই কারণে এলাকার বাড়িগুলিতে প্রায় অশান্তি হত। এদিন ওসি সৎকার স্যাংবোর নেতৃত্বে অভিযানটি হয়।

পুলিশি অভিযান বুঝতে পেরে ওই কারবারের সঙ্গে যুক্ত মানুষজন পালিয়ে যান। ওসি বলেন, 'এমন অভিযান বিভিন্ন এলাকায় লাগাতার চলবে।' এইভাবে চোলাই বিক্রি হওয়ায় এলাকাবাসী যথেষ্ট উদ্বিগ্ন।

পাখিদের তেষ্টা মেটাতে পড়ুয়াদের আয়োজন

চন্দ্রনারায়ণ সাহা

ইটাহার, ২৫ এপ্রিল : পাখিদের তৃষ্ণা মেটাতে এগিয়ে এল খুদে পড়ুয়ারা। চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া করবী সরকার, বৃষ্টি বর্মন, জিৎ টুডুরা বাড়ি থেকে জোগাড় করে এনেছে কয়েকটি পাত্র। বিদ্যালয়ের ছাদে সেই পাত্রগুলি রেখে তাতে নিজেদের পানীয় জলের বোতল থেকে তারা ঢেলে দিচ্ছে জল। ময়না, শালিক, বুলবুলি, কাক সহ নানারকম পাখি এসে সেই পাত্রের জল খেয়ে তৃষ্ণা মেটাচ্ছে। চুপিসারে আড়াল থেকে তা দেখে পুলকিত হচ্ছে শিশুমন। এমনই মন ভালো করা দৃশ্য চোখে পড়বে ইটাহারের চালুনিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গেলে।

ছাদে পাত্রে জল রাখতে পড়ুয়াদের ব্যস্ততা। - সংবাদচিত্র

চরম দাবদাহ শুরু হয়েছে প্রকৃতিজুড়ে। প্রতিদিন সূর্যের তাপ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। গ্রামের নদী-নালা, পুকুর সহ সমস্ত জলাশয় শুকিয়ে কাঠ। ফলে তেষ্টা মেটানোর জল খুঁজে পাচ্ছে না পশুপাখিরা। চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া মোহন দেবশর্মা বলে, 'পাখিদেরও তো তেষ্টা পায়। কিন্তু জল পাবে কোথায়? সব পুকুর তো শুকিয়ে গেছে। তাই আমরা কয়েকজন মিলে ঠিক করি, পাখিদের জন্য স্কুলের ছাদে জলের ব্যবস্থা করব। স্যরকে বলে আমরাই পাখিদের জল খাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছি।'

তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়া শ্রেয়া জানায়, 'চড়াই, শালিক, ঘুঘু, টুনটুনি সহ অনেক পাখি এসে জল খায়।' অপর এক পড়ুয়া নন্দিনী বলে, 'পাখিরা যখন ছাদে রাখা পাত্রের কাছে এসে জল খায়, আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে দেখি। ওদের জল খাওয়া দেখে খুব ভালো লাগে।' চতুর্থ শ্রেণির চন্দন বলে ওঠে, 'কাল থেকে আমরা পাখিদের জন্য ছাদে ভাত আর মুড়িও ছড়িয়ে রাখব।' পাখিদের প্রতি খুদে শিশুদের এই ভালোবাসা দেখে খুশি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পার্থসারথি মিত্রও। তিনি বলেন, 'পড়াশোনার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতি দায়িত্বশীল করে তোলারও চেষ্টা করা হয়। শিক্ষার্থীদের সচেতন করা গেছে দেখে ভালো লাগছে।'

> **পাখিরা যখন ছাদে রাখা পাত্রের কাছে এসে জল খায়, আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে দেখি। ওদের জল খাওয়া দেখে খুব ভালো লাগে।**
>
> **নন্দিনী, পড়ুয়া**
> **চালুনিয়া প্রাথমিক**

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩৩৬ সংখ্যা, শনিবার, ১২ বৈশাখ ১৪৩২

অন্য আশঙ্কা

জঙ্গিদের কি কোনও ধর্ম হয়? উত্তর- হয় না। জঙ্গিরা কি ধর্ম জেনে গুলি ছোড়ে, বোমা ফাটায়? এই প্রশ্নের উত্তরও না। প্রতিটি ধর্মই যে শান্তির কথা বলে। অথচ পহলগামে ধর্মীয় পরিচয় জেনে পর্যটকদের ওপর বর্বরোচিত হামলা করেছে জঙ্গিরা। অতীতে ভারতে যত সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়েছে, তাতে 'টার্গেট কিলিং' বা বাছাই করে হত্যার নজির তেমন নেই।

কিন্তু পহলগামে জঙ্গিদের ওই ঘৃণ্য কার্যকলাপের জেরে নাগরিক সমাজের একটা বড় অংশ পাকিস্তানকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লাগাতার বিষোদগার করে চলেছে। অথচ জঙ্গি ও তাদের মদতদাতাদের বিরুদ্ধে ভারত সরকার বরাবর জিরো টলারেন্স নীতি নেয়। এবারও তাই নিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পহলগামের দোষীদের কল্পনাতীত শাস্তি দেওয়ার হুংকার দিয়েছেন।

প্রতিটি বিরোধী দল সর্বদলীয় বৈঠকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে, পহলগামের ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত পদক্ষেপে তাদের পূর্ণ সমর্থন থাকবে। দেশবাসীর সঙ্গে শাসক-বিরোধী ঐক্যবদ্ধভাবে পহলগামের নারকীয় সন্ত্রাসের জবাব দিতে প্রস্তুত হলেও হিন্দুত্ববাদী কিছু নেতা ও সংগঠন খোলাখুলিভাবে ধর্মীয় বিদ্বেষের প্রচার চালাচ্ছেন। তাতে শামিল বিজেপিরও কিছু নেতা।

বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে পহলগামের ঘটনার পর সামাজিক মাধ্যমে সংবিধানের ২৬ থেকে ২৯ নম্বর অনুচ্ছেদ বাতিলের সওয়াল করেছেন। দেশের ধর্মনিরপেক্ষ নেতাদের নিন্দা করেছেন তিনি। নিশিকান্ত একা নন, আরও অনেক বিজেপি নেতার একই সুর। পশ্চিমবঙ্গেও তার অনুরণন শোনা যাচ্ছে। মুসলিম বিদ্বেষের পাশাপাশি কাশ্মীরিদের বাঁকা চোখে দেখা শুরু হয়েছে বিভিন্ন রাজ্যে।

ভিনরাজ্যে যে কাশ্মীরি মুসলিমরা পড়াশোনা করছেন কিংবা পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে কর্মরত, তাঁদের ওপরও হামলা হচ্ছে। ফতোয়া জারি করে কাশ্মীরিদের বাড়ি ফিরে যেতে বলা হচ্ছে। পাকিস্তান বা সেদেশের সেনাপ্রধান আসীম মুনির যে দাবিই করুন, জম্মু ও কাশ্মীর যে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তাতে কোনও সংশয় নেই। অথচ পহলগামের ঘটনার পর নাগরিক সমাজের একাংশ সাধারণ কাশ্মীরি মুসলিমদের সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছেন।

এতে মানুষে মানুষে অবিশ্বাসের দুর্ভেদ্য পাঁচিল উঠতে বাধ্য। যা কখনও কাম্য নয়। জঙ্গিদের গুলিতে নিহতদের মধ্যে স্থানীয় কাশ্মীরি সৈয়দ আদিল হুসেন শা-ও ছিলেন। আবার উধমপুরে সেনা-জঙ্গি গুলির লড়াইয়ে ধর্মে মুসলিম, বাঙালি জওয়ান ঝন্টু আলি শেখ শহিদ হয়েছেন। কাজেই পহলগামের ঘটনাকে সামনে রেখে হিন্দু-মুসলিম বিভাজনের এই চেষ্টা ঘৃণ্য ও অবাঞ্ছিত।

মনে রাখা প্রয়োজন, পহলগামে পর্যটকদের ওপর হামলার নিন্দায় সাধারণ কাশ্মীরিরা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করছেন। দীর্ঘ ৩৫ বছর পর গোটা কাশ্মীর উপত্যকায় বনধ পালন করেছেন স্থানীয় মানুষ। যে পর্যটকরা প্রাণভয়ে কাশ্মীর ছাড়ছেন, তাঁদের সাহায্য করছেন কাশ্মীরিরা। বিভাজনের রাজনীতিতে শান দিয়ে মেরুকরণের পথ প্রশস্ত করার এই চেষ্টায় রাশ টেনে ধরা উচিত সরকারের।

দেশের নাগরিকরা দেশেরই অপর অংশের নাগরিকদের সন্দেহের চোখে দেখলে, জঙ্গিদের দোসর বলে ভাবলে, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাফল্য অধরা হয়ে যাবে। পহলগামের হত্যালীলায় ভারতের নিরাপত্তা বাহিনী এবং গোয়েন্দাদের ব্যর্থতা নিশ্চয়ই আছে। সর্বদলীয় বৈঠকে সেই গাফিলতি একপ্রকার মেনেও নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এখন যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করে সরকারের পুরোদমে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অভিযানে নামা উচিত।

পাশাপাশি যাঁরা সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে ধুলোয় মিশিয়ে বাঁটোয়ারার রাজনীতিতে ইন্ধন দিচ্ছেন, তাঁদের সংযত করাও সরকারের দায়িত্ব। স্বাধীনতার এতবছর পরও সন্ত্রাসবাদ ও তাদের মন্ত্রণাদাতাদের কেন সমূলে উপড়ে ফেলা গেল না, সেটা ভেবে দেখার সময় এসে গিয়েছে। দিনের পর দিন রক্ত ঝরতে দেখে দেশের আমজনতা ক্লান্ত। ঘৃণা, হিংসা, বিদ্বেষের মরুভূমিতে বাস্তবিকই শান্তির মরূদ্যান জরুরি হয়ে পড়েছে।

অমৃতধারা

একজন মানুষের নিজের কাছে নিজের প্রাণ যতখানি প্রিয়, অন্য মানুষের কাছে, অন্য জীবের কাছে শুধু মানুষ কেন অন্য জীবের ক্ষেত্রেও এটা সত্য- নিজের নিজের প্রাণ প্রত্যেকের কাছেই ততখানিই প্রিয়। যিনি এটা অনুভব করেন তথা নিজের প্রাণকে তিনি যতখানি ভালোবাসেন, অন্যের প্রাণকেও তিনি ততখানিই ভালোবাসেন, তাঁকেই সাধু বলা হয়। আর এটা বুঝে, এই অনুভবের ফলে তিনি অন্যের প্রতি দয়াশীল হন। শরীরে ভস্ম মাখলে বা বিশেষ ধরনের পোশাক পরলেই কেউ সাধু হয়ে গেল, তা নয়। সাধু হতে গেলে নিজের ভেতরটাকে রাঙাতে হবে। পরমপুরুষ-পরমাত্মা কোথায় আছেন ? তিনি তোমার প্রাণের ভেতরে, মনের ভেতরে লুকিয়ে আছেন।

-শ্রীশ্রী আনন্দমূর্ত্তি

ক্রোধের নাম, ভাবনার নাম মুর্শিদাবাদ

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। গোয়েন্দা ব্যর্থতা। হিন্দু-মুসলিম উগ্রবাদী নেতার উসকানি। মুর্শিদাবাদের সংঘর্ষের পিছনে এসবই।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

শুরুটা করতে ইচ্ছে হচ্ছে একেবারে অন্য দিক থেকে।

পুলিশ অফিসারদের জন্য মাঝে মাঝে খুব খারাপ লাগে। এই বাংলায় তারা এগোলেও সর্বনাশ, পিছোলেও সর্বনাশ। লাঠি চালালেও একদল বলবে, কেন রে তোরা লাঠি চালালি? লাঠি না চালালেও একদল বলবে, এই কি পুলিশ? এদের পাবলিক সামলানোরও ক্ষমতা নেই!

মাঝে মাঝে একজন দুজন পুলিশের কাণ্ডজ্ঞানহীনতায় পুরো পুলিশেরই বদনাম হয়ে যায়। এই যে কলকাতায় এক অফিসার একটা লাথি মেরে বসলেন এক শিক্ষককে। এক ট্রাফিক পুলিশ এক গাড়ির ড্রাইভারকে থাপ্পড় মেরে বসলেন। মোড়ের মাথায় এক কনস্টেবল ঘুষ চেয়ে ভাইরাল হলেন। দোষ হল বাংলার পুলিশের। ওরা তো এমনই হন।

মনে হয় না, বাংলায় এভাবে আর কোনও পেশায় একজনের অপরাধ সামগ্রিকভাবে সেই পেশার সব লোককে বহন করতে হয়। শিক্ষক বা ডাক্তাররা সরকারি চাকরি করেও সরকারের বিরুদ্ধে দিব্যি খুল্লম খুল্লা কলম ধরতে পারেন। এ তো আকছারই দেখি। আটকালেই বলা হবে, ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ। পুলিশের সেই স্বাধীনতা নেই। তাদের শুধু শুনে যেতে হয়।

মুর্শিদাবাদের লজ্জাজনক ঘটনার পর এক পুলিশ অফিসারের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। গলায় আক্ষেপ, 'আমরা গুলি চালাতে পারি না গুলি চালানোর মতো পরিস্থিতি থাকলেও।' সিপিএমের স্বনামধন্য নেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত একবার সক্ষোভে বলেছিলেন, পুলিশের বন্দুকের নলে কি নিরোধ লাগানো রয়েছে? বক্তব্যের নির্যাস, উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে শায়েস্তা করতে কেন গুলি চালানো হবে না? তৃণমূল আসার পর নদিয়ার তেহট্টে এক গোষ্ঠী সংঘর্ষ হয়েছিল। আক্রান্ত পুলিশ গুলি ছুড়লে মারা যান একজন, আহত হন অনেকে। পরে আর একবার দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। তারপর সরাসরি গুলি চালানোয় কার্যত নিষেধাজ্ঞা জারি সরকারের। রাবার বুলেটেও পর্যন্ত আপত্তি। এক পুলিশ অফিসারের চোখ চলে গিয়েছে বিক্ষোভকারীদের পাথরে। তখনও লাঠি চালাতে দ্বিধায় থেকেছে পুলিশ।

পুলিশ লাঠিচার্জও করবে না, গুলিও চালাবে না। মানবাধিকার কমিশনের ভয়ে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য অপরাধীকে রামধোলাই দেওয়া বন্ধ। তা হলে পুলিশকে ভয় পাবে কী করে মানুষ? তারপরে আছে সিভিক পুলিশ নিয়োগের বৃদ্ধিতে আসল পুলিশের সংখ্যা কমে যাওয়া।

এত এত পুলিশ, পুলিশ করছি মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ, সুতি, ধুলিয়ান, জঙ্গিপুরে পুলিশের অসহায়তা দেখে। লোকবলের অভাবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হচ্ছে স্থানীয় সিভিকদের দিয়ে। সোর্সদের অবস্থা অতীব খারাপ। কোন ধর্মস্থানকে ঘিরে কোন গোপন কেত্তন চলছে, সেটা জানানোর লোক নেই। গোয়েন্দাদের ব্যর্থ বলে লাভ কী?

এই জায়গায়, ঘৃণা বৃষ্টির আবহের দেশে কেন্দ্র ও রাজ্য কোথায় যেন এক হয়ে যায়।

এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ল কাশ্মীরের পহলগামের প্রেক্ষাপটে বিতর্কিত মেজর জেনারেল জিডি বক্সীর মন্তব্য। বিজেপি ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত বক্সী বলেছেন, 'তিন বছরে ১ লক্ষ ৮০ হাজার সেনা অবসর নিয়েছে। বিকল্প লোক নেওয়া হয়নি টাকা বাঁচাতে। সেনার সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছে। কাশ্মীরে দুর্গম অঞ্চলে সেনা বেশি দরকার। সেটা নেই। দুটো সেক্টর সামলায় একটা সেক্টরের লোক।'

এমন কাজ কি মুর্শিদাবাদের অগ্নিগর্ভ গ্রামগুলোর ক্ষেত্রেও হয়েছে?

দুটো ক্ষেত্রেই কেন্দ্র বা রাজ্যের তত্ত্ব-যুক্তি সহজে বিশ্বাস করা মুশকিল। অনেক কিছু চাপার চেষ্টা চলছে। যা শুনছি, তাতে মুর্শিদাবাদে দায় চাপানোর চেষ্টা চলছে দুর্বল মৌলবাদী মুসলিম পার্টি এসডিপিআই--সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়ার ওপর। যাদের সংযোগ আছে পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া--পিএফআইয়ের সঙ্গে। প্রশ্ন হচ্ছে, তৃণমূলের স্থানীয় সাংসদ ও বিধায়কদের ভূমিকা কী ছিল এখানে? অনেক পুলিশ অফিসার বলছেন, যাবতীয় ঝামেলার সূত্রপাত সাংসদ ও বিধায়কদের ক্ষমতা দখলের লড়াই নিয়ে।

ওই অঞ্চল বিড়ি ব্যারনদের চারণক্ষেত্র। অধিকাংশ বড় নেতাই বিড়ি সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। এখন সবাই ভোটার বাড়ানোর কাজে ব্যস্ত। বিধায়ক-সাংসদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে কালীঘাট ও ক্যামাক স্ট্রিট, দু'পক্ষই চরম বিব্রত। গণ্ডগোলের সূত্রপাত ঘাসফুলের খাওয়াখাওয়ির জন্যই।

পুলিশকর্তাদের কাছে যা শুনলাম, তা ভয়ংকর। ক্ষমতাসীন নেতাদেরই একাংশ গণহারে হোয়াটসঅ্যাপ ছেড়ে বলে, পুলিশের পোশাক পরে বিপক্ষ গোষ্ঠীর মাথারা ঢুকছে। তাদের ঠেকাতে হবে। পুলিশকে অকেজো করার চেষ্টা। জনতা ছাদের মাথায় ইট, পাথর নিয়ে বসে থাকত। আসল পুলিশ গেলে তাদের লক্ষ্য করে ছড়ানো হত ইট, পাথর। পিছিয়ে যেতে বাধ্য হত পুলিশ। খবর শুনে অন্য পক্ষও ছাদের মাথায় বসে থাকে ইট, পাথর নিয়ে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উচিত, মুর্শিদাবাদে গিয়ে তাঁর নিজের দলের সাংসদ খলিলুর রহমান ও বিধায়কদের ভূমিকা নিয়ে ভালো করে খোঁজ নেওয়া। নিজের ভোটার বাড়ানোর জন্য বেতবোনার মতো কিছু গ্রামের বাসিন্দাদের ভিটেমাটি ছাড়া করার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি তো? নিজের আত্মীয়কে বাড়তি সুবিধে দেওয়ার জন্য কোনও নেতা ঝামেলার ইন্ধন দেননি তো?

জঙ্গিপুরে ভোটের অঙ্ক গোলমেলে। সাত বিধানসভার সাতটিই তৃণমূলের। দায়িত্ব তো তাদের নিতেই হবে। সপ্তরথীর ৫ জন মুসলিম, ২ জন হিন্দু। তবে শেষ লোকসভার ভোটের হিসেবে জঙ্গিপুরে বিজেপি এগিয়ে, লালগোলায় এগিয়ে কংগ্রেস। এই এলাকার দুটি বিধানসভা সামশেরগঞ্জ, ফরাক্কা লোকসভা ধরলে দক্ষিণ মালদার। দুটোর বিধায়ক তৃণমূলের। সেই মণিরুল ইলসাম, আমিনুল ইসলাম দুজনের বিরুদ্ধেই লোকসভায় অন্তর্ঘাতের অভিযোগ আছে। দুটোতেই লোকসভায় কংগ্রেস এগিয়েছিল। সাংসদ ইশা খান চৌধুরী ভদ্রলোক। তৃণমূলের ভাগবাঁটোয়ারার ওস্তাদ নেতাদের সঙ্গে পারবেন না। এবার কার্যত পালিয়ে যেতে হয় উত্তপ্ত এলাকায় গিয়ে।

একবার যখন শুরু হয় আগুনে ঘি দান, তখন সবই চলে যায় নিয়ন্ত্রণের বাইরে। প্রচুর বাধা টপকে পুলিশ যখন যেতে পেরেছে, তখন জ্বলেপুড়ে ছাই বহু বাড়ি। অধিকাংশই সংখ্যালঘু হিন্দুদের। কেউ মেয়ের বিয়ের জন্য টাকা জমিয়েছিল, কেউ গোরু বিক্রি করে টাকা রেখেছিল, সব শেষ। কারও বাড়িতে দু'তিনটি ছাগল আর বেরোতে পারেনি। অগ্নিদগ্ধ হয়ে শেষ। এক সেনাকর্মী বাড়িতে ছুটি কাটাতে এসেছিলেন। একেবারে অবরুদ্ধ সপরিবার। বাঁচার জন্য উপায়ান্তর না দেখে ফোন করেন পানাগড়ের সেনা দপ্তরে। সেখান থেকে সেনা এসে তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

নেতাদের লোভ, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের মাঝামাঝি আরও দুটি তত্ত্ব মুর্শিদাবাদ সম্পর্কে অভিজ্ঞরা বলছেন। ১) মুর্শিদাবাদ থেকে সবচেয়ে বেশি পরিযায়ী ভিনরাজ্যে যান কাজ করতে। গোটা দেশে হিন্দু-মুসলিম এমন সর্বনেশে হয়ে উঠেছে, বাইরে কাজ না পেয়ে বাড়িতে বসে অনেক পরিযায়ী। গত তিন বছর ধরে একশো দিনের কাজ নেই তাঁদের। সরকার কি তাদের খোঁজ রাখে? নেতারা তো টাকার বিনিময়ে যে কোনও কাজ করাতে পারেন এদের দিয়ে।

২) সরকার কি ভেবে দেখেছে, স্কুল শিক্ষার মতো মাদ্রাসা শিক্ষাও ভেঙে পড়েছে কীভাবে? ২০১১ সালের পর মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে মাত্র একবার। গ্রামীণ স্কুলে ছাত্রী কমতে থাকে। গ্রামীণ মাদ্রাসায় কমে ছাত্রের সংখ্যা। এই পরিস্থিতিতে অন্যত্র আরএসএসের রমরমা দেখে বেসরকারি মাদ্রাসা বাড়ছে। বাড়ছে জামাতে ইসলামি অনুগামীও। বাড়ছে ওয়াহাবিজম। বাংলাদেশের মতো মালদা-মুর্শিদাবাদেও অজানা অচেনা তরুণ মুখই ভাঙচুর করতে পথে নেমেছে।

এই ওয়াহাবিজম কী? এরা আরও উগ্রবাদী। আরও বেশি মুসলিম হতে চায়। শুভেন্দু অধিকারী যেমন বেশি হিন্দু হতে চান, তেমনই আর কী! এত নানা মত, যে নকশালদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর কথা মনে হবে এবং মাথা গুলিয়ে যাবে। এই ওয়াহাবিজমে বিশ্বাসীরাই বাংলাদেশে পিরের মাজার ভেঙেছে পরপর। পির কে? তিনি তো হিন্দু-মুসলিম, দু'পক্ষেরই নয়নের মণি। রক্ষণশীল ওয়াহাবিজমবাদীরা মনে করেন, আল্লা ও মানুষের মাঝে আর কেউ থাকতে পারে না। ভাঙো পিরের দরগা।

এর মধ্যেই চলছে আইপিএল নিয়ে অবৈধ জুয়া। কেউ আজ রাজা, কেউ আজ ফকির। শাহরুখ কোম্পানি বাংলার জন্য কিছু না করে কলকাতার নামে টাকা কামিয়ে যাচ্ছেন, অথচ তাদের তোল্লাই দিচ্ছেন মমতা। সস্ত্রীক খেলা দেখতে যাচ্ছেন নববিবাহিত দিলীপ ঘোষ। তা যান। কিন্তু দুজনে মিলে দেখুন, উত্তর থেকে দক্ষিণ, রাজ্যে অজস্র মানুষ কেন বিপন্ন আইপিএল জুয়ায়। টোটো পিছু দিনে ১০০ টাকা চাইছে অনেক নেতা। ঝাড়খণ্ড থেকে আসছে বেআইনি টাকা---ধর ধর ধর, ওরে ধর ধর ধর। উড়ছে টাকা। বেআইনি বিড়ি, বেআইনি জল, বেআইনি ভিডিও রিলস, বেআইনি মশলা।

এসব চলার ফাঁকে যদি আমিনুল-শুভেন্দু-জাকির-সুকান্ত-হুমায়ুন-অধীররা নিয়মিত বুদ্ধিহীন, যুক্তিহীন, উগ্র মৌলবাদীসুলভ কথাবার্তা বলে লোক খেপিয়ে চলেন, কথায় কথায় হিন্দু-মুসলিম নিয়ে চলে আসেন, তা হলে পুলিশ কেন, বিএসএফ-সিআরপিএফ-সেনা এসেও সংঘাত থামাতে পারবে না। বাংলা দুর্ভাগা, এখন নেতারা উত্তপ্ত জায়গায় শান্তির জল ছেটাতে যান না। সাম্প্রদায়িক বিষের ধুনুচিতে আরও ধোঁয়া দিতে যান। উগ্র মৌলবাদের নারকেলের ছোবড়া দিয়ে।

এর ফল আপনাকে, আমাকে ভুগতেই হবে। বাংলার চিরকালীন সম্প্রীতির আত্মাই যদি নিহত হয়, তা হলে আর কীসের পদ্মফুল, কীসের ঘাসফুল? সবই রুখাশুখা কালো মাটি হয়ে দাঁড়াবে চিরদিনের জন্য।

যা মনে করিয়ে দেবে, এইখানে এক ভালো মানুষের বাড়ি ছিল। তাঁর কিশোরী মেয়েটি এখানে খেলত। রাজহাঁসেদের মাঝে, সব ধর্মের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। ওদিকের গ্রামে থেকে ভেসে আসত আজান। এদিকে, পর্বতের শীর্ষদেশ থেকে আসছে মন্দিরের গায়ত্রী মন্ত্র।

কাশ্মীরের ডাল লেকে কাকভোরে ঘুরলে এখনও সেই মিলিত স্বর্গীয় সুর শোনা যায় ভোররাতে। অথবা শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনের কাছে, মালদার মীরচকে।

আজ

১৮৯৭ চলচ্চিত্র পরিচালক নীতিন বসুর জন্ম আজকের দিনে।

১৯২৪ আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন লেখক নারায়ণ সান্যাল।

আলোচিত

এটা সত্যি যে, গত তিন দশক ধরে পাকিস্তান সন্ত্রাসকে মদত দিয়ে এসেছে। পাকিস্তান তিন দশক ধরে এই ঘৃণ্য কাজ করে আমেরিকা, ব্রিটেন সহ পশ্চি দেশগুলির জন্য। আমাদের ভু ছিল। যার ফল এখন আমাদের ভুগতে হচ্ছে।

-খাওয়াজা আসি
(পাক প্রতিরক্ষাম

ভাইরাল/১

এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে রয়্যা চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর সঙ্গে রাজস্থান রয়্যালসের আইপিএল ম্যাচের আগে রোবট কুকুর চম্পকের সঙ্গে খেলায় মত্ত সুনী গাভাসকার। চম্পক তাঁর দিকে গুটি গুটি এগোচ্ছে, কখনও আবার লাফাচ্ছে। সানি-রোবটে খুনসুটি ভাইরাল।

ভাইরাল/২

মাথার উপর ৪৬৮টি মদের গ্লাস নি নাচছেন সাইপ্রাসের এক বাসিন্দা। মাথায় একটি গ্লাস। তার ওপর প্লে প্লেটটি গ্লাসে ভর্তি। এরকম আরও ৮টি প্লেট একটার উপর একটা সাজানো। ওই অবস্থায় নাচছেন তিনি। সামাজিক মাধ্যমে ঝড়।

উত্তরের পাঁচালি

চাই থিয়েটার শেখার স্কুল

উত্তরবঙ্গের প্রচুর ছেলেমেয়ে থিয়েটার এবং অভিনয় নিয়ে পড়াশোনা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ নিতে উৎসাহী। তাদের মধ্যে অনেকেই এই বিষয়কে কেরিয়ার করে এগোতে চায়। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ এখানে একেবারেই নেই বললেই চলে। এই অভাব পূরণ করতে নিয়মিত নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্যোগ নিয়েছে উত্তাল। সম্প্রতি শিলিগুড়িতে উত্তালের মহলা কক্ষে দু'দিনের কর্মশালা হয়ে গেল। সেখানে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ প্রণবকুমার ভট্টাচার্য, পার্থ চৌধুরী, মৌসুমি কুণ্ডু ও সব্যসাচী দত্ত। আর এই কর্মশালায় শিক্ষা নেয় একদল তরুণ-তরুণী। এই কর্মশালায় নাটক রচনা, কণ্ঠ ও উচ্চারণ, মানসিক স্বাস্থ্যের যত্নে ও ব্যক্তিত্ব গঠনে থিয়েটার, শরীর ও অভিব্যক্তির মতো বিষয়গুলির ওপর আলোকপাত করা হয়। কর্মশালা শেষে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের হাতে উত্তালের পক্ষ থেকে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। কর্মশালার সামগ্রিক পরিকল্পনা ও শিবির পরিচালক ছিলেন উত্তালের নির্দেশক পলক চক্রবর্তী। তিনি আগামীদিনে আরও বৃহদাকারে প্রশিক্ষণের পরিকল্পনার কথা বলেন এবং শিলিগুড়িতে সরকারি উদ্যোগে পূর্ণাঙ্গ একটি থিয়েটার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার দাবি জানান।

-- ছন্দা দে মাহাতো

শিলিগুড়িতে উত্তালের মহলা কক্ষে থিয়েটার বিষয়ক কর্মশালা।

প্রাণে পাহাড়

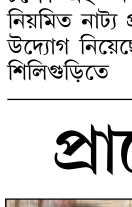

তরুণ সরকার।

রায়গঞ্জের তরুণ সরকারকে অনেকে 'পাহাড়িয়া তরুণ' নামেই চেনেন। বয়স ৬০ ছুঁতে চললেও তরুণ মনেপ্রাণে তরুণই। পেশা ছোট ব্যবসা। নেশা পাহাড়ে চড়া। রায়গঞ্জ হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং অ্যান্ড ট্রেকার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ছোটবেলায় যোগাসন, সাইকেল চড়ে বহুদূর পাড়ি দেওয়ার নেশা থেকে কবে কখন যে পাহাড়ে চড়ার নেশায় মজেছেন তা নিজেরই মনে নেই। ১৯৮০ সালে বেসিক কোর্স করার সময় তপন ভট্টাচার্য এবং অতীন বক্সীর কাছ থেকে মেলে উৎসাহ। সেখান থেকেই পাহাড়ের পথে নামা। ইতিমধ্যে ৯০টির বেশি বেসিক এবং ৫০টির বেশি ট্রেকিং কোর্স সম্পন্ন করার অভিজ্ঞতা তাঁর ঝুলিতে। সান্দাকফু থেকে শুরু। পাহাড় ট্রেক, কোস্টাল ট্রেক, ডেজার্ট ট্রেক করেছেন বহুবার। গাড়োয়াল, হিমাচল, চামসে কাংড়ি, লাংসে কাংড়ি, লাদাখে গিয়ে নানা অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন। এভারেস্ট বেস ক্যাম্প, লাদাখের চাদর ট্রেক, কালিন্দী ট্রেক, বালিপাস, সারপাস, ইস্ট নন্দাদেবী সহ বহু জায়গায় ট্রেকিং সারা। এবার আফ্রিকার কিলিমাঞ্জারো

অভিযানের জন্য প্রস্তুত। পাহাড়ে চড়ার সময়ে কখনও যুদ্ধের বিরুদ্ধে আবার কখনও সবুজ পৃথিবী গড়ার বার্তা দিয়ে চলেছেন নিরলসভাবে।

-সুকুমার বাড়ই

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

সংস্কৃতি ও বিকৃতির সন্ধিক্ষণে কীর্তন

এখন কীর্তনের সময়। দু-তিনটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে কোথায় ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধারানি দেবী, রথীন ঘোষদের মতো ব্যক্তিত্ব?

মৌবনী মোহন্ত

"নামলীলাগুণাদীনাং উচ্চৈর্ভাষা তু কীর্তনম"। অর্থাৎ দেবদেবীর নাম, লীলা ও গুণাদির উচ্চভাষণই কীর্তন। সংস্কৃত ধাতু "কীর্ত" থেকে আগত কীর্তন মূলত বৈষ্ণব ধর্মের অন্তর্গত একটি গীতিনাট্যধর্মী ধারা যা ভক্তিরসকে কেন্দ্র করে গঠিত। তবে বর্তমানে যে ধরনের কীর্তন চলিত, তাতে ঠিক কতটা ভক্তিরস রয়েছে যথেষ্ট সন্দেহ থাকে।

গ্রামবাংলায় বসতি হওয়ার সুবাদে প্রায়শই কানে আসে আধুনিক কীর্তন। বৈশাখেই অধিকাংশ সময় শুরু হয় কীর্তনের মরশুম। এখন কীর্তনের সময়। প্রশ্ন জাগে, একি সত্যিই কীর্তন নাকি কীর্তনের নামে চটুল বাংলা বা হিন্দি গানের রিমিক্স? মনে পড়ে, ছোটবেলায় মা ঠাকুমারা কীর্তন শুনতে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। কীর্তন বলতে জানতাম 'ঠাকুরের গান'। সেই গানের কোনও অর্থ না বুঝে দীর্ঘক্ষণ একঘেয়ে বসে থাকতাম শেষে গিয়ে হরির লুটের বাতাসা পাওয়ার আশায়। তখনও কীর্তন আজকের মতো নিম্নরুচিসম্পন্ন হয়ে ওঠেনি। আজ গ্রামগঞ্জে 'হরে কৃষ্ণ' শব্দদুটিকে 'যেমন খুশি' টেনে-হিঁচড়ে শব্দ দূষণ করার নামই হয়ে দাঁড়িয়েছে নামকীর্তন। দু-তিনটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে কোথায় ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধারানি দেবী, রথীন ঘোষদের মতো ব্যক্তিত্ব? দু-তিনজন বেশ ভালো গান করেন। তবে বাকিরা ওই বেনোজলেই গা ভাসান।

এখন এক ধাপ এগিয়ে অনেক কীর্তনে তাল মিলিয়ে চলে চটুল নাচও। বহু কীর্তনীয়া কীর্তনকে শুধু একটা বাণিজ্যিক শো হিসেবে দেখেন। যেখানে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য শিশুদেরও

আনা হয়। অথচ কীর্তনের ইতিহাস বলে, এটি একসময় সমাজ বদলের হাতিয়ার ছিল। সাধারণ লোকের পক্ষে অতি সহজে ঈশ্বর সাধনার একটি উপায় হিসেবে এর উদ্ভব। শ্রীচৈতন্যদেবের সময়কালে কীর্তন জাতপাতের ঊর্ধ্বে গিয়ে মানুষে মানুষে মেলবন্ধন করাত।

প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ অতীন্দ্র মজুমদারের মতে "চর্যাপদগুলোই বাংলা কীর্তনের প্রাচীনতম নিদর্শন" । ফলে বলা যায়, বাংলা কীর্তনের উৎপত্তির মূল শিকড় প্রোথিত রয়েছে বৌদ্ধ সাধকদের রচিত চর্যাগীতিতে। পরবর্তীতে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম'-এর অনুপ্রেরণায় বৈষ্ণবীয় ও সংগীত ধারায় পদাবলিধারার আবির্ভাব ঘটে। এই পদাবলির বিশিষ্ট পদকর্তারা হলেন চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস প্রমুখ। মুসলিম পদকর্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শেখ ফয়জুল্লাহ সৈয়দ মুর্তজা।

বাংলা সংগীতের বিকাশে এর প্রভাব অনস্বীকার্য। বহিরা উপাদানকে আঞ্চলিক ভাব-গভীরতার সঙ্গে সমন্বিত ক আত্তীকরণের দ্বারা গড়ে ওঠা কীর্তন বাংলার নিজস্ব গায়নরী কীর্তনের অঙ্গ পাঁচটি – কথা, দোঁহা, আখর, তুক ও ছুট। এছ কোনও কোনও কীর্তনের আসরে ঝুমুরের চটুল ছন্দে নেচে নে ঐচ্ছিক অঙ্গও পরিবেশিত হয়। হারমোনিয়াম, বীণা, তব মৃদঙ্গ, বাঁশি, করতাল প্রভৃতির ব্যবহার কীর্তনের পরিবেশ ভাবনির্ভর করে তোলে। চতুর্দশ থেকে ষোড়শ এই ৩০০ বছ কীর্তন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে জনপ্রিয়তা লাভ করে।

তাই এখন ডিজে সাউন্ডে যখন সস্তা সিঁড়িতে নে কীর্তন শুধু বিনোদনে পরিণত হয়, তখন তা মূল কীর্ত ভাবগাম্ভীর্যের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবমাননার শরিক।

কীর্তনের এই বিকৃতিকে অবরোধ করার জন্য কট্টর ধর্মপ্র হওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন শুধু একটু সচেতনত আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি একটু শ্রদ্ধার। এক্ষে শিক্ষণীয়, ভিনদেশি ভিনসংস্কৃতির মানুষ ইসকনের ম সংগঠনে কীভাবে কীর্তনের ভাবধারাকে বজায় রাখছে। সুত গ্রামগঞ্জে কীর্তনের এই বিকৃতিকে রোধ করতে আমা সাংস্কৃতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। কারণ কীর্তন সংগীতের আদি ধারা নয়, ইতিহাস-ঐতিহ্যের উর্বর সাক্ষী।

(লেখক জামালদহের বাসিন্দা। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছা

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১২৫

পাশাপাশি : ১। হাল না ছেড়ে আবার চেষ্টা ৩। এটা ছাড়া রান্না সম্ভব নয় ৫। রাস্তার ধারের জলা জায়গা ৭। ছাড় বা অব্যাহতি, মাফ করা ৯। ঘাটতি, কোনও কিছুর অভাব ১১। স্বামীর বড় দাদা বা ভাশুর ১৪। অপরাধের জন্য পুলিশের হাতে আটক ব্যক্তি ১৫। সমষ্টি বা একত্রিত হওয়া, সংকলন।

উপর-নীচ : ১। শ্রেষ্ঠ মানুষ ২। ম্লান বা নিষ্প্রভ ৩। নদীর স্রোতের বিপরীত দিকে ৪। যে পণ্য আসল নয় ৬। অত্যাচার বা নিপীড়ন ৮। যে পাখি ঘরে থাকে, বনেও থাকে ১০। অপরাধের জন্য বকাঝকা করা ১১। উনুনে বসানো দুধ উথলে ওঠা ১২। মায়ের মা বা দিদিমা ১৩। অভিজাত বা খানদানি।

সমাধান ■ ৪১২৪

পাশাপাশি : ১। হাজাম ৩। বৃত্তি ৫। জম্বু ৬। মক্ষিকা ৮। বিব্রত ১০। বাদাম ১২। ইমাম ১৪। রঘু ১৫। বক ১৬। ঘুঙুর।

উপর-নীচ : ১। হামুরাবি ২। মজবুত ৪। তিরিক্ষি ৭। কালা ৯। লাই ১০। বাস্তুঘুঘু ১১। মধুকর ১৩। মাধব।

ভালো খবর

সবুজায়নের পথে

গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা হয়েছিল এথেন্সবাসীর। তী তাপপ্রবাহের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সবুজায়নেই জোর দে প্রশাসন। অবশেষে বিখ্যাত অ্যাক্রোপলিসের পাশাপা এথেন্সের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় বহু গাছ লাগিয়ে নজি গড়েছেন মেয়র হারিস ডুকাস। গাছ লাগানোর পাশাপা প্রতিস্থাপনেও জোর দেওয়া হয়। সম্প্রতি ৭০০ বছরে পুরোনো একটি জলপাই গাছ প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে

মাছি তাড়াচ্ছে হোটেল, টাট্টুগাড়ি

বিশ্বজিৎ সাহা

শ্রীনগর, ২৫ এপ্রিল : পহলগাম কাণ্ডের পর ভূস্বর্গ বৃহস্পতিবার থেকে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে শুরু করেছে। তবে পর্যটকদের সংখ্যা বেশ খানিকটা কমে যাওয়ায় হোটেল মালিক, ট্যাভেল এজেন্সি, শিকারাচালক, টাট্টুওয়ালা, অটোচালক ও ট্যাক্সিচালকদের পাশাপাশি মাথায় হাত পোশাক, জুতো, উপহার সামগ্রী ও খাবারের দোকানগুলির। কবে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরবে উপত্যকা তা নিয়ে সন্দিহান সকলেই। ইতিমধ্যে পহলগামের ঘটনার জেরে দেশের বিভিন্ন স্থানে পড়তে যাওয়া কাশ্মীরি ছাত্র-ছাত্রীদের হুমকির মুখে পড়তে হচ্ছে খবর ছড়িয়ে পড়ায় উৎকণ্ঠা ছড়িয়েছে উপত্যকায়।

শ্রীনগরের সবচেয়ে বড় বাজারের নাম গনিখান মার্কেট। স্থানীয় ব্যবসায়ী ইমতিয়াজ শেখ জানান, স্থানীয় ক্রেতাদের পাশাপাশি সারা বছরই পর্যটকদের ভিড় থাকে বাজারটিতে। তবে পহলগামের ঘটনার পর থেকে স্থানীয় ক্রেতাদের ওপরই নির্ভর করতে হচ্ছে ব্যবসায়ীদের।

পশ্চিমবঙ্গে ৭টায় সূর্য যখন অস্তাচলে চলে যায় তখনও সূর্যের আলোয় ঝলমলে উপত্যকা। শ্রীনগরের মক্কা মার্কেটে ফুটপাতে মাথার ওপর বড় ছাতার নীচে বসে বাহারি জুতোর ব্যবসা দিল্লির বাসিন্দা ফারুক আহমেদ এবং আলতাফ আহমেদের। বছর দশক ধরে শ্রীনগরে বাড়ি ভাড়া নিয়ে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। পহলগামের ঘটনার প্রভাব ব্যবসায় পড়েছে কি না জিজ্ঞেস করতেই ফারুক বলেন, প্রবলভাবেই প্রভাব পড়েছে। তিনি বলেন, মঙ্গলবার পর্যন্ত গড়ে দিনে ৫০ জোড়া জুতো বিক্রি হত। আর আজ সারাদিনে মাত্র ৩ জোড়া জুতো বিক্রি করতে পেরেছি কারণ, আমাদের ব্যবসা পুরোপুরি পর্যটকদের ওপর নির্ভরশীল। তবে এই পরিস্থিতি খুব বেশি দিন থাকবে না বলেও আশাবাদী ফারুক।

গনিখান মার্কেটের পোশাক ব্যবসায়ী আলতাফ বাটের সমস্ত রাগ দিয়ে পড়েছে সমাজমাধ্যমের ওপর। তাঁর কথায়, পহলগামের ঘটনা

ভরসা রাখতে পারছেন না পর্যটকরা

আমাদের মতো সাধারণ কাশ্মীরি নাগরিকদের যেমন মর্মাহত ও শোকাহত করেছে, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। তবে পহলগামের ঘটনার পর কাশ্মীরের পরিস্থিতি নিয়ে সমাজমাধ্যমে যেভাবে অসত্য তথ্য প্রচারিত হচ্ছে, তাতে দেশজুড়ে সাধারণ মানুষ এবং কাশ্মীরে ঘুরতে আসা পর্যটকদের মধ্যে ভয়ের বাতাবরণ সৃষ্টি করছে।

অন্যান্য বছর এপ্রিলের শেষে পর্যটনের ভরা মরশুমে এই সময়ে পর্যটকদের ভিড়ে শ্রীনগরের হোটেলগুলিতে 'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই' পরিস্থিতির মুখে পড়তে হত পর্যটকদের। শুক্রবার শ্রীনগরের অধিকাংশ হোটেলেই পর্যটকদের সংখ্যা হাতেগোনা। শ্রীনগরের ডাল লেকের সামনে অবস্থিত হোটেলগুলি বরাবরই পর্যটকদের প্রথম পছন্দের। ডাল লেক সংলগ্ন একটি তিনতারা হোটেলের ম্যানেজার আসিফ শেখ বৃহস্পতিবার জানান, 'পহলগামের ঘটনার পর থেকে পর্যটকদের বুকিং ক্যানসেল হতে শুরু করায় শুধু আমাদের হোটেল নয়, অধিকাংশ হোটেলেই পর্যটকের সংখ্যা কমে গিয়েছে।'

প্রতিবছর কাশ্মীরের শাল নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ব্যবসা করতে আসেন শ্রীনগরের বাসিন্দা মহম্মদ সফি। বৃহস্পতিবার দুপুরে দুই মেয়ে মাদিহা, বরিন ও ছেলে আমিনকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীনগরের হযরতবাল মসজিদে নমাজ পড়তে গিয়েছিলেন। অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া মাদিহা ও বরিনের কথায়, 'পহলগামের ঘটনায় যারা জড়িত তাদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক, আমরাও চাই। কিন্তু এজন্য কাশ্মীরি ছাত্র-ছাত্রীদের যেভাবে টার্গেট করা হচ্ছে, তা কখনও কাম্য নয়।'

পহলগামের ঘটনার পর থেকে শ্রীনগর শহরজুড়ে সেনা, আধাসেনা এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের টহলদারি ভীষণরকম বেড়েছে। রাস্তার গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলিতে যেমন সিআরপিএফ এবং বিএসএফ মোতায়েন রয়েছে, তেমনই অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সহ টহলদারি ভ্যান গোটা শহর চক্কর দিচ্ছে।

সাভারকর মন্তব্যে কোর্টে ভর্ৎসিত রাহুল

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল : বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামী বিনায়ক দামোদর সাভারকর সম্পর্কে 'উসকানিমূলক' ও 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' মন্তব্য করায় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধিকে কড়া ভর্ৎসনা করল সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার বিচারপতিরা জানিয়ে দেন, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিয়ে এমন মন্তব্য বরদাস্ত করা হবে না। ভবিষ্যতে এমন ঘটলে আদালত স্বতঃপ্রণোদিতভাবে ব্যবস্থা নেবে।

সাভারকর সংক্রান্ত মামলায় এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে বুধবারই সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন রাহুল। তার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই শীর্ষ আদালতের রায় চলে এল। এর আগে রাহুলের বিরুদ্ধে জারি হওয়া সমন খারিজ করতে এলাহাবাদ হাইকোর্ট অস্বীকার করেছিল।

২০২২ সালের ১৭ নভেম্বর মহারাষ্ট্রের আকোলা জেলায় 'ভারত জোড়ো যাত্রা'র সময় কংগ্রেস সাংসদ তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা মন্তব্য করেন, সাভারকর ছিলেন 'ব্রিটিশ সরকারের সেবক'। শুধু তা-ই নয়, তিনি পেনশনও পেতেন ঔপনিবেশিক সরকারের কাছ থেকে। এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করেই মানহানির মামলা হয়।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত এবং বিচারপতি মনমোহনের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয়। রাহুলের আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি দাবি করেন, কারও বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো তাঁর মক্কেলের উদ্দেশ্য ছিল না। তবে আদালত এই যুক্তি মানেনি। বিচারপতিরা বলেন, 'আপনার মক্কেল কি জানেন মহাত্মা গান্ধিও 'ইয়োর ফেইথফুল সার্ভেন্ট' (আপনার একান্ত সেবক) শব্দবন্ধ ব্যবহার করতেন? তাহলে কি তাঁকেও ব্রিটিশ সরকারের 'দাস' বলা যাবে? তিনি কি জানেন তাঁর দাদিও (ইন্দিরা গান্ধি) সাভারকরকে চিঠি লিখে প্রশংসা করেছিলেন?' বিচারপতিরা বলেন, 'ইতিহাস না জেনে এমন মন্তব্য করা কীভাবে দায়িত্বপূর্ণ আচরণ হতে পারে?'

আদালত রাহুলকে সতর্ক করে বলেছে, 'আপনি একজন রাজনৈতিক নেতা। তাহলে এমন উক্তি করবেন কেন? যদি উত্তেজনা ছড়ানো উদ্দেশ্য না-ও হয়, এমন কথা বলার দরকারই বা কী?'

আপাতত আদালত মামলার কার্যক্রমে স্থগিতাদেশ দিলেও সাফ জানিয়ে দিয়েছে, ভবিষ্যতে এই ধরনের অবাঞ্ছিত মন্তব্য করা হলে আদালত নিজে থেকেই ব্যবস্থা নেবে। আদালতের কথায়, 'আর কোনও মন্তব্য করলে আমরা নিজেরাই ব্যবস্থা নেব। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিয়ে এমন মন্তব্য বরদাস্ত করা হবে না।' আদালত আরও জানিয়েছে, রাহুল গান্ধি এই মন্তব্য করেছিলেন মহারাষ্ট্রের আকোলায়, যেখানে সাভারকর অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে স্মরণীয়।

রাহুলের বিরুদ্ধে এই মামলাটি দায়ের করেছিলেন আইনজীবী নৃপেন্দ্র পান্ডে। কংগ্রেস নেতার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩এ (বিদ্বেষ ছড়ানো) ও ৫০৫ (প্রচারের মাধ্যমে জনমনে বিভ্রান্তি ছড়ানো) ধারায় মামলা শুরু হয়। পান্ডের অভিযোগ, সাভারকরকে ইচ্ছাকৃতভাবে অপমান করে রাহুল সুপরিকল্পিতভাবে তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করেছেন।

প্রয়াত মুন মিশনের পথিকৃৎ কস্তুরীরঙ্গন

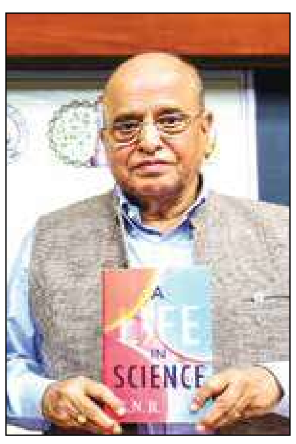

বেঙ্গালুরু, ২৫ এপ্রিল : জীবনাবসান হল পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান কে কস্তুরীরঙ্গনের। শুক্রবার তাঁর বেঙ্গালুরুর বাসভবনে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ইসরোর বিবৃতি অনুযায়ী, শুক্রবার সকাল ১০টা ৪৩ মিনিটে তাঁর মৃত্যু হয়। রবিবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত বেঙ্গালুরুর রমন রিসার্চ ইনস্টিটিউটে তাঁর দেহ সর্বসাধারণের শ্রদ্ধার জন্য রাখা হবে।

কেরলের এর্নাকুলামে ১৯৪০ সালের ২৪ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন কস্তুরীরঙ্গন। দীর্ঘ ৯ বছর ধরে ইসরো, স্পেস কমিশন ও স্পেস দপ্তরের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। তিনি ২০০৩ সালের ২৭ অগাস্ট ওই পদ থেকে অবসর নেন। পৃথিবীর কক্ষপথের বাইরে ইসরোর যাত্রা শুরু কস্তুরীরঙ্গনের হাত ধরেই। ১৯৯৯ সালের ১১ মে জাতীয় প্রযুক্তি দিবসে কস্তুরীরঙ্গন প্রথম চন্দ্রাভিযানের ধারণা তুলে ধরেন। সেই পরিকল্পনার বাস্তব রূপ হিসেবে ২০০৮ সালে সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা হয় চন্দ্রযান-১। এই মিশনেই প্রথম চাঁদের পিঠে জলের অণুর উপস্থিতি চিহ্নিত হয়, যা চাঁদের ভৌগোলিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় যোগ করে। চন্দ্রাভিযানের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে কস্তুরীরঙ্গন সেই সময় বলেছিলেন, 'চাঁদে যাওয়ার সামর্থ্য আমাদের আছে কি না, সেটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্নটা হল, আমরা এটা উপেক্ষা করার ঝুঁকি নিতে পারি কি না?' তাঁর এই সাহসী ভাবনাই পরবর্তীতে ভারতের মহাকাশ কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

তিনি ভারতের শিক্ষানীতির (এনইপি) অন্যতম রূপকার হিসেবে পরিচিত। তিনি জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য এবং কর্ণাটক নলেজ কমিশনের চেয়ারম্যান পদেও ছিলেন। ২০০৩ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত ছিলেন রাজ্যসভার সদস্য। পাশাপাশি সদস্য হয়েছিলেন ভারতের পরিকল্পনা কমিশনেরও।

মহাকাশচর্চার ক্ষেত্রে কস্তুরীরঙ্গনের গবেষণা মূলত এক্স-রে ও গামা রশ্মির ওপর কেন্দ্রীভূত ছিল। তিনি মহাজাগতিক এক্স-রে ও গামা রশ্মির উৎস এবং পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে সেগুলির প্রভাব নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেন। ভারতের বিজ্ঞান ও শিক্ষাক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য তাঁকে পদ্মশ্রী ছাড়াও পদ্মভূষণ এবং পদ্মবিভূষণ সম্মানে ভূষিত করা হয়।

পোপের শেষকৃত্যে রোমে দ্রৌপদী

রোমে পৌঁছোনোর পর রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে অভ্যর্থনা।

রোম, ২৫ এপ্রিল : প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিসের শেষকৃত্যে যোগ দিতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু শুক্রবার রোমে পৌঁছেছেন। সেখান থেকে তিনি যাবেন ভ্যাটিকান সিটিতে। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে রয়েছেন কেন্দ্রীয় সংসদীয় ও সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু, সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মৎস্য, পশুপালন ও দুগ্ধ উৎপাদন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী জর্জ কুরিয়ান এবং গোয়া বিধানসভার উপাধ্যক্ষ জোশুয়া ডি সুজা।

রাষ্ট্রপতির দপ্তর এক্স-এ জানিয়েছে, তিনি দু'দিনের সফরে ভ্যাটিকান সিটিতে থাকবেন এবং ভারতের সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে পোপ ফ্রান্সিসের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন। শুক্রবার প্রেসিডেন্টের সচিবালয় জানিয়েছে, 'রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ভ্যাটিকান সিটিতে 'হিজ হোলিনেস' পোপ ফ্রান্সিসের রাজকীয় শেষকৃত্যে অংশ নিতে রওনা হয়েছেন।'

শনিবার তাবড় রাষ্ট্রনেতাদের উপস্থিতিতে প্রয়াত পোপের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হবে। সেন্ট মেরি মেজর বাসিলিকার একটি কক্ষে সমাধিস্থ করা হবে আর্জেন্তিনীয় ধর্মগুরুকে। তার আগে ভ্যাটিকান সিটির কাসা সান্তা মার্তার চ্যাপেলে রাখা হয়েছে পোপ ফ্রান্সিসের কফিন।

মঙ্গলবার থেকেই প্রয়াত ধর্মীয় নেতাকে শেষশ্রদ্ধা জানাতে ভক্তদের ঢল নামে। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গত তিনদিনের মতো শুক্রবারেও সারা দিন মানুষ ভিড় করেন ভ্যাটিকান সিটিতে। প্রতিদিন এতটাই ভিড় হয় যে, ভ্যাটিকান কর্তৃপক্ষ দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে দর্শনের সময় বাড়াতে বাধ্য হন।

প্রয়াত পোপের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় প্রায় আড়াই লক্ষ মানুষ উপস্থিত হতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে।

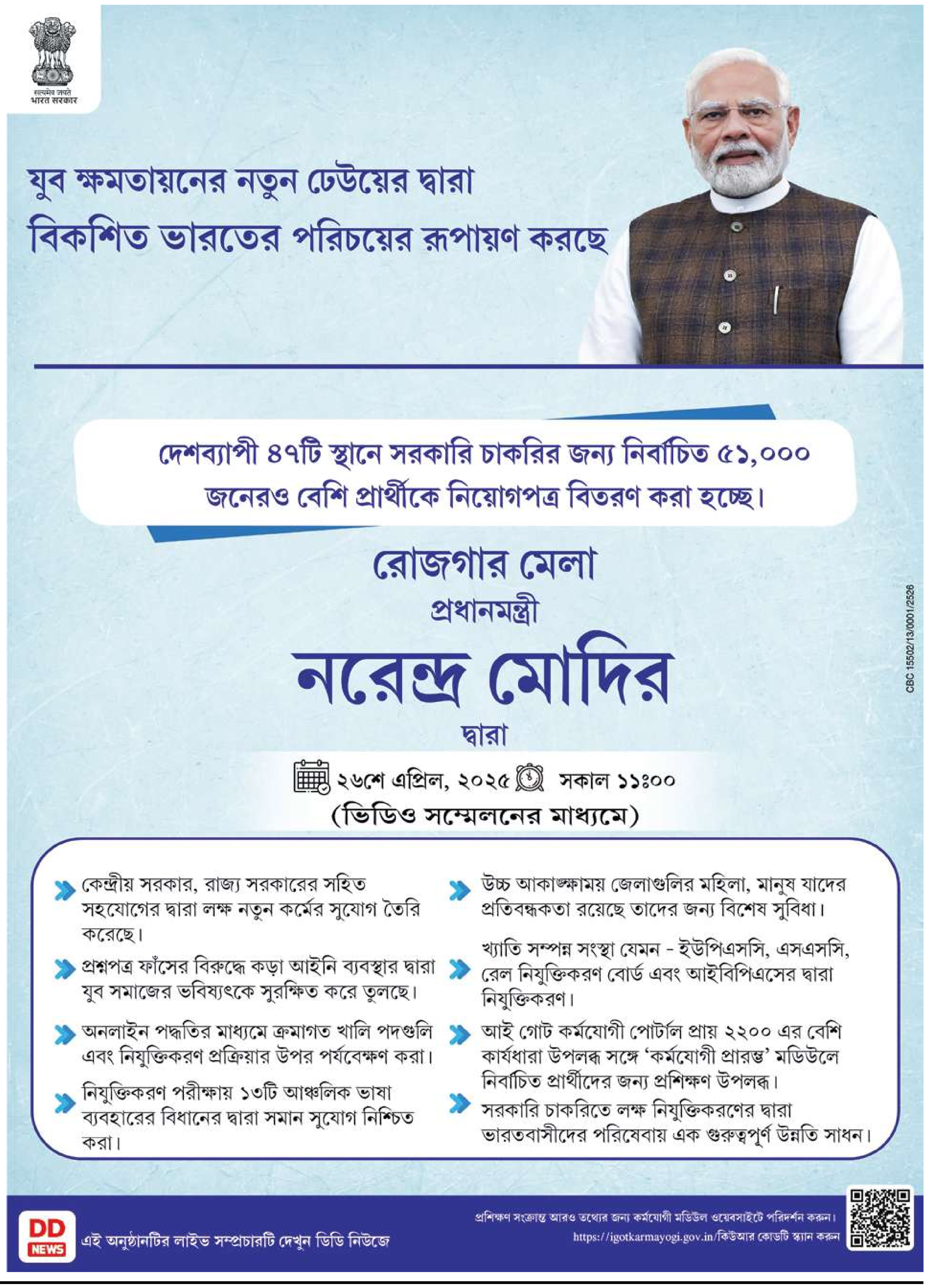

ঐক্যের বার্তা রাহুলের, ধর্মযুদ্ধ আখ্যা ভাগবতের

পহলগাম হামলার পর শুক্রবার শ্রীনগরে পৌঁছে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা বললেন রাহুল গান্ধি।

শ্রীনগর, ২৫ এপ্রিল : কংগ্রেস এবং আরএসএস মতাদর্শগতভাবে ভিন্ন মেরুর হলেও সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায় একই সুর শোনা গেল বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এবং সরসংঘচালক মোহন ভাগবতের কথায়। দুজনেই সাফ জানিয়েছেন, সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে দেশবাসীকে। রাহুলের কথায়, বিভাজন নয়, ঐক্যের শক্তিতেই সন্ত্রাসবাদকে চিরতরে পরাজিত করা সম্ভব। অপরদিকে পহলগামের ঘটনাকে ধর্ম বনাম অধর্মের যুদ্ধ বলে আখ্যা দিয়ে ভাগবত বলেছেন, 'আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ থাকি তাহলে আমাদের দিকে কেউ অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তাকাতে পারবে না। যদি কেউ সেটা করেও তাহলে তাদের চোখ উপড়ে নেওয়া হবে।'

শুক্রবার সকালে শ্রীনগরে আসেন রাহুল গান্ধি। সেখান থেকে সেনাবাহিনীর বাদামিবাগ ক্যান্টনমেন্টে ৯২ বেস হাসপাতালে যান। পহলগামে জঙ্গি হানায় এক আহতের সঙ্গে দেখা করে তাঁর আরোগ্য কামনাও করেন

> বিভাজন নয়, ঐক্যের শক্তিতেই সন্ত্রাসবাদকে চিরতরে পরাজিত করা সম্ভব। যেটা ঘটেছে তার উদ্দেশ্য ছিল সমাজকে বিভাজিত করা, ভাইকে ভাইয়ের সঙ্গে লড়িয়ে দেওয়া। এই পরিস্থিতিতে প্রতিটি ভারতীয়র কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ।
>
> **রাহুল গান্ধি**

তিনি। পরে জম্মু ও কাশ্মীরের উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা এবং মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার সঙ্গেও দেখা করে পরিস্থিতির খোঁজখবর নেন রাহুল। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাসও দেন তিনি। পহলগামের ঘটনাকে ভয়াবহ ট্র্যাজেডি বলে আখ্যা দেন রাহুল। তিনি বলেন, 'এখানকার পরিস্থিতি কেমন তা জানতে আমি এসেছি। জম্মু ও কাশ্মীরের সমস্ত মানুষ ওই ভয়াবহ ঘটনার নিন্দা করেছেন।'

তাঁর কথায়, 'যেটা ঘটেছে তার উদ্দেশ্য ছিল সমাজকে বিভাজিত করা, ভাইকে ভাইয়ের সঙ্গে লড়িয়ে দেওয়া। এই পরিস্থিতিতে প্রতিটি ভারতীয়র কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ। কিছু লোক জম্মু ও কাশ্মীর এবং দেশের বাকি প্রান্তে আমার ভাই-বোনেদের যেভাবে হামলা করেছে সেটা দেখে খারাপ লাগছে। এই জঘন্য কাজের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং সন্ত্রাসবাদকে চিরতরে পরাজিত করতে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়াটা জরুরি।' বৃহস্পতিবার সর্বদলীয় বৈঠকে পহলগামের ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত পদক্ষেপকে পূর্ণ সমর্থনের বার্তা দিয়েছিল বিরোধীরা। শুক্রবার কাশ্মীরে দাঁড়িয়েও সেই বার্তা দিয়েছেন রাহুল গান্ধি।

> এই লড়াই ধর্ম বনাম অধর্মের। আমাদের হৃদয়ে যন্ত্রণা রয়েছে। আমরা ক্রুদ্ধ। কিন্তু শত্রুকে ধ্বংস করতে হলে শক্তি প্রদর্শন করা দরকার। রাবণ নিজের মন পরিবর্তন করতে পারেননি। রামচন্দ্র তাঁকে শোধরানোর একটি সুযোগ দেওয়ার পর মেরেছিলেন।
>
> **মোহন ভাগবত**

রায়বেরেলির সাংসদ বলেন, 'বিরোধীরা ঐক্যবদ্ধভাবে পহলগাম হামলার নিন্দা করেছে এবং সরকার এই ঘটনায় যে পদক্ষেপ করবে তাকে পূর্ণ সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

অন্যদিকে পহলগাম ঘটনায় প্রথমবার মুখ খুলে ভাগবত বলেন, 'জঙ্গিরা মানুষের ধর্মীয় পরিচয় জিজ্ঞেস করে তারপর হত্যা করেছে। হিন্দুরা কখনও এমন কাজ করতে পারেন না। আমরা এই ঘটনায় একটি কঠোর প্রত্যাঘাতের আশা করি।' সংঘ প্রধান বলেন, 'এই লড়াই ধর্ম বনাম অধর্মের। আমাদের হৃদয়ে যন্ত্রণা রয়েছে। আমরা ক্রুদ্ধ। কিন্তু শত্রুকে ধ্বংস করতে হলে শক্তি প্রদর্শন করা দরকার। রাবণ নিজের মন পরিবর্তন করতে পারেননি। রামচন্দ্র তাঁকে শোধরানোর একটি সুযোগ দেওয়ার পর মেরেছিলেন।' ভাগবত বলেন, 'আমাদের চরিত্রে ঘৃণা এবং শত্রুতা নেই। মুখ বুজে ক্ষতি সহ্য করাটাও আমাদের মধ্যে নেই। একজন সত্যিকারের অহিংস মানুষকেও শক্তিশালী হতে হবে।' পাকিস্তানকে যে কড়া জবাব দিতে হবে সেই কথাও এদিন বুঝিয়ে দিয়েছেন ভাগবত।

তিন দশক সন্ত্রাসবাদে মদত, প্রতিরক্ষামন্ত্রীর স্বীকারোক্তি

আততায়ীরা 'স্বাধীনতা সংগ্রামী'

ইসলামাবাদ, ২৫ এপ্রিল : মুখ আর মুখোশের তফাত কি ক্রমশ ঘুচে যাচ্ছে?

জম্মু-কাশ্মীরের পহলগামে জঙ্গিরা নিরীহ পর্যটকদের বেছে বেছে খুন করার পর পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া থেকে সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট। হামলার পর বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো পাকিস্তানও পহলগাম হামলার নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছিল। তবে মঙ্গলবারের জঙ্গি হামলাকে বিদ্রোহীদের হামলা বলে বর্ণনা করেছিল পাক সরকার। শুক্রবার একধাপ এগিয়ে পহলগাম কাণ্ডকে 'স্বাধীনতা সংগ্রামী'দের কাজ বলে ব্যাখ্যা করলেন পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী তথা বিদেশমন্ত্রী ইসক দার স্বয়ং।

দার বলেন, 'গত ২২ এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরের পহলগামে যে হামলা হয়েছে হতে পারে সেটা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাজ।' নিরীহ পর্যটকদের ধর্মীয় পরিচয় জেনে খুন করা 'স্বাধীনতা সংগ্রামী'দের পিছনে যে পাকিস্তানের

> ২২ এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরের পহলগামে যে হামলা হয়েছে হতে পারে সেটা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাজ।
>
> **ইসক দার**
> *উপপ্রধানমন্ত্রী, পাকিস্তান*

> আমেরিকা, ব্রিটেন আর পশ্চিমী বিশ্বের জন্য গত ৩ দশক ধরে আমরা এই নোংরা কাজটা করে যাচ্ছি।
>
> **খোয়াজা আসিফ**
> *প্রতিরক্ষামন্ত্রী, পাকিস্তান*

সমর্থন রয়েছে তাও পরোক্ষে স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি। ঘটনাচক্রে এদিনই পাকিস্তান যে জঙ্গিদের আঁতুড়ঘর তা প্রকাশ্যে স্বীকার করে নিয়েছেন পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফ। তবে এপ্রসঙ্গে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি অভিযোগ করেন, জঙ্গিদের আশ্রয় দিয়েছে পাকিস্তান। কিন্তু সেটা নিজেদের গরজে নয়, আমেরিকার জন্য করতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা। সন্ত্রাসবাদের সবচেয়ে বড় শিকার পাকিস্তান বলেও দাবি করেছেন দার।

তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, পাকিস্তান কি সত্যিই সন্ত্রাসবাদে মদতদাতা রাষ্ট্র। জবাবে পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, 'আমেরিকা, ব্রিটেন আর পশ্চিমী বিশ্বের জন্য গত ৩ দশক ধরে আমরা এই নোংরা কাজটা করে যাচ্ছি। এটা আমাদের ভুল পদক্ষেপ ছিল। গোটা বিশ্বের মধ্যে সন্ত্রাসবাদের কারণে সবচেয়ে বেশি ভুগেছে পাকিস্তান। আমরা যদি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সক্রিয় না হতাম তাহলে আজ পাকিস্তান একটা অন্য উচ্চতায় থাকত।'

পহলগাম হত্যার দায় স্বীকার করে বিবৃতি দিয়েছে পাক জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈয়বার শাখা দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট। প্রাথমিক তদন্তে ইঙ্গিত হামলাকারীদের বেশিরভাগ পাকিস্তান থেকে এসেছিল। হামলা চলাকালীন রিয়েল টাইমে সীমান্তের ওপার থেকে তাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছিল। একাধিক পাক জঙ্গির স্কেচ প্রকাশ করা হয়েছে। তারপরেও পাকিস্তানে লস্করের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন দার। মন্ত্রীর বক্তব্য, 'আমাদের দেশে লস্কর-ই-তৈয়বা বলে কোনও সংগঠন নেই। ওরা এখন অতীত।'

যুদ্ধের শঙ্কায় পড়ল ভারতের শেয়ার বাজার

মুম্বই, ২৫ এপ্রিল : কাশ্মীরে পর্যটক খুনের জেরে ভারত-পাক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ফাটল আরও গভীর হয়েছে। টানাপোড়েনের প্রভাব পড়েছে দু-দেশের শেয়ার বাজারে। নেমেছে বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ার সুচক বিএসই সেনসেক্স ও নিফটি। বিপরীতে নাভিশ্বাস উঠেছে পাক শেয়ার সুচক কেএসই-র।

শুক্রবার বাজার খোলার সঙ্গে সঙ্গে নামতে শুরু করে বিএসই সেনসেক্স। একসময় সুচক ১,২০০ পয়েন্টের বেশি পড়ে যায়। তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পড়ন্ত বাজারে শেয়ার কিনতে থাকেন বিনিয়োগকারীরা। যার জেরে ফের চড়তে থাকে সুচক। দিনের শেষে সেনসেক্স দাঁড়িয়ে রয়েছে ৭৯,২১২ পয়েন্টে। বৃহস্পতিবারের চেয়ে যা ৫৮৮ পয়েন্ট কম। নিফটিও ২০৭ পয়েন্ট নেমে ২৪,০৩৯ পয়েন্টে স্থিতিশীল হয়েছে।

এদিকে গত দু'দিন ধরে টানা ধসের কবলে পড়েছে পাকিস্তানের শেয়ার বাজার। শুক্রবার প্রায় আড়াই হাজার পয়েন্ট নেমেছে করাচি স্টক এক্সচেঞ্জের সুচক কেএসই। দুপুরের পর থেকে বন্ধ হয়ে গিয়েছে এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটও। সেখানে লেখা 'উই উইল বি ব্যাক সুন। পিএসএক্স ওয়েবসাইট ইজ আন্ডার মেনটেন্যান্স টিল ফার্দার নোটিশ'। অর্থাৎ, আমরা তাড়াতাড়ি ফিরব। পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি জারি না হওয়া পর্যন্ত সংস্কারের কাজ চলবে। এদিন পাকিস্তানের বেঞ্চমার্ক সুচক কেএসই ২,৪৮২ পয়েন্ট পড়ে ১,১৪,৭৪০ পয়েন্টে স্থিতিশীল হয়েছে। পতনের হার ২.১২ শতাংশ।

ভয়ের চিহ্ন নেই তাঁদের মধ্যে। কাশ্মীর এখনও ঘুরে দেখছেন পর্যটকরা। শুক্রবার।

ওয়াকফ স্থগিতাদেশ মানতে নারাজ কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল : কেন্দ্রীয় সরকার ওয়াকফ সংশোধনী আইনে যে কোনওপ্রকার স্থগিতাদেশের বিরোধিতা করবে বলে সুপ্রিম কোর্টে জানিয়ে দিল। শুক্রবার সর্বোচ্চ আদালতকে কেন্দ্রের তরফে একটি হলফনামা দাখিল করা হয়েছে। ওয়াকফ সংশোধনী আইনের সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে যে মামলাগুলি দায়ের হয়েছে, সেগুলি খারিজের আর্জি জানিয়েছে কেন্দ্র। সংখ্যালঘু মন্ত্রকের যুগ্মসচিব শেরশা সি শাইক মহিদ্দিন ওই হলফনামাটি দাখিল করেছেন। কেন্দ্রের বক্তব্য, 'যে আইনগুলি তৈরি হয় তাতে সাংবিধানিকতার বিষয়টি জড়িত থাকে। ওই আইনে যদি কোনও অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করা হয়, তাহলে সেটি ক্ষমতার ভারসাম্যের নীতির পরিপন্থী।'

কেন্দ্রের সাফ কথা, নতুন ওয়াকফ আইনটি পুরোপুরি বৈধ। আইন প্রণয়নের যে ক্ষমতা তাদের হাতে রয়েছে সেটা মেনেই ওই আইনটি তৈরি করা হয়েছে। ওয়াকফের ভেক ধরে কীভাবে সরকারি ও বেসরকারি জমি হাতানো হয়েছে তার একাধিক নজির কেন্দ্রের বক্তব্যে এদিন উঠে এসেছে। প্রাক-মোগল জমানা থেকে স্বাধীনোত্তর কাল পর্যন্ত ১৮,২৯,১৬৩.৮৯৬ একর ওয়াকফ জমি ছিল। কিন্তু ২০১৩ সালের পর ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে অতিরিক্ত ২০,৯২, ০৭২. ৫৩৬ একর জমি যুক্ত হয়েছে। আইনের বিরোধিতা করে যাঁরা মামলা করেছেন তাঁদের সমালোচনাও করেছে কেন্দ্র।

সরকার দাবি করেছে, নতুন ওয়াকফ আইনটি যৌথ সংসদীয়

> নতুন ওয়াকফ আইনটি পুরোপুরি বৈধ। আইন প্রণয়নের যে ক্ষমতা তাদের হাতে রয়েছে সেটা মেনেই ওই আইনটি তৈরি করা হয়েছে। ওয়াকফের ভেক ধরে কীভাবে সরকারি ও বেসরকারি জমি হাতানো হয়েছে তার একাধিক নজির কেন্দ্রের বক্তব্যে এদিন উঠে এসেছে।

কমিটির সুপারিশ মেনে তৈরি হয়েছে। সংসদের উভয়কক্ষেই আইনটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। কেন্দ্র মনে করিয়ে দিয়েছে, আইনের সাংবিধানিকতা যাচাই করার এক্তিয়ার সন্দেহাতীতভাবে সুপ্রিম কোর্টের হাতে রয়েছে ঠিকই, কিন্তু আইন কার্যকর হওয়ার আগেই যদি তার কোনও অংশে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করা হয় তাহলে রাষ্ট্রের বিভিন্ন শাখার মধ্যে যে ক্ষমতার ভারসাম্য রয়েছে, তা বিঘ্নিত হবে। নতুন ওয়াকফ আইন নিয়ে একগুচ্ছ মামলা দায়ের হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। ওয়াকফ বোর্ড ও কাউন্সিলে অমুসলিমদের রাখা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল সর্বোচ্চ আদালত।

শুক্রবার কেন্দ্র তার জবাবে বলেছে, ওয়াকফ সম্পত্তির ম্যানেজমেন্ট ধর্মনিরপেক্ষভাবে কাজ করে। মুসলিমদের ধর্মীয় আচার, আচরণেও কখনও হস্তক্ষেপ করা হয় না। কেন্দ্রের বক্তব্য, ওয়াকফ আইন কোনও ওয়াকফ সম্পত্তির ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা বা আধ্যাত্মিক চরিত্রে বদল ঘটায় না। হলফনামায় কেন্দ্র বলেছে, ওয়াকফ সম্পত্তি যেমনই হোক তার রেকর্ড রাখা জরুরি।

গ্রেপ্তারের পর মুক্তি মেধা পাটকরের

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল : ২০০০ সালের একটি মানহানির মামলায় দিল্লি পুলিশ শুক্রবার গ্রেপ্তার করল সমাজকর্মী মেধা পাটেকরকে। ওই মামলায় সাজাপ্রাপ্ত মেধা গতবছর জামিনে মুক্তি পেয়েছিলেন। কিন্তু প্রবেশন বন্ড জমা না দেওয়ার জন্য বুধবার আদালত তাঁর বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা (এনবিডব্লিউ) জারি করেছিল। তারই জেরে শুক্রবার দিল্লি পুলিশের এই পদক্ষেপ।

তবে তাঁকে গ্রেপ্তারের কিছু সময়ের মধ্যে মুক্তির নির্দেশও দিয়েছে দিল্লি আদালত। এদিন আদালত প্রোবেশন বন্ড প্রদান এবং এক লক্ষ টাকা জরিমানা দেওয়ার শর্তে মুক্তি দেয় তাঁকে। গুজরাটে

নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের অন্যতম মুখ মেধার বিরুদ্ধে ওই মানহানির মামলাটি করেছিলেন দিল্লির বর্তমান লেফটেন্যান্ট গভর্নর বিনয়কুমার সাক্সেনা। মেধার মিথ্যা দাবির জন্য সাক্সেনার সামাজিক সম্মানহানি হয়েছে বলে গতবছরের জুলাই মাসে রায় দিয়েছিল আদালত। সেই কারণে তাঁর পাঁচ মাসের জেল এবং ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের সাজা হয়েছিল। সেই সঙ্গে তাঁর জামিনও মঞ্জুর হয়েছিল।

কিন্তু অভিযোগ, মেধা জামিনের শর্ত মানেননি। গত বুধবার সাকেত আদালতের অতিরিক্ত দায়রা জজ বিশাল সিং মেধার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে জানিয়েছিলেন, পরবর্তী শুনানির দিনের মধ্যে আদালতের নির্দেশে উল্লেখিত শর্তাবলি পালন করা না হলে অবিলম্বে সাজা কার্যকর করা হবে।

আড়াই দশক আগে সাক্সেনা 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ সিভিল লিবার্টিজ়' নামে একটি সংগঠনের সভাপতি ছিলেন। এই সংগঠনটি মেধাদের নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের বিরোধী ছিল।

বন্দি জওয়ানকে ঘিরে উৎকণ্ঠা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল : পাকিস্তান রেঞ্জার্সের হাতে বন্দি হওয়ার পর থেকে কেটে গিয়েছে ২৪ ঘণ্টা। এখনও বন্দি রয়েছেন বিএসএফ জওয়ান পূর্ণমকুমার সাউ। সূত্রের খবর অনুযায়ী, বিএসএফের ডাকা ফ্ল্যাগ মিটিংয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও সাড়া দেয়নি পাকিস্তান রেঞ্জার্স। এই পরিস্থিতিতে জটিলতা বাড়ছে এবং সময় যতই যাচ্ছে, উদ্বেগ ততই তীব্র হচ্ছে। সূত্রের খবর, বিএসএফের ডিজি ওই আটক জওয়ানের বিষয়ে ইতিমধ্যেই স্বরাষ্ট্রসচিবকে অবহিত করেছেন। ফলে সময় যত গড়াচ্ছে ততই ওই বিএসএফ জওয়ানকে ঘিরে উৎকণ্ঠার পারদ চড়ছে। বন্দি বিএসএফ জওয়ানের স্ত্রী রজনী সাউ সরকারের কাছে আবেদন করেছেন তাঁর স্বামীর দ্রুত মুক্তির জন্য । তিনি বলেন, 'আমার স্বামীকে কর্তব্যরত অবস্থায় পাকিস্তান অপহরণ করেছে। ওঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সেখানে। গত মঙ্গলবার শেষবার ওঁর সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। আমি চাই উনি যেন দ্রুত মুক্তি পান।' ওই বিএসএফ জওয়ানের ভাই রাজেশ্বর পান্ডে বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার ওঁকে ফেরানোর সব রকমের চেষ্টা করছে। উনি নিরাপদে ফিরবেন বলে আশাবাদী।'

বুধবার পাঞ্জাবের জালোক বর্ডার আউটপোস্টের অধীনে ফিরোজপুরে ডিউটি পালন করছিলেন হুগলির রিষড়ার বাসিন্দা বিএসএফ কনস্টেবল পূর্ণমকুমার সাউ। রুটিন পেট্রোলিংয়ের সময় তিনি অসাবধানে আন্তর্জাতিক সীমানা পেরিয়ে পাকিস্তানি ভূখণ্ডে চলে যান এবং সেখানেই পাকিস্তান রেঞ্জার্স তাঁকে আটক করে। প্রথমবারের বৈঠকে সাড়া না পেয়ে বিএসএফ ইতিমধ্যেই পাকিস্তান রেঞ্জার্সের সঙ্গে দ্বিতীয়বার ফ্ল্যাগ মিটিংয়ের আবেদন জানিয়েছে। পূর্ণমকুমার তাঁর সার্ভিস রাইফেল নিয়ে একটি কৃষকের সঙ্গে ছিলেন। বিশ্রামের জন্য ছায়ায় বসতে এগিয়ে গেলে পাকিস্তানি সেনারা তাঁকে আটক করে। যদিও সীমান্ত অতিক্রমের এই ধরনের ঘটনা মাঝেমাঝে ঘটে। সাধারণত এসব বিষয় সামরিক প্রোটোকলের মাধ্যমে সমাধান করা হয়। আটক ব্যক্তিকে পরবর্তীতে দুই দেশের মধ্যে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ফেরত পাঠানো হয়।

তবে এই ঘটনার মধ্যে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে কাশ্মীরের পহলগামে সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী হামলা, যা ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ককে আরও উত্তপ্ত করে তুলেছে। এই পরিস্থিতিতে যে কোনও সাধারণ সীমান্ত অতিক্রমের ঘটনার চেয়ে অনেক বেশি জটিলতার সৃষ্টি করেছে পূর্ণমের ঘটনাটি। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া উত্তেজনার কারণে এবার বিএসএফ জওয়ানের আটক হওয়ার ঘটনা শুধু একটি সীমান্ত বিরোধের বিষয় নয়, বরং এটি একটি আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে পরিণত হয়েছে।

চালকলে আগুন, মৃত ৫

বাহরাইচ, ২৫ এপ্রিল : ভয়াবহ দুর্ঘটনা উত্তরপ্রদেশের বাহরাইচের একটি চালকলে। শুক্রবার সকালে কারখানার ড্রায়ার মেশিনের একটি অংশ ছিটকে ধানের গোলার ওপর পড়ে। মুহূর্তে আগুন ধরে ঘর ধোঁয়ায় ভরে যায়। শ্বাসকষ্টজনিত কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েন শ্রমিকরা। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা ৫ জনকে মৃত ঘোষণা করেন। তাঁদের কয়েকজন পরিযায়ী। মৃতরা হলেন, কনৌজের গফফর আলি (৪০), বাবলু (২৮), রাজনেশ কুমার (৩৫), সিরসিয়ার জাহুর (৫০) এবং বিহারের শ্রাবস্তি ও বিট্টু শাহ (৩০)। চিকিৎসাধীন ৩ জন।

পাকিস্তানকে এক ফোঁটা জল নয়

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল : ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ১৯৬০-এ স্বাক্ষরিত সিন্ধু জল চুক্তি বর্তমানে প্রবল উত্তেজনার কেন্দ্রবিন্দুতে। সম্প্রতি জম্মু ও কাশ্মীরের পহলগামে ভয়াবহ জঙ্গি হামলার পর ভারত এই চুক্তিকে 'স্থগিত' রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং পাকিস্তানে এক ফোঁটা জলও না পাঠানোর পরিকল্পনা করছে।

এই সিদ্ধান্তের পর পাকিস্তানকে একবিন্দু জলও না দেওয়ার জন্য তিন দফা পরিকল্পনা তৈরি করেছে ভারত- স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি।

জলশক্তি মন্ত্রী সিআর পাটিল জানিয়েছেন, এই তিনটি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শুক্রবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র বাসভবনে সিন্ধু জল চুক্তি নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ক্যাবিনেট কমিটি অন সিকিউরিটি (সিসিএস) পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় কী থাকছে? সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় রয়েছে— ড্যামে জমে থাকা পলি সরানো (ডি-সিলটিং), নদীর গতিপথ

কড়া পদক্ষেপ ভারতের

পরিবর্তনের সম্ভাবনা এবং নতুন ড্যাম নির্মাণ। এছাড়া পাকিস্তানের আপত্তি থাকায় যে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি আটকে ছিল, সেগুলি দ্রুত গতিতে সম্পন্ন করার কথাও ভাবছে ভারত।

আর কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে? মন্ত্রী জানিয়েছেন, পাকিস্তানকে আর বন্যা ও খরার তথ্য (হাইড্রোলজিকাল ডেটা) না দেওয়ার কথাও ভাবা হচ্ছে। অবশ্য এই কারণে ভারতীয় নাগরিকদের কোনও সমস্যার মধ্যে পড়তে হবে না বলে দাবি করা হয়েছে।

অন্যদিকে ভারতের সিদ্ধান্তের জবাবে পাকিস্তান বলেছে, সিন্ধু জল চুক্তি একতরফাভাবে স্থগিত রাখা যায় না। ইসলামাবাদ নয়াদিল্লির পদক্ষেপকে 'যুদ্ধ ঘোষণার সমান' বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে। পাকিস্তানের জাতীয় নিরাপত্তা কমিটি জানিয়েছে, ভারতের জল আটকানোর চেষ্টা হলে তারা 'জাতীয় শক্তির সবদিক থেকে' জবাব দেবে।

১৯৬০ সালে ভারত ও পাকিস্তান সিন্ধু জল চুক্তি করেছিল। এই চুক্তিতে মধ্যস্থতাকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করেছিল বিশ্বব্যাংক। এই চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল সিন্ধু নদ ও তার উপনদীগুলির জল দু'দেশের মধ্যে ন্যায়সংগতভাবে ভাগ করে দেওয়া। চুক্তি অনুযায়ী পূর্ব দিকের তিনটি নদী— বিপাশা, রবি ও শতদ্রু-র জল ব্যবহার করবে ভারত। অন্যদিকে পশ্চিম দিকের তিনটি নদী—চন্দ্রভাগা, সিন্ধু ও ঝিলম-এর জল ব্যবহার করার অধিকার পেয়েছিল পাকিস্তান।

নদীগুলির উৎস ভারতের ভিতরে হলেও চুক্তি অনুযায়ী জল ব্যবহারের অধিকারে বিভাজন করা হয়। জল চুক্তি নিয়ে ভারত এবার বেঁকে বসায় বেকায়দায় পড়ে গেল পাকিস্তান।

পহলগাম হামলার পেছনে চর্চায় হামাসের ছক

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল : ইজরায়েলের সঙ্গে সংঘর্ষে কার্যত দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে প্যালেস্তাইনের জঙ্গি সংগঠন হামাসের। এই অবস্থায় পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই এবং তাদের মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠন জৈশ-ই-মহম্মদ এবং লস্কর-ই-তৈবার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে কাশ্মীরে হামলার ছক তৈরি করছে হামাস। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, পহলগামে যে হামলা হয়েছে তার নেপথ্যে হামাসেরই নীল নকশা রয়েছে। পাক অধিকৃত কাশ্মীরে জৈশ ও লস্করের শিবিরে প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করেছে হামাস। তাতে পূর্ণ মদত রয়েছে আইএসআইয়ের।

জানা গিয়েছে, যে চার জঙ্গি পহলগামের বৈসরণে হামলা চালিয়েছিল, তাদের ওই শিবিরগুলিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। ইজরায়েল যে হামাস নেতাদের মুক্তি দিয়েছিল তারা ফেব্রুয়ারি মাসে পাকিস্তানে যায়। সেখান থেকে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে গিয়ে লস্কর ও জৈশ অপারেটিভদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তারা।

রাওয়ালকোটে রীতিমতো সংবর্ধনা দেওয়া হয় তাদের। 'কাশ্মীর সলিডারিটি অ্যান্ড হামাস অপারেশন আল আকসা ফ্লাড' ব্যানারে একটি সমাবেশে হামাস ও অন্য জঙ্গি নেতারা সাফ জানিয়ে দেয়, কাশ্মীর ও প্যালেস্তাইন প্যান-ইসলামিক জিহাদের অংশ। তাতে ভারত ও ইজরায়েলকে আগ্রাসী বলেও দাবি করা হয়।

যারা সেখানে উপস্থিত ছিল তাদের মধ্যে হামাসের তরফে ছিল খালেদ আল-কোয়াদুমি, নাজি জাহির, মুফতি আজম এবং বিলাল আলসালাত। সেখানে ছিল জৈশ প্রধান মাসুদ আজহারের ভাই তালহা সইফ, আসগার খান কাশ্মীরি এবং মাসুদ ইলিয়াস। কাশ্মীর এবং প্যালেস্তাইন যে একধরনের ইসলামিক জিহাদের অঙ্গ সেই কথা ওই সংবর্ধনা মঞ্চ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়।

কাশ্মীরে হামাসের তৎপরতা যেভাবে বাড়ছে তাতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ভারতে নিযুক্ত ইজরায়েলের রাষ্ট্রদূত রুভেন আজার। পহলগামের ঘটনার সঙ্গে দু-বছর আগে ইজরায়েলে হামাসের একটি হামলার সাদৃশ্য রয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি। আজার বলেন, সন্ত্রাসবাদীরা সর্বস্তরে জোট বাঁধছে। পরস্পরকে নকল করছে। আমি নিশ্চিত, গোয়েন্দা সংস্থাগুলি তাদের পরাস্ত করতে একযোগে কাজ করবে। তবে ভারতীয় গোয়েন্দাদের চিন্তায় ফেলেছে হামাসের জাল বিস্তারের ছক দেখে। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের পাশাপাশি তারা ইতিমধ্যে বাংলাদেশে কট্টরপন্থীদের সঙ্গেও গাঁটছড়া বাঁধার চেষ্টা করছে।

গতবছর অক্টোবরে আইএসআই হামাস নেতাদের ঢাকা নিয়ে গিয়েছিল। ভারতের উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে উস্কানি দেওয়ার বার্তা দেওয়া হয়েছিল সেখানে।

এপ্রিল মাসের বিষয় : অকপট মুহূর্ত (স্ট্রিট ফোটোগ্রাফি)

সমাপতন (শিববাড়ি, গঙ্গারামপুর)

প্রথম : নীহাররঞ্জন ঘোষ
(গঙ্গারামপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর) ক্যানন ইওএস আর৬

বৈপরীত্য (ঝালদা, পুরুলিয়া)

দ্বিতীয় : দুর্জয় রায়
(ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি) ক্যানন ইওএস ৫ডি মার্ক ৪

সঙ্গী (বালুরঘাট)

তৃতীয় : সৌগত মহন্ত
(বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর) ক্যানন ইওএস আরপি

চড়কমেলায় (গঙ্গারামপুর)

চতুর্থ : সৌগত ঘোষ
(গঙ্গারামপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর) সোনি এ৬০০০

প্রার্থনা (হাপা-নাহারলাগুন স্পেশাল)

পঞ্চম : অনুপম চৌধুরী
(ভোলারডাবরি, আলিপুরদুয়ার) ভিভো ভি২০

জীবন-যাত্রা (উত্তর কলকাতা)

ষষ্ঠ : জয়াশিস বণিক
(নাকতলা, কলকাতা-৪৭) নিকন ডি৭২০০

বিকটকালীর পুজোয় (ত্রিমোহিনী)

সপ্তম : ঋত্বিক সাহা
(বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর) সোনি এ৬৪০০

জীবন যেমন (ফ্লোরেন্স, ইতালি)

অষ্টম : শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়
(মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি) নিকন ডি৭০০০

ফ্রেমে কৃষ্ণ (কোচবিহার রাসমেলা)

নবম : সুমন চক্রবর্তী
(আনন্দপাড়া, জলপাইগুড়ি) ক্যানন ইওএস ৫৫০ডি

চিত্র চরিত্র
আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

আরও যাঁরা ছবি পাঠিয়েছেন

দীপাঞ্জয় ঘোষ, বিভূতিভূষণ নন্দী, সর্বজিৎ সেন, অভিরূপ ভট্টাচার্য, অঙ্কুশ মজুমদার, অনীক সান্যাল, সুশোভন সাহা, শ্রীজিৎ দাস, রিপন সাহা, নির্মলচন্দ্র বর্মন, রাজদীপ সাহা, কৌশিক মালাকার, সহিষ্ণু সাহা, পিয়ালি দাস, রাই ঘোষ, অঙ্কুর রায়, অমিতাভ সাহা, শুভ্রশংকর নাগ, প্রতীক গড়াই, শ্যামল চাকি, কুন্দন হেলা, উদিতা কার্জি, সাগ্নিক সূত্রধর, শৌভিক রায়, শান্তনু দেব, জয় মণ্ডল, কুন্দশুভ্র চক্রবর্তী, কিংশুক বণিক, সুমন চক্রবর্তী, পঙ্কজ মাহাতো, অভিজিৎ দাস, অর্ঘদীপ চক্রবর্তী, মানপ বর্মন, দেবাদৃত বোস, সাত্যকি চক্রবর্তী, অগ্নিভপ্রতিম বড়ুয়া, দীপক অধিকারী, মনীষা দাস, রৌনক শূর রায়, গৌরব বিশ্বাস, ইন্দ্রজিৎ সরকার, কৌশিক দাম ও অয়ন সাহা।

দুরন্ত (বালুরঘাট)

দশম : শোভন রায়
(বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর) নিকন জেড৬

সাংবাদিক জ্যোতি প্রয়াত

উত্তরবঙ্গ সংবাদের সঙ্গে ৪৫ বছরের পথচলা শেষ হল জ্যোতি সরকারের। উত্তরবঙ্গের মাটিতে দাঁড়িয়ে একনিষ্ঠ সাংবাদিকতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন যিনি। দক্ষতায়, নিষ্ঠায় কারও কারও নাম প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায়। জ্যোতির নাম তেমনভাবে জড়িয়ে আছে উত্তরবঙ্গ সংবাদের সঙ্গে। ৬১ বছরের জীবনের ৪৫ বছরই নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিলেন উত্তরবঙ্গ সংবাদের সঙ্গে। ভালোবেসে, আবেগে, কর্মনিষ্ঠায়। একই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্নভাবে জড়িয়ে থাকার এমন নজির খুব কম।

দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। নানারকম শারীরিক সমস্যা ছিল তাঁর। বারবার ভর্তি হতে হয়েছে হাসপাতালে। অপারেশন হয়েছে। পেসমেকার বসেছে। কিন্তু অসীম জীবনীশক্তি নিয়ে কাজ করে গিয়েছেন। হাসপাতালে বসেও খবর লিখে দপ্তরে পাঠিয়েছেন- এমন নজিরও আছে। নেশায়, পেশায়, প্রজ্ঞায় আদ্যন্ত সাংবাদিক সত্তা অর্জন করেছিলেন জ্যোতি। অবশেষে সেই বর্ণময় কর্মসফর শেষ হল শুক্রবার সন্ধ্যায়। শিলিগুড়ির কাছে ফুলবাড়ি এলাকায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস পড়েছে তাঁর।

জলপাইগুড়িতে কাজ করলেও তাঁর কাজের সঙ্গে পরিচিত ছিল গোটা উত্তরবঙ্গ। এমনকি দক্ষিণবঙ্গ তো বটেই, দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সাংবাদিক ও রাজনৈতিক মহলের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল।

ফাঁকা বাড়িতে বিস্ফোরণ

বিপ্লব হালদার

গঙ্গারামপুর, ২৫ এপ্রিল : পরিত্যক্ত বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় চাঞ্চল্য। আতঙ্কিত স্থানীয় বাসিন্দারা। শুক্রবার গঙ্গারামপুর থানার নন্দনপুর গ্রামে ওই ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তর্জা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গঙ্গারামপুর থানার নন্দনপুর রেলগেট সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা বিজয় মজুমদার প্রায় বছর কয়েক আগে মারা যান। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী, ছোট মেয়েকে নিয়ে নন্দনপুরের ওই বাড়ি ছেড়ে কাছে ঠ্যাঙাপাড়ায় যান। তারপর থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে বাড়িটি। শুক্রবার দুপুরে সে বাড়ি বিকট আওয়াজে কেঁপে ওঠে। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দা। খবর পেয়ে গঙ্গারামপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য, গঙ্গারামপুর থানার আইসি শান্তনু মিত্রের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে আসে। নামানো হয় র‌্যাফ ও কমব্যাট ফোর্স। বাড়ি ঘিরে শুরু হয় চিরুনি তল্লাশি। খবর পেয়ে বালুরঘাট থেকে বম্ব স্কোয়াড আসে। পাশাপাশি ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করে।

চোখেমুখে একরাশ আতঙ্ক নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা সূর্য মার্ডি বলেন, 'গরমের জন্য বাড়িতে শুয়েছিলাম। হঠাৎ বিকট আওয়াজ হয়। ছুটে এসে দেখি, বাড়ির পাশে ফাঁকা বাড়িতে ধোঁয়া উড়ছে। কী ফেটেছে বলতে পারব না। তবে বেড়ার টিন উড়ে যাওয়ায় আতঙ্কে রয়েছি। পুলিশ তদন্ত করে দেখুক।'

ঘটনাস্থলে বম্ব স্কোয়াডের কর্মীরা। শুক্রবার গঙ্গারামপুরে। - চয়ন হোড়

স্থানীয় বাসিন্দা দিলীপ দাসের বক্তব্য, 'দুপুরে বাড়িতে কাজ করছিলাম। এমন সময় বিকট আওয়াজে বাইরে এসে দেখি, বিজয় মজুমদারের বাড়িতে ধোঁয়া উড়ছে। টিনের বেড়া ছিটকে পাশের জঙ্গলে পড়ে। ঘটনায় আমরা আতঙ্কিত।'

আর স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের অভিযোগ, 'যেখানে বোমা ফাটে তার পাশে তৃণমূলের দখলে থাকা একটি ক্লাব। শাসকদলের দুষ্কৃতীরা বিভিন্ন জায়গায় বোমা মজুত করেছে। পুলিশ সঠিক তদন্ত করুক।'

জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা মৃণাল সরকারের পালটা দাবি, 'ওই ঘটনায় রাজনীতির কোনও বিষয় নেই। সত্যেনবাবু গণকের মতো যখন তৃণমূলের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছেন। তাহলে নিশ্চয় তিনি জানেন কারা বোমা রেখেছে। পুলিশ তদন্ত করছে।' গঙ্গারামপুরের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'একটি আওয়াজ হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে। বিষয়টি আমরা খতিয়ে দেখছি। এখনই কোন কিছু বলতে পারছি না, তদন্ত চলছে। তদন্ত শেষে আমরা এবিষয়ে বলতে পারব।'

আবাসের ঘর হয়নি, উপভোক্তাদের হুমকি

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৫ এপ্রিল : গত বছরের শেষের দিকে বাংলা আবাস যোজনা টাকার প্রথম কিস্তি উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু টাকা ঢোকার পর ঘরের কাজ হচ্ছে কিনা, সমীক্ষা করতে গিয়ে উপভোক্তাদের ধমকানো, পুলিশে গ্রেপ্তারের ভয় দেখানোর অভিযোগ উঠল ব্লক কর্মীদের বিরুদ্ধে। সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল সেই ভিডিও, যদিও ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। এবিষয়ে বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূলের লোকেদের কিছু বলা হচ্ছে না, কিন্তু যারা কাটমানি দেয়নি তাদের ধমকানো হচ্ছে। এমনই ঘটনা ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লক এলাকায়।

কোথাও উপভোক্তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার, কোথাও আবার ধমকানোর অভিযোগ ব্লকের কর্মীদের বিরুদ্ধে। প্রশাসনিক সূত্র জানা গিয়েছে, আগামী মে মাসে বাংলা আবাস যোজনার দ্বিতীয় কিস্তির টাকা ঢুকতে পারে। কিন্তু যাদের প্রথম কিস্তির টাকা ব্যবহার হয়েছে তারাই দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পাবে। আর এরপরই হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের নয়টি অঞ্চলে ঘুরছেন ব্লক কর্মীরা। বাংলা আবাসের প্রথম কিস্তির টাকা ইতিমধ্যেই ঢুকে গিয়েছে। সেই টাকা বাড়ির কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা। এনিয়ে চলছে সমীক্ষা। জানা গিয়েছে, উপভোক্তাদের কাছে মুচলেখা নেওয়া হয়েছিল সমস্ত টাকা বাড়ি ছাড়া অন্য কোনও কাজে তারা ব্যবহার করবেন না। সেটাই খতিয়ে দেখছে প্রশাসন। কিন্তু তার মাঝে একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। যেখানে দেখা গিয়েছে ব্লক কর্মীরা রীতিমতো উপভোক্তাদের ধমকাচ্ছে। পুলিশে গ্রেপ্তার করিয়ে দেওয়া হবে ভয় দেখাচ্ছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল বর্তমান বাজার মূল্যে প্রথম কিস্তির যেটুকু টাকা পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে বাস্তবে কতটাই বা এগোতে পারে বাড়ির কাজ। আবার এর আগে একাধিকবার সামনে এসেছে যাদের পাকাবাড়ি রয়েছে তাদেরও তালিকায় নাম। এমনকি উঠে এসেছে কাটমানির অভিযোগও। সেই বাড়িগুলোতে কি যাচ্ছে না ব্লক প্রশাসনের কর্মীরা। এনিয়ে অভিযোগ তুলেছেন এলাকার বিরোধী দলগুলি। হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের বিডিও তাপস পাল বলেন, 'ধমকানোর অভিযোগ ভিত্তিহীন। প্রথম কিস্তির টাকার কাজ হয়েছে কিনা সেটাই আমাদের কর্মীরা পরীক্ষা করে দেখছেন।'

জেলা বিজেপি সম্পাদক কিষান কেডিয়ার অভিযোগ, 'যারা কাটমানি দেয়নি তাদেরকে ধমকানো হচ্ছে। এই টাকায় কি করে বাড়ির কাজ সম্ভব? আর যাদের আগে থেকেই পাকা বাড়ি ছিল এবং কাটমানি দিয়েছে তাদের সবকিছু ছাড়।' তৃণমূলের ব্লক যুব সভাপতি মণিরুল আলমের জবাব, 'বিজেপির অভিযোগ মিথ্যা। সকলে যাতে সেই টাকা সঠিকভাবে ব্যবহার করে সেবিষয়ে প্রশাসন দেখছে।'

টাকা হাতিয়ে ধৃত ভিনজেলার কিন্নর

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ২৫ এপ্রিল : টার্গেট নিঃসন্তান দম্পতি। তাঁদের মানসিক অবস্থাকে হাতিয়ার করে প্রতারণার নয়া ছক কষেছিলেন ভিন জেলা থেকে আসা কিন্নররা। কিন্নররা দম্পতিদের বাড়ি গিয়ে সন্তান হওয়ার আশ্বাস দিয়ে প্রথমে কালা যাদু, বশীকরণ, তুকতাকের গল্প শুনিয়ে ফাঁদ পেতে সর্বস্ব হাতানোর কৌশল করেছিলেন। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। এক নিঃসন্তান দম্পতির বাড়ি থেকে টাকা হাতিয়ে পালানোর সময় হাতেনাতে ধরা পড়ে গেলেন এলাকার মানুষের কাছে। পুলিশ আটক করে ওই কিন্নরকে। যদিও স্থানীয় কিন্নরদের দাবি, ধৃত মালদায় এখানে থাকে না। যাদের বাচ্চা হয়নি তাদের বাড়িতে গিয়ে ও মানুষকে বশীকরণ করে, তুকতাক করে টাকা চুরি করে নিয়েছিল। অথচ কিন্নরদের নাম ভাঙিয়ে খাচ্ছে। ধৃত কিন্নরকে মালদা জেলা আদালতে তোলা ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

সম্প্রতি সেই ফাঁদে পা দিয়েছিলেন ইংরেজবাজার ব্লকের কোতওয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের তারাকালী মোড় এলাকার এক নিঃসন্তান দম্পতি। স্থানীয়দের অভিযোগ, তারাকালী মোড় এলাকায় এক নিঃসন্তান দম্পতির বাড়িতে গিয়ে ওই দম্পতিকে সন্তান হওয়ার আশ্বাস দেন এক কিন্নর। দীর্ঘদিন ধরে সন্তান থেকে বঞ্চিত ওই দম্পতিও সন্তান লাভের আশায় কিন্নরের পাতা ফাঁদে পা দেন। যদিও বাড়ির লোকজন ওই দম্পতিকে সাবধান করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ওই কিন্নর একরকম জোরাজুরি করে ওই দম্পতির কাছ থেকে ১৭ হাজার টাকা নিয়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু সেই খবর পেয়ে যান স্থানীয়রা। তাঁরা ওই কিন্নরকে আটক করেন। তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার হয় ১৭ হাজার টাকা।

স্থানীয় বাসিন্দা উৎপল চৌধুরীর অভিযোগ, 'বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ এক কিন্নর এলাকায় হাজির হয়েছেন। তিনি প্রথমে এক নিঃসন্তান দুম্পতির বাড়িতে ঢোকেন। ওই দম্পতিকে বলে, তাঁর কাছে সন্তান হওয়ার ওষুধ আছে। তিনি সব ব্যবস্থা করে দেবেন। প্রতারণার ফাঁদে পড়েছেন বুঝতে পেরে কোনওভাবে স্ত্রী বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমার কাছে আসে। আমরা গিয়ে ওই কিন্নরকে আটক করে তল্লাশি চালাই। ওই ব্যাগ থেকে ১৭ হাজার টাকা এবং কিছু সোনার গয়না পাওয়া যায়। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত প্রতারক কিন্নরের নাম সেরিনা বিবি। বাড়ি উত্তর ২৪ পরগণার বাদুরিয়ায়।

সাঁড়াশি চাপে ফেলার ছক

প্রথম পাতার পর

সেই পরিকল্পনামতো মায়ানমার এবং বাংলাদেশ হয়ে মণিপুরের বেশকিছু জঙ্গিঘাঁটিতে আল-কায়দা এবং হাকানি গ্রুপের সহযোগী সংগঠনের সদস্যরা আশ্রয় নিতে পারে। তারপরই শুরু হয় অভিযান। গত ৪৮ ঘণ্টায় মায়ানমার সীমান্তে এক ডজনেরও বেশি জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়েছে সেনা ও মণিপুর পুলিশের যৌথ বাহিনী। ভেঙে দেওয়া হয়েছে বহু বাংকার।

আসাম রাইফেলসের এক আধিকারিকের কথায়, 'মায়ানমার সীমান্ত ও নিম্ন অসম নিয়েই চিন্তা বেশি। চিকেন নেকে সমস্যা তৈরি করতে বাংলাদেশ হয়ে নিম্ন অসম বা উত্তরবঙ্গে জঙ্গি প্রবেশের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। সবরকম সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। দিল্লি থেকে বিশেষ দলও নিম্ন অসমে পৌঁছে গিয়েছে।' সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গের বাংলাদেশ সীমান্তে নজরদারিতে গঠিত হয়েছে বিএসএফের বিশেষ দল। বিএসএফের দক্ষিণবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ এবং গৌহাটি ফ্রন্টিয়ারের গোয়েন্দাদের নিয়ে আলাদা দলও তৈরি হয়েছে। জঙ্গি অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা রয়েছে এমন এলাকাগুলিতে ইতিমধ্যেই বাড়তি জওয়ান মোতায়েন করা হয়েছে।

সেনা সূত্রের খবর, চিকেন নেকে অতিরিক্ত নজরদারি চালাতে ইতিমধ্যেই তাদের চারটি ড্রোন স্কোয়াড্রনকে সক্রিয় করা হয়েছে। পাহাড়ে যুদ্ধে সক্ষম সেনার বিশেষ দলের মহড়া শুরু হয়েছে সিকিমে। সেনার ইস্টার্ন কমান্ডের ব্রহ্মাস্ত্র কর্পসের বাছাই করা আধিকারিকদের চিকেন নেকের নিরাপত্তায় কাজে লাগানোর পরিকল্পনাও হয়েছে। বিভিন্ন ছেনাছাউনিতে পাঠানো হয়েছে দুর্গম এলাকায় খুব ছোট লক্ষ্যে বিস্ফোরক নিয়ে হানা দিতে সক্ষম 'এফপিভি ড্রোন'।

যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলায় তৈরি রয়েছে বায়ুসেনাও। শুক্রবার শিলংয়ে বায়ুসেনার ইস্টার্ন কমান্ডের হেডকোয়ার্টারে দফায় দফায় বৈঠক হয়েছে। কোনও নাশকতা হলে কীভাবে তা রোখা হবে তার পরিকল্পনাও তৈরি হয়েছে। হাসিমারা ও বাগডোগরা বিমানবন্দরেও বিশেষ বার্তা পাঠানো হয়েছে। বায়ুসেনা সূত্রের খবর, চিকেন নেকের নিরাপত্তায় শুক্রবার থেকেই আকাশপথে বাড়তি নজরদারি শুরু করেছে বায়ুসেনা।

সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই সেবক-রংপো রেলপথের কাজে বাড়তি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নজরদারি বাড়ানো হয়েছে করোনেশন সেতু সহ তিস্তার ওপর থাকা একাধিক জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে। নেপাল থেকে ভারতে ঢোকার এবং বের হওয়ার সন্দেহভাজন সবক'টি রুটে নজরদারি বাড়িয়েছে এসএসবি। বাগডোগরা বিমানবন্দরে যাতায়াতকারী যাত্রীদের সম্পর্কে নিয়মিত খোঁজখবর রাখতে শুরু করেছে গোয়েন্দাদের বিশেষ দল। হাসিমারা, সুকনা, ব্যাংডুবি সহ উত্তরবঙ্গের প্রতিটি সেনাছাউনিতে বাড়তি সর্তকতা অবলম্বনের বার্তা পাঠিয়েছে দিল্লি। বিএসএফের জি ব্রাঞ্চের (গোয়েন্দা বিভাগ) সবক'টি ফ্রন্টিয়ার হেডকোয়ার্টারের আধিকারিকদের প্রতিদিন দিল্লিতে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি ভিনরাজ্য থেকে ব্যবসার নামে ডুয়ার্স ও দার্জিলিং পাহাড়ে আসা বেশকিছু সন্দেহভাজন ব্যক্তির ওপরও নজরদারি চালানো হচ্ছে।

গোয়েন্দাদের সন্দেহ, উত্তর-পূর্ব ভারতে নাশকতার কাজে রোহিঙ্গাদের জঙ্গি সংগঠন আরাকান রোহিঙ্গা সলভেশন আর্মি (এআরএসএ)-কে ব্যবহার করা হতে পারে। উত্তরবঙ্গ হয়ে বাংলাদেশ থেকে তাদের সংগঠনের স্লিপার সেলের সদস্যদের ভারতে ঢোকানোর চেষ্টা শুরু হয়েছে। লস্কর-ই-তৈবার সাহায্যপ্রাপ্ত উত্তর-পূর্ব ভারতের জঙ্গিজোট ইউনাইটেড ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অফ ওয়েস্টার্ন সাউথ-ইস্ট এশিয়া এবং নাগা ন্যাশনাল কাউন্সিল (ফেডেরাল)-এর কার্যকলাপের ওপরও কড়া নজরদারি শুরু করেছেন সেনা গোয়েন্দারা। সেই সূত্রেই তথ্য সংগ্রহে দিল্লি থেকে বিশেষ দল কালিম্পং পাহাড়ে পৌঁছে গিয়েছে।

তকমায় শুধু অসম্মান, অনিশ্চয়তা

প্রথম পাতার পর

পরিদর্শকদের পাঠানো হয়েছে, তা আদালতে দেওয়া গেল না কেন? দেওয়া গেলে তো ৩১ ডিসেম্বর চাকরিটা কেড়ে নেওয়ার অপমান বুকে নিয়ে ছাত্রদের সামনে দাঁড়াতে হত না। এখন কোন নৈতিকতার পাঠ দেবেন এই শিক্ষকরা? যাঁদের নৈতিকতা, মেধাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে শিক্ষা দপ্তর, স্কুল সার্ভিস কমিশন।

যাঁদের নিত্য রাস্তায়, দোকানে, পাড়ায় শুনতে হচ্ছে, মাস্টারমশাই, আপনার চাকরিটা আছে তো! একজন শিক্ষকের, তাঁর যোগ্যতার, তাঁর মেধার প্রতি এর চেয়ে বড় অবিচার আর কী হতে পারে! শিক্ষা দপ্তর শেষপর্যন্ত মুখ বাঁচাতে ভুলে ভরা তালিকা জেলা পরিদর্শকদের পাঠিয়েছে। যেমন কোচবিহার জেলায় মেখলিগঞ্জের ইন্দিরা গার্লস হাইস্কুলের যোগ্য শিক্ষকের তালিকায় ঠাঁই পেয়েছে যে ববিতা সরকারের নাম, আদালতের নির্দেশে বছর দুয়েক আগে তাঁর চাকরি গিয়েছিল।

শিক্ষা দপ্তরের অক্ষমতার, অপদার্থতার নজিরের শেষ নেই। যেমন, মেখলিগঞ্জ হাইস্কুলের যোগ্য শিক্ষক তালিকায় এমন দুজনের নাম এসেছে, যাঁরা কোনওদিন ওই স্কুলে শিক্ষকতা করেননি। তাঁদের নাম, পরিচয় স্কুল কর্তৃপক্ষ জানেই না। উধোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর এরকম উদাহরণ অনেক। ধরে নিতে হবে, এত সব অসংগতি আছে বলেই শিক্ষা দপ্তর যোগ্যদের তালিকা নিজেদের ওয়েবসাইটে দেয়নি। তালিকা প্রকাশ করা যাবে না বলা হয়েছিল সম্ভবত এই কারণে।

ভুল, অসংগতিতে ভর্তি তালিকা প্রকাশ কি কোনও ষড়যন্ত্রের অংশ? এমন অভিযোগ উঠলে অবাক হওয়ার কারণ নেই। কেন? কয়েকটি ঘটনা খেয়াল করুন। যোগ্যদের তালিকা জেলা পরিদর্শকদের কাছে পাঠানো হলেও অযোগ্যদের তালিকা তৈরি হয়নি। শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশে চলতি মাস থেকে শুধু যোগ্য শিক্ষকদের বেতন দেওয়া হবে। কিন্তু অযোগ্য বিবেচিতদের চাকরি আদালত বাতিল করলেও শিক্ষা দপ্তর এখনও তাঁদের বরখাস্ত করেনি।

বরখাস্ত করা না হলে কোন আইনে তাঁদের বেতন বন্ধ করবে সরকার? স্পষ্ট নয় কিন্তু। এই অস্পষ্টতার বেড়াজালে কি কোনও উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে? প্রশ্নটা মনে ঘুরপাক খাওয়া অস্বাভাবিক কি? তাছাড়া বরখাস্ত না হওয়া সত্ত্বেও বেতন বন্ধ করার কারণে অযোগ্য বিবেচিতরা যদি আদালতে যান, তাহলে আবার সব ঘেঁটে ঘ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অযোগ্যতা কীসের ভিত্তিতে, তা নিয়েও ধন্দ তো কম নয়।

নিজেদের যোগ্য ধরে নিয়ে যাঁরা ক'দিন ধরে স্কুল সার্ভিস কমিশনের দপ্তরে ধর্না দিচ্ছিলেন, জেলা পরিদর্শকদের পাঠানো তালিকায় তাঁদের অনেকের নাম নেই। যেমন আন্দোলনের অন্যতম মুখ চিন্ময় মণ্ডল। ফলে আন্দোলনে ভাঙন ধরেছে। ভিড় কমতে থাকায় শেষপর্যন্ত ধর্না তুলে নেওয়া হল। কেউ কেউ ইতিমধ্যে স্কুলে যোগ দিয়েছেন। কেউ কেউ দেবেন। ডিসেম্বরের পর চাকরি না থাকার শর্তেই কাজে যোগ দিচ্ছেন তাঁরা। জুনিয়ার ডাক্তারদের মতো শিক্ষকদের আন্দোলনও দিশাহীনতায় ভুগছে।

চাকরিতে যোগ না দিলে ১০ মাসের বেতনটুকুও মিলবে না যে। তখন আম যাবে, ছালাও যাবে। স্কুলে যোগ দিলে অবশ্য ১০ মাসের চাকরিটাই শুধু নিশ্চিত। তারপর সব অন্ধকার! তাহলে কোন পথে যাবেন শিক্ষকরা? যাঁদের আমরা সমাজের মেরুদণ্ড বলি, তাঁদের শিরদাঁড়া ঘোর অনিশ্চয়তায় ঝুঁকে যাচ্ছে। অথচ প্রচার করা হচ্ছে, আপাতত স্বস্তি। আরে, কোন স্বস্তি, কীসের স্বস্তি বলুন তো?

হতে পারে স্কুল কর্তৃপক্ষের স্বস্তি। শিক্ষক সংকট থেকে আপাতত রেহাই মিলবে। শিক্ষকের অভাবে অন্তত পঠনপাঠন বন্ধ হয়ে যাবে না। কিন্তু অনিশ্চয়তার দোলাচলে থাকা শিক্ষকদের তো স্বস্তি নেই। দু'দিন পর জীবিকা থাকবে না জেনে কেউ কি স্বস্তিতে থাকতে পারে! একবার নিযুক্ত হওয়ার পর যাঁদের আবার বলা হয়, পরীক্ষা দিয়ে আবার মেধার প্রমাণ দিতে হবে, তাঁদের আবার স্বস্তি কীসের!

স্বস্তি হতে পারে শিক্ষা দপ্তরের, স্কুল সার্ভিস কমিশনের, সর্বোপরি সরকারের। যারা জেলা স্কুল পরিদর্শকদের কাছে তালিকা পাঠিয়ে দিয়ে আন্দোলনটা ঝিমিয়ে দিতে পারল। গণ অসন্তোষের গোড়ায় জল ঢেলে দিতে পারল। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে তারাই শুধু স্বস্তির সওদা করার সুযোগ পেল!

টুকরো খবর

প্লাস্টিক বর্জন

পতিরাম, ২৫ এপ্রিল : পতিরাম পঞ্চায়েতকে নিষিদ্ধ ক্যারিব্যাগের ব্যবহার থেকে মুক্ত করতে এক সভা হল পঞ্চায়েত অফিসে। সভায় পঞ্চায়েতের ১৯টি সংসদের ২১ জন সদস্য ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্বনির্ভর দলের বহু সদস্য, ভিআরপি, সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট দপ্তরের তরফে ডিস্ট্রিক্ট কোঅর্ডিনেটর এবং পঞ্চায়েতের অন্য কর্মচারীরা। সভায় বক্তব্য রাখেন পঞ্চায়েত প্রধান পার্থ ঘোষ, উপপ্রধান পূর্ণিমা মণ্ডল সহ অন্যান্যরা।

মন্দিরে অনুষ্ঠান

বুনিয়াদপুর, ২৫ এপ্রিল : বংশীহারী ব্লকের কুশুম্বায় ভারত সেবাশ্রম সংঘ অনুমোদিত কুশুম্বা হিন্দু মিলন মন্দিরের দুই দিনব্যাপী পুজো, আরতি, কীর্তন এবং ভাগবত পাঠ অনুষ্ঠিত হল। শুক্রবার ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দজি মহারাজের পুজো, শিবপুজো এবং শ্রীকৃষ্ণের পুজো ও আরতি শেষে উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

টেন্ডার সম্পূর্ণ

কুশমণ্ডি, ২৫ এপ্রিল : কুশমণ্ডি ব্লকে নতুন তিনটি রাস্তার অনুমোদন দিল উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। কুশমণ্ডির বিধায়ক রেখা রায় জানান, 'করঞ্জি পুকুর যাত্রী প্রতীক্ষালয় থেকে পালশাহার, মিরাপাড়া থেকে তেঁতুলপুকুর ও ছাইতন তোলার রাস্তার অনুমোদন পাওয়া গেছে। টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হলেই রাস্তার কাজ শুরু হবে।'

পরিদর্শন

হরিরামপুর, ২৫ এপ্রিল : হরিরামপুর ব্লকের বৈরহাট্টা পুন্ডরী সৈয়দপুর শিরশি গোকর্ণ সহ বাগিচাপুর পঞ্চায়েতের একাধিক মানুষ আবাস যোজনার ঘরের টাকা পেলেও এখনও ঘরের কাজ সম্পন্ন করেননি। আবার অনেকে নামমাত্র ইটের গাঁথনি করে কাজ বন্ধ রেখেছেন। কাজ সম্পন্ন করার বার্তা দিতে শুক্রবার হরিরামপুরের বিডিও অত্রী চক্রবর্তী পৌঁছে গেলেন।

শিবির

বালুরঘাট, ২৫ এপ্রিল : রক্ত সংকট দূর করতে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করল দক্ষিণ দিনাজপুর ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স ফোরাম। শুক্রবার বালুরঘাট ব্লাড সেন্টারে আয়োজিত এই শিবিরে একজন মহিলা সহ মোট ১৫ জন রক্তদান করেন।

তীব্র তাপপ্রবাহেও কর্তব্যে অবিচল। শুক্রবার গাজোলে। - পঙ্কজ ঘোষ

খুদের শিল্পশৈলীতে সম্প্রীতির বার্তা

বিধান ঘোষ

হিলি, ২৫ এপ্রিল : ধর্ম যখন কর্কশ স্বরে বলে 'রাস্তা ছাড়ো', তখন কি তাকে রাস্তা ছেড়ে দেয় বিজ্ঞান? না, ছেড়ে দেয় না। জেদ বাড়ে ধর্মেরও। দোকানপাট ভাঙচুর করে, বসতি জ্বালিয়ে, জনজীবন ছারখার করে রাস্তার অধিকার আদায় করে নিতে চায় সে। আর তারপর? ভয় পেয়ে রাস্তা ছেড়ে দিই আমরা উন্মত্ত ধর্মের ষাঁড়কে? না! তখনও রাস্তা ছাড়ি না আমরা। বিজ্ঞানের পাশে এসে দাঁড়ায় তখন আমাদের সংস্কৃতি, শিক্ষা, সুচেতন শিল্পচেতনা।

সেই ধর্মের ষাঁড়ের চোখে চোখ রেখে বার্তা দিই আমরা, 'রাস্তা কারও একার নয়'। ভাবছেন কীভাবে, তাই তো? ঠিক যেভাবে বার্তা দিল খুদে নৃত্যশিল্পী নাফিসা। শুক্রবার দুপুরে হিলি থানার একটি সরকারি অনুষ্ঠানে নাচের অনুষ্ঠানে অংশ নেয় ওই চতুর্থ শ্রেণির নাবালিকা। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের তালে উগ্র ভৈরবী নৃত্য।

নাবালিকা নৃত্যশিল্পী নাফিসা আহমেদ।

কপালে লাল তিলক, পায়ে আলতা, গলায়-হাতে রুদ্রাক্ষের মালা, পরনে গেরুয়া বসন। ঠিক যেন এক খুদে সন্ন্যাসিনী। কখনও ধূপতি আবার কখনও চামর সহযোগে তার নাচের মূর্ছনায় মুগ্ধ দর্শকরা।

এদিন ওই খুদে পড়ুয়ার নাচ যেন ধর্মীয় হানাহানির ঊর্ধ্বে সমাজে এক অভূতপূর্ব সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে গেল। নাফিসা আহমেদের কথায়, 'আমার নাচ ভীষণ ভালো লাগে! আগামীদিনেও নাচ করে যেতে চাই। বড় হয়ে শিক্ষকদের মতো নৃত্যশিল্পী হতে চাই।'

প্রসঙ্গত, এর আগেও পতিরাম, বালুরঘাটে একাধিক নাচের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছে সে। তবে শুধু নাচই নয়, গানও শেখে নাফিসা। নাফিসার মা পেশায় শিক্ষিকা মেহেবুবা ইয়াসমিনের কথায়, 'আমাদের পরিবার সংস্কৃতিমনস্ক। আমরা কখনও ধর্মকে সংস্কৃতির সঙ্গে মিশিয়ে দিইনি। মেয়ে নাচ-গান শেখে। অনেকে অনেক কথা বলে, কিন্তু সেসব আমরা গুরুত্ব দিই না। ও যতদূর পারবে করুক, আমরা ওর পাশে রয়েছি।'

র‌্যাশনে বেনিয়ম খতিয়ে দেখার নির্দেশ

প্রকাশ মিশ্র

মালদা, ২৫ এপ্রিল : ওটিপি দিয়ে র‌্যাশনসামগ্রী তোলায় প্রথম সারিতে রয়েছে মানিকচক। এই প্রবণতা মানিকচকে বাড়ছে কেন, কোনও বেনিয়ম রয়েছে কি না– সেই বিষয়ে খাদ্য দপ্তরকে খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিলেন জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া।

বৃহস্পতিবার জেলা প্রশাসনিক ভবনে খাদ্য দপ্তরের পর্যালোচনা বৈঠকে ওটিপি প্রসঙ্গ উঠে আসে। দেখা যায়, সমগ্র জেলায় প্রায় চোদ্দো হাজার গ্রাহক ওটিপি দিয়ে র‌্যাশনসামগ্রী তুলেছেন। তার মধ্যে এককভাবে মানিকচক ব্লকে এই সংখ্যা প্রায় ৩০০০। এখানেই উঠছে প্রশ্ন।

জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া বলেন, 'খুব প্রয়োজন ছাড়া ওটিপির ব্যবহার যেন সীমিত রাখা হয়, এ ব্যাপারে খাদ্য দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মানিকচকের মতো আরও যেখানে বেশি ওটিপি ব্যবহৃত হয়েছে তার কারণ খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে। সরকার নির্ধারিত সহায়ক মূল্যে বোরো ধান কেনা শুরু হবে। কোথাও কোনও অভিযোগ উঠলে তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

মানিকচক

ওটিপি ব্যবহার করে র‌্যাশন দ্রব্যাদি তোলার ক্ষেত্রে বেনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। অনেক সম্পন্ন গ্রাহক র‌্যাশনের দ্রব্যাদির বিনিময়ে নগদ টাকা নিয়ে নেন। মালদায় এই প্রবণতা রয়েছে কি না তার হালহকিকত খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন জেলা শাসক। বৃহস্পতিবারের বৈঠকে সেই রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা হয়। তাতে দেখা যায়, ওটিপির প্রবণতা মানিকচকে সবচেয়ে বেশি। র‌্যাশন ডিলারদের যুক্তি, বায়োমেট্রিক যে মেশিন দেওয়া হয়েছে সেটা ২০১৯ সালের। আধুনিকীকরণ না হওয়ায় অনেক সময় কাজ করে না। ওটিপির মাধ্যমে র‌্যাশন দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে প্রশাসনের পালটা যুক্তি, বায়োমেট্রিক মেশিন খারাপ হলে জেলার সর্বত্র হওয়ার কথা। যেখানে রতুয়ায় মাত্র ৫০টি ক্ষেত্রে ওটিপি ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে মানিকচকে এত বেশি কেন?

জেলা শাসক বলেন, 'গত তিন বছরে মালদায় প্রায় ১০ লক্ষ ভুয়ো র‌্যাশন কার্ড বাতিল হয়েছে। এখন জনসংখ্যা ও র‌্যাশন কার্ডের সংখ্যা সমানুপাতিক রয়েছে।' এদিকে ২ মে থেকে সহায়ক মূল্যে চাষিদের কাছ থেকে বোরো ধান কেনা হবে বলে জানিয়েছেন অতিরিক্ত জেলা শাসক (খাদ্য) শেখ আনসার আহমেদ।

ঘরছাড়া বৃদ্ধা

প্রথম পাতার পর

বাড়ি থেকে মারধর করে বের করে দেওয়া হয়েছিল। তবে সেই সময় প্রতিবেশীদের হস্তক্ষেপে তাঁদের ঘরে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। বৃদ্ধ মৃণালকান্তি লাহা বলেন, 'এমনিতেই নানা কারণে আমাদের উপরে অত্যাচার চালায় ছেলে-বৌমা। তার মধ্যে সম্পত্তি লিখে দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে। তাতে রাজি না হওয়ায় মেরে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে।' বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস বলেন, 'ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।'

একই পরিস্থিতির শিকার মানিকচক থানার নাজিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হরিপুর গ্রামের বাসিন্দা স্বামীহারা বৃদ্ধা ফাল্গুনী মণ্ডল। তাঁর তিন ছেলে ও এক মেয়ে। বিবাহবিচ্ছিন্না মেয়ে বৃদ্ধা মায়ের সঙ্গে থাকে। স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকেই তাঁর নামে থাকা জমি ছেলেরা নিজেদের নামে করতে মাকে চাপ দিতে শুরু করে। জমিটুকু ছেলেদের নামে না করায় প্রতিনিয়ত মানসিক চাপের মধ্যে থাকতে হত বৃদ্ধা মাকে। শেষমেশ নিজের নামে থাকা জমির কিছু অংশ রেখে তিনি ছেলে ও এক মেয়ের নামে জমি ভাগ করেন। ব্যাপক মারধর করে মা ও বিবাহবিচ্ছিন্না বোনকে বাড়ি থেকে বের করল বিধবার গুণধর ছেলে ও বৌমারা। ছেলেদের মারধরে রক্তাক্ত অবস্থায় মানিকচক থানার দ্বারস্থ হন বৃদ্ধা বিধবা মা। দুই ছেলে ও বৌমাদের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মানিকচক থানায়। অভিযোগ পেয়ে তড়িঘড়ি পদক্ষেপ নেয় পুলিশ। বৃদ্ধা মা ও তাঁর মেয়েকে বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে মানিকচক থানার পুলিশ। তবে পুলিশ যেতেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। আবারও মারধর করে মা ও বোনকে বাড়ি থেকে বের করে দেয় বিধবার ছেলে ও বৌমারা। এবার কঠোর পদক্ষেপ নেয় মানিকচক থানার পুলিশ। এই ঘটনায় বৃদ্ধার এক ছেলেকে আটক করে পুলিশ। তবে এখনও ছেলে বৌমাদের আপত্তিতে বিধবা বৃদ্ধা ও তাঁর মেয়ের ঠাঁই হয়নি নিজ বাড়িতে।

বাড়িতে বুলডোজার

প্রথম পাতার পর

কাশ্মীরেও যৌথ বাহিনীর অভিযানের তীব্রতা বেড়েছে। বারামুলা, উধমপুর ও বান্দিপোরায় সেনা-জঙ্গি সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। বান্দিপোরার জঙ্গলে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে লস্করের শীর্ষস্থানীয় কমান্ডার আলতাফ লাল্লির মৃত্যু হয়েছে। জঙ্গিদের গুলিতে আহত হয়েছেন ২ পুলিশকর্মী। ওই এলাকায় আরও জঙ্গি লুকিয়ে রয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। এদিন রাতেও ঘন জঙ্গলে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে সেনা-পুলিশের যৌথ বাহিনী। শুক্রবার কাশ্মীরে পৌঁছেছেন সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী। শ্রীনগরে জম্মু ও কাশ্মীরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে শীর্ষ সেনাকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন তিনি।

রাষ্ট্র চাইলে

প্রথম পাতার পর

পেছনের দিকে চলে গেলাম।

আর এসবের মধ্যে গোটা দেশবাসীর কাছে আমরাই খারাপ হচ্ছি। আমরা সব দিক দিয়েই যেন খারাপ। কাশ্মীর যেন এখন গোটা দেশের কাছে কলঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। পহলগামকে আমরা 'মিনি সুইৎজারল্যান্ড' বলে থাকি। ওই জঙ্গিরা তো সীমান্ত পেরিয়েই এসেছে। সীমান্তরক্ষীদের আরও সতর্ক থাকা প্রয়োজন ছিল। যে জায়গায় ওই আক্রমণ হয়েছে, সেটা অনেকটাই উঁচু জায়গা। সেখানকার চেক পয়েন্ট অনেকটা দূরে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, শিলিগুড়ি জঙ্গি আক্রমণের ওই জায়গা হলে, দুধিয়া হল চেক পয়েন্ট। জঙ্গিরা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এসে হামলা করেছে।

ঘটনার পর থেকে হিন্দু-মুসলিম নিয়ে যে তর্জা শুরু হয়েছে, সেটা আরও বেদনাদায়ক। একটা বিষয় সকলের বোঝা উচিত, এই হামলা হিন্দুর ওপর নয়, এই হামলা মনুষ্যত্বের ওপর। আমরা কাশ্মীরিরা হিন্দু-মুসলিম বুঝি না। আমরা ওখানে একই থালায় খাবার খাই। অনেকে বলেন, আমাদের ওখান থেকে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের তাড়ানো হয়েছে। এটাও জঙ্গিরাই করেছিল। আমরা কাশ্মীরিরা তখনও কাশ্মীরি পণ্ডিতদের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলাম। সত্যি কথা বলতে, জঙ্গি হামলার কথা ভাবতেই চোখে জল আসছে। এখন সবকিছুই সরকারের হাতে। কাশ্মীরের সবাই আমরা রাস্তায় রয়েছি। আমাদের সবার মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। সরকার ওই জঙ্গিদের বিনাশ করুক। ফের সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হোক।

অনুলিখন : শমিদীপ দত্ত

জলে হাঁড়ি ভাঙার খেলা। বালুরঘাটের আত্রেয়ীতে। ছবিটি তুলেছেন মাজিদুর সরদার।

দুই ওয়ার্ডের সীমানায় আবর্জনা সংগ্রহে প্রশ্ন

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ২৫ এপ্রিল : এক ওয়ার্ডে কর্মরত পাশের ওয়ার্ডের নোংরা তুলতে অস্বীকার করায় শুক্রবার সাতসকালে সাফাইকর্মীদের সঙ্গে তীব্র বচসায় উত্তেজনা ছড়াল মালদা শহরের বিবিগ্রামে। আবর্জনা তোলার গাড়ি আটকে তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়েন ১৬ ও ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের সীমানায় থাকা বাসিন্দারা। যদিও পরে কাউন্সিলার উদয় চৌধুরীর হস্তক্ষেপে নোংরা তুলে নিতে বাধ্য হন সাফাইকর্মীরা।

ইংরেজবাজার পুরসভা এলাকার প্রায় প্রতিটি ওয়ার্ডের সীমানায় বসবাসকারী বাসিন্দাদের পুর পরিষেবা নিয়ে চরম হয়রানির শিকার হতে হয়। বিশেষ করে ড্রেন, রাস্তা সংস্কার কিংবা সাফাইকর্মীদের আবর্জনা সংগ্রহের দায় নিয়ে বিপাকে পড়তে হয় সাফাইকর্মী সহ স্থানীয় বাসিন্দাদের। শহরে ২ ওয়ার্ডের বর্ডার লাইনের রাস্তাগুলো বেশিরভাগই খারাপ। এক্ষেত্রে পরিষেবার দায় কোনও কাউন্সিলারই নিজেদের ঘাড়ে নিতে চান না। যার ফল হাতেনাতে ভুগতে হয় ওইসব এলাকায় বসবাসকারীদের।

অভিযোগ, সাফাইকর্মীদের বাড়ি বাড়ি থেকে বর্জ্য সংগ্রহ নিয়ে শুক্রবার সমস্যার সৃষ্টি হয় বিবিগ্রাম এলাকায়। ১৬ ও ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের বর্ডার লাইন বিবিগ্রাম-পিঁয়াজি মোড়ের রাস্তা। দুই ওয়ার্ডের সাফাইকর্মীরা সকালে বর্জ্য সংগ্রহ করতে হুইসেল বাজিয়ে রাস্তা দিয়ে যান। এক্ষেত্রে দু'পারের মানুষ এটা দেখে না যে কোন ওয়ার্ডের বর্জ্যের গাড়ি। সাফাইকর্মীরা কিছুটা গড়িমসি করলেও বর্জ্য নিয়ে আসলে কাউকে ঘুরিয়ে দেন না।

এদিন সকালে ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের সাফাইকর্মীরা ট্রিপার ভ্যান নিয়ে এই রাস্তায় গেলে এলাকার মানুষ তাঁদের জমাকৃত বর্জ্যের বালতি নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। এই সময় দু-একটি পরিবার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে বাস করেন। অভিযোগ, সেই সময় সাফাইকর্মী ও জমাদাররা ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের নোংরা সংগ্রহ করতে অস্বীকার করেন। আর তাতেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে ট্রিপার ভ্যান আটকে প্রতিবাদ করতে শুরু করেন এলাকাবাসীরা।

পরিস্থিতি বেগতিক বুঝতে পেরে জমাদার ফোন করেন কাউন্সিলার উদয় চৌধুরীকে। পরে কাউন্সিলারের হস্তক্ষেপে সমস্যার সমাধান হয়।

গৃহবধূ ববি বিবির অভিযোগ, 'আমরা ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা হলেও দুই ওয়ার্ডের সীমানায় বাস করি। যখন আমাদের ওয়ার্ডের বর্জ্যের গাড়ি এই পথে আসে তখন ওপারের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা আবর্জনা নিয়ে এলে তাঁদের ফেরত পাঠান না। কিন্তু ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের সাফাইকর্মীরা অত্যন্ত অভদ্র। তাঁরা আমাদের কথা শোনায়। কেন তাঁরা এমন করবে? ১ টাকা করে জঞ্জাল কর নিচ্ছে পুরসভা। তাহলে যে ওয়ার্ডের গাড়ি থাকুক না কেন, জঞ্জাল সবার নিতে হবে? আমরা কি পুরসভার বাইরের?'

এই প্রসঙ্গে ১৭ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার শুভময় বসুর সাফাই, 'বর্ডার এলাকাগুলিতে এমন ঘটনা ঘটছে। এক্ষেত্রে মিলেমিশে কাজ করা উচিত। আমার ওয়ার্ডের সাফাইকর্মীদের বলা আছে কাউকে যেন না ফেরানো হয়। বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করে সমস্যা মিটিয়ে নেব।'

সাফাইকর্মীদের সঙ্গে বচসায় বাসিন্দারা। - সংবাদচিত্র

সংকটকালে পরিত্রাতা হাসপাতালের কর্মী

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ২৫ এপ্রিল : সবে সবে সন্ধে হয়েছে। বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে এক বৃদ্ধ তখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা দিচ্ছেন। তাঁর দরকার ছিল 'ও' নেগেটিভ গ্রুপের রক্ত। এই গ্রুপের রক্ত বিরল। অথচ এই গ্রুপের রক্ত না হলে বৃদ্ধকে বাঁচানো যাবে না। নাতি পাগলের মতো ছুটে বেড়াচ্ছেন। অবশেষে রাতে পাওয়া গেল রক্ত। এগিয়ে আসেন হাসপাতালের মেডিকেল টেকনিসিয়ান। প্রাণ বাঁচল বৃদ্ধের। স্বস্তিতে নাতি এবং বৃদ্ধের পরিবার।

'ও' নেগেটিভ গ্রুপের রক্তের দরকার ছিল ৯০ ঊর্ধ্ব দেবব্রত মহন্তের। বাড়ি বালুরঘাট ক্লাব সংলগ্ন এলাকায়। রক্তাল্পতায় আক্রান্ত বৃদ্ধকে নিয়ে পরিবার বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পৌঁছায়। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাঁর রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ নেমে আসে ৪.৫-এ। দাদুকে বাঁচাতে চারিদিকে হন্যে হয়ে রক্তের জন্য ঘুরছিলেন নাতি সৌভিক মহন্ত। হাসপাতালে তখন ওই ব্লাড গ্রুপের রক্ত মজুত ছিল না। খবরটি পায় 'পথের দিশা'। তারা সঙ্গে সঙ্গে রক্তদাতার খোঁজে আবেদন রাখেন। নজরে পড়ে হাসপাতালের মেডিকেল টেকনিসিয়ান অরিজিত সাহার। বৃদ্ধকে বাঁচাতে তিনি রক্তদানে এগিয়ে আসেন।

অরিজিত সাহা বলেন, 'আমার ডিউটি ছিল সন্ধ্যায়। খবর পাই দেবব্রত মহন্তের হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে আসে ৪.৫-এ। দরকার ছিল 'ও' নেগেটিভ গ্রুপের রক্ত। আমার রক্তের গ্রুপও একই। দেবব্রতর জন্য রক্তদান করতে মনকে রাজি করাই। রক্ত দিয়ে আবার নিজের কাজে যোগ দিয়েছি।' অরিজিত সাহার আবেদন, 'রক্তসংকট মেটাতে সবাই স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসুক। এটাই চাই।'

মানোন্নয়নে উদ্যোগী সাংসদ

রায়গঞ্জ, ২৫ এপ্রিল : উত্তর দিনাজপুর জেলার রাধিকাপুর স্টেশন থেকে ইসলামপুরের আলুয়াবাড়ি স্টেশন পর্যন্ত রায়গঞ্জ লোকসভার অন্তর্গত প্রতিটি স্টেশনের মানোন্নয়নে সচেষ্ট হলেন সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পাল। অসমের মালিগাঁওতে গিয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তবের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। রায়গঞ্জ লোকসভার প্রতিটি স্টেশনের সার্বিক উন্নয়ন সহ চলমান অমৃত ভারত যোজনার কার্যাবলী, কিছু স্টেশনে চলমান সিঁড়ি, আন্ডারপাস নির্মাণ, ফ্লাইওভার নির্মাণ সহ বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন তিনি।

অল্পের জন্য রক্ষা, পড়ুয়াদের বিক্ষোভ

চাঙড় ভাঙল মালদা মেডিকেলে

হরষিত সিংহ

মালদা, ২৫ এপ্রিল : চারতলার ঝাঁ চকচকে ভবনে। বয়স মাত্র দুই বছর। তবুও থাকতে ভয়, আতঙ্কে। ভবন ছাড়তে চাইছেন ছাত্রীরা। কারণ মাত্র দুই বছরের ভবনের চাঙড় ভেঙে পড়ছে মাঝেমধ্যেই। ব্যালকনি থেকে ঘর সর্বত্রই এমন পরিস্থিতি। কখন কোথায় ভেঙে পড়বে এই আতঙ্কই এখন তাড়া করছে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মেন গার্লস হস্টেলের আবাসিকদের।

আবাসিকদের অভিযোগ, বারবার মেডিকেল কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও কোনও সমাধান হয়নি। অবশেষে দ্রুত সমস্যার সমাধানের দাবি জানিয়ে অধ্যক্ষের অফিসের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করলেন পড়ুয়ারা। পড়ুয়াদের দাবি, কর্তৃপক্ষকে লিখিত সমস্যার সমাধান ও নিম্নমানের কাজের তদন্তের আশ্বাস দিতে হবে।

অভিযোগ প্রসঙ্গে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায় বলেন, 'কয়েক জায়গায় সিলিং ভেঙে পড়েছে। আমি পরিদর্শন করেছি। ওই ভবনের ছাত্রীদের অন্যত্র থাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে জানানো হয়েছে। সংস্কারের জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।'

মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ছাত্রীদের থাকার জন্য নতুন হস্টেল ভবন তৈরি হয়েছে। ২০২৩ সালের ২৬ এপ্রিল নবনির্মিত এই হস্টেলের উদ্বোধন হয়। এখনও চারতলা বিশিষ্ট ভবনটি বাইরে থেকে দেখতে চকচকে। ১২৫ জন এই হস্টেলে থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। বর্তমানে ভবনটির চারতলায় প্রায় ৪০ জন ছাত্রী থাকেন। গত কয়েকদিন ধরেই মাঝেমধ্যে চারতলায় চাঙড় খসে খসে পড়ছে। এই নিয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে রয়েছে ছাত্রীদের মধ্যে।

বৃহস্পতিবার রাতেও এক ছাত্রী অল্পের জন্য বেঁচে যান। তার পেছনেই ভেঙে পড়ে চাঙড়। এই নিয়ে তিনি আতঙ্কে রয়েছেন। দেবলিনা খাঁ নামে ওই ছাত্রীর অভিযোগ, 'কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধান। একটু পিছনে থাকলে আমার মাথার উপর চাঙড় পড়ত। রাত থেকেই আতঙ্কে রয়েছি। নিম্নমানের কাজ হয়েছে আমাদের হস্টেলে।'

শুধুমাত্র মেন গার্লস হস্টেল নয়। প্রথম বর্ষের ছাত্রীদের পুরোনো হস্টেলটিতেও একাধিক সমস্যা রয়েছে। শৌচালয় সমস্যা রয়েছে। বারবার কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও সমস্যা সমাধান হয়নি বলে অভিযোগ ছাত্রীদের একাংশের।

ছাত্রীদের অভিযোগ, নিম্নমানের কাজ হয়েছে। একাধিক সময় দেওয়ালের প্লাস্টার খসে পড়ছে। খসে পড়া ভাঙা অংশে বালির পরিমাণ বেশি। সিমেন্ট একেবারেই দেওয়া হয়নি। চারতলা ভবনে নিম্নমানের কাজ হয়েছে। এই ভবনে আতঙ্কের মধ্যেই কাটাতে হচ্ছে ছাত্রীদের।

ছাত্রছাত্রীরা এদিন দুপুর থেকে বিক্ষোভ শুরু করে। তাঁদের অভিযোগ, এর আগে একাধিকবার কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। বারবার মৌখিক আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এবার তাঁরা আর কোনও মৌখিক আশ্বাস নয়, লিখিত আশ্বাসের দাবি তুলেছেন। বিক্ষোভকারীরা দাবি করতে থাকেন, নিম্নমানের কাজ হয়েছে তাই খসে পড়ছে চাঙড়। তদন্তের দাবিও তোলেন তাঁরা।

জমি বিক্রয়

আমি পরমেশ্বর হাঁসদা গ্রাম চন্ডিপুর পোস্ট মহিপাল থানা কুশমন্ডির বাসিন্দা। আমার নিম্ন উল্লিখিত কুশমন্ডি ব্লকের উদয়পুর পঞ্চায়েতের আয়রা মৌজার জে.এল নম্বর - ১৮৭, প্লট নম্বর ১৩৫ ও ১৩৭ , পরিমাণ ১ একর ১৩ শতক জমি বিক্রি করব। ইচ্ছুক আদিবাসী সম্প্রদায় ভুক্ত কোন ব্যক্তি, জমি ক্রয়ের জন্য এক মাসের মধ্যে যোগাযোগ করুন। মো: 9733305907।

(M-115345)

অ্যাফিডেভিট

আমি Md. Serajul Islam, পিতা Sato Sk. গ্রাম- কুশাবাড়ি, পোঃ- জামিরঘাটা, থানা- কালিয়াচক, জেলা- মালদা। আমার পাসপোর্টে (যার নং- M 3858524, তাং 24/11/2014) আমার নাম ভুল থাকায় গত 26/04/2023 তারিখে মালদা ১ম শ্রেণি J.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Serajul Sekh থেকে Md. Serajul Islam করা হইল। যা এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

(M-114078)

আমি Mariyum Bibi, W/o Md. Serajul Islam, গ্রাম- কুশাবাড়ি, পোঃ- জামিরঘাটা, থানা- কালিয়াচক, জেলা- মালদা, আমার পাসপোর্টে (যার নং M 3858523, Dt- 24/11/2014) আমার ও স্বামীর নাম ভুল থাকায় গত 22/04/25 তারিখে মালদা ১ম শ্রেণি J.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Mariyum থেকে Mariyum Bibi ও স্বামী Serajul থেকে Md. Serajul Islam করা হইল।

(M-114079)

রাস্তা সংস্কারে বরাদ্দ ১০ কোটি টাকা

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২৫ এপ্রিল : রায়গঞ্জ শহরের অধিকাংশ রাস্তা খানাখন্দে ভরা। ওই বেহাল রাস্তা দিয়ে যাতায়াত দুস্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাঝেমধ্যেই টোটো, বাইকের যন্ত্রাংশ বিকল হয়ে পড়ছে। যা নিয়ে দীর্ঘদিন থেকেই অসন্তোষ তৈরি হয়েছে রায়গঞ্জবাসীর মধ্যে। আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচন। তাই তার আগেই বেহাল রাস্তাগুলির হাল ফেরাতে উদ্যোগ নিয়েছে রায়গঞ্জ পুরসভা। পুরসভার ২৭টি ওয়ার্ডেই কমবেশি রাস্তা খারাপ। রাস্তাগুলির গুরুত্ব বিচার করে ১৬টি ম্যাস্টিক রোডের কাজ শুরু হয়েছে শহরজুড়ে। এজন্য বরাদ্দ হয়েছে প্রায় ১০ কোটি টাকা। পুরকর্তৃপক্ষ আশাবাদী, আগামী পুজোর আগেই রাস্তার কাজ শেষ হবে শহরে।

প্রাথমিক পর্যায়ে যে রাস্তাগুলির সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে সেগুলো হল, বীরনগর জিএসফি স্কুল থেকে ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা মোড়। রেলস্টেশনের ২ নম্বর প্ল্যাটফর্ম সংলগ্ন এলাকা থেকে ইন্দিরা গান্ধি অতিথি নিবাস। মধ্য মোহনবাটি বাজারের পশ্চিম দিক থেকে এলআইসি মোড় এবং শাস্ত্রী সংঘ ক্লাব থেকে পুরোনো ৩৪ নং জাতীয় সড়ক। এছাড়া বন্দর কালীবাড়ি রোড থেকে স্কুল রোড, উকিলপাড়া লেদার হাউস থেকে পিরপুকুর এবং দেবীনগর গয়ালাল স্কুলের মোড় থেকে বৈশালী ক্লাবগামী রাস্তা।

রায়গঞ্জ পুরসভা

পুরকর্তৃপক্ষের আরও দাবি, আগামীতে রায়গঞ্জ শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডের পাশাপাশি ইন্দিরা কলোনি ও উকিলপাড়ার ১০, ১১, ১৩, ১৯, ২০, ২২, ২৭ নম্বর ওয়ার্ড সহ আরও বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে রাস্তা সংস্কার করবে পুরসভা। নেতাজিপল্লির বাসিন্দা আশিস সরকারের অভিযোগ, 'আমাদের এলাকায় ড্রেন এবং রাস্তাঘাটের অবস্থা খুব খারাপ। বর্ষা নামলে যাতায়াত করা যায় না। রাস্তা ও ড্রেনের কাজ বর্ষার আগে শেষ না হলে ডুবতে হবে।'

দেবীনগরের বাসিন্দা পুলক দাসের দাবি, ভারত সেবাশ্রম সংঘ থেকে মহারাজা হাইস্কুল পর্যন্ত ম্যাস্টিক রাস্তা খুবই প্রয়োজন। কারণ, এই রাস্তা দিয়ে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বহু মানুষ যাতায়াত করেন।'

শম্ভু দাস, আনন্দ রায় সহ বেশ কয়েকজন টোটোচালকের অভিযোগ, রাস্তা খারাপ থাকায় মাঝেমধ্যে গাড়ির যন্ত্রাংশ বিকল হয়ে যায়। তাই যাত্রী পেয়েও ভাড়া ছেড়ে দিতে হয়। রাস্তা খারাপের জন্য আমরা নাজেহাল হই, তেমনি যাত্রীরাও নাজেহাল হচ্ছেন।'

রায়গঞ্জ পুরসভার চেয়ারপার্সন সন্দীপ বিশ্বাস জানিয়েছেন, 'রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে রাস্তার শুরু হয়েছে। রায়গঞ্জের মানুষ উপকৃত হবেন। আগামী ২ মাসের মধ্যে রায়গঞ্জ শহরবাসীকে এই ম্যাস্টিক রোডগুলি উপহার দেওয়া যাবে।'

চলন্ত বাসে ধোঁয়া

গঙ্গারামপুর, ২৫ এপ্রিল : চলন্ত গাড়ি থেকে ধোঁয়া বেরানোর ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। প্রাণ বাঁচাতে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল যাত্রীদের মধ্যে ঘটনাটি ঘটেছে গঙ্গারামপুরে। শুক্রবার দুপুরে বুনিয়াদপুরের দিক থেকে বালুরঘাটে যাচ্ছিল যাত্রীবোঝাই একটি সরকারি বাস। বাসটি গঙ্গারামপুর শহরের কালীতলায় আসতে ইঞ্জিন থেকে ধোঁয়া বের হতে থাকে। বিষয়টি চালকের নজরে আসতে গাড়ি বন্ধ করে দেন। গাড়ি থেকে ধোঁয়া বের হতে প্রাণ বাঁচাতে যাত্রীরা বাস থেকে নামতে হুড়োহুড়ি শুরু করে দেন। বেশ কিছুক্ষণ পর ধোঁয়া বেরোনো বন্ধ হলে স্বস্তি পান যাত্রীরা। পুনরায় গন্তব্যস্থলের দিকে রওনা হয় বাসটি।

নিত্যনন্দ বর্মন নামে এক যাত্রী বলেন, 'বুনিয়াদপুর থেকে বালুরঘাটে যাচ্ছিলাম। কালদিঘি এলাকায় ইঞ্জিন থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। প্রাণ বাঁচাতে হুড়হুড়িয়ে নেমে পড়ি। তবে বড় কোনও অঘটন ঘটেনি।'

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ মালদা মেডিকেল কলেজ

এ পজিটিভ	-	২১
এ নেগেটিভ	-	১
বি পজিটিভ	-	২৭
বি নেগেটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	১৫
এবি নেগেটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	৩২
ও নেগেটিভ	-	০

(এই সংখ্যা লোহিত রক্ত কণিকার)

■ রায়গঞ্জ মেডিকেল

এ পজিটিভ	-	০
এ নেগেটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	০
বি নেগেটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	০
ও নেগেটিভ	-	০

■ বালুরঘাট হাসপাতাল

এ পজিটিভ	-	৩
এ নেগেটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	০
বি নেগেটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	৪
ও নেগেটিভ	-	০

মালদা, পুরাতন মালদা, রায়গঞ্জ, বালুরঘাট, বুনিয়াদপুর, গঙ্গারামপুর ও কালিয়াগঞ্জ শহরের সাহিত্য, সংস্কৃতি, খেলাধুলো ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের আগাম খবর আমাদের জানান ৮৯৪৪৮৫১৪৮৪ হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে।

ছিঁচকে চোরের উপদ্রবে ঘুম উড়েছে শর্বরীবাসীর

পুরাতন মালদা, ২৫ এপ্রিল : পুরাতন মালদা শহরের ৪ ও ৫ নম্বর ওয়ার্ডের শর্বরী এবং তৈলমুণ্ডি এলাকায় একের পর এক চুরির ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গত দু'সপ্তাহ ধরে লাগাতার চুরির ঘটনায় অতিষ্ঠ হয়ে অবশেষে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পুলিশের দ্বারস্থ হলেন শর্বরী এলাকার বাসিন্দারা।

এলাকার মানুষজন ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার নির্মল অধিকারীকে সঙ্গে নিয়ে থানায় যান। তাঁদের অভিযোগ, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে এলাকায় চুরির ঘটনা বেড়েই চলেছে। পুলিশকে বারবার জানানো সত্ত্বেও কোনও সুরাহা মেলেনি। স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রাথমিক অনুমান, নেশাগ্রস্ত দুষ্কৃতীকারীরাই এই ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছে।

শর্বরীর বাসিন্দা শুভশ্রী দাসের অভিযোগ, 'দু'সপ্তাহ ধরে এলাকায় চুরি বেড়েছে। আমরা বাইরে গেলে চুরির ভয়ে চিন্তা হচ্ছে, শান্তিতে থাকতে পারছি না। আমরা চাই, চুরি রুখতে পুলিশ প্রশাসন কঠোর ব্যবস্থা নিক।' আরেক বাসিন্দা রবিদাসের দাবি, 'কারও না কারও বাড়ি থেকে রোজ কিছু না কিছু খোয়া যাচ্ছে। মানুষজন আতঙ্কিত।'

এলাকার মানুষজনের দাবি, স্থানীয় বাসিন্দা তথা গৃহশিক্ষক পুষ্পককুমার চৌধুরীর বাড়িতে ঢুকে দুষ্কৃতীরা বাড়ির বাসনপত্র, অলংকার, মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে পালিয়ে যায়। গৃহশিক্ষক পুষ্পককুমার চৌধুরী বলেন, 'চুরির পর থানায় অভিযোগ জানানো হলেও পুলিশ কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। ফলে একের পর এক এলাকায় চুরি বেড়েছে। ফলে আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে থানায় অভিযোগ জানিয়েছি।'

মালদা থানার পুলিশকর্তারা দাবি করেছেন, চুরির ঘটনার তদন্ত চলছে। রাতে এলাকায় পুলিশি টহলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

টোটোর দখলে মালদা শহর

সৌরভ ঘোষ

সমাধানের আশ্বাস চেয়ারম্যানের

মালদা, ২৫ এপ্রিল : মালদা শহরের যানজটের বিষয়টি নতুন না। তবে বর্তমানে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। শহরের এলআইসি মোড় থেকে মকদমপুর বাজার, বিমল দাস মূর্তি থেকে অভিরামপুর হ্যান্টাকালী ও সিঙ্গাতলা-গৌড়রোড ওই দুই রাস্তায় যানজট আরও বাড়ছে।

এমনিতেই খুব গরম পড়ে গিয়েছে। তার ওপর রোদের মধ্যে যানজট হলে যাতায়াত করতে অসুবিধা হয় সকলের।

শহরবাসীর দাবি, তাড়াতাড়ি টোটোর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন সহ এমন সমস্যার সমাধান করা দরকার। এমন যানজটে শুধু সময় নষ্ট সহ শারীরিকভাবেও ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে।

স্থানীয় বাসিন্দা রঞ্জিত সাহা ক্ষোভের সুরে বলেন, 'বছরের পর বছর ধরে এই সমস্যা চলছে। স্থায়ী কোনও সমাধান হচ্ছে না। স্কুল পড়ুয়া, চাকরিজীবী সহ সকল পথচলতি মানুষ সমস্যায় পড়ছেন। এব্যাপারে ট্রাফিক পুলিশ ও প্রশাসনের উদ্যোগ নেওয়া দরকার।'

শহরের মধ্যে ওই দুই এলাকায় একাধিক নার্সিংহোম ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার রয়েছে। সেখানে আসা রোগী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা যানজটের ফলে চরম দুর্ভোগে পড়ছেন। রাস্তাগুলিতে টোটোর বিশৃঙ্খল অবস্থার কারণে এমন অবস্থা বলে জানালেন অনেকে।

ডায়ালিসিস করাতে মকদমপুর এলাকা থেকে আসা এক রোগীর ছেলে স্বরূপ হালদার বলেন, 'সকাল ৯ টায় বাড়ি থেকে রওনা হয়েছি। হাসপাতালে পৌঁছোতে ১১টা বেজে গিয়েছে। অনেক সময় যানজটের জন্য রাস্তার মাঝে অ্যাম্বুল্যান্স আটকে পড়ছে।'

দিলবর খান নামে এক ব্যক্তি বলেন, 'চারপাশে এত টোটো যে রাস্তায় চলাফেরা করা মুশকিল হয়ে পড়ছে। মাঝেমধ্যে দুর্ঘটনাও হচ্ছে।'

চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী বলেন, 'আমরা বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখছি। শহরে যানবাহনের সংখ্যা বেড়েছে। বিশেষ করে টোটো চলাচল নিয়ন্ত্রণে আনা খুব জরুরি। তবে এব্যাপারে বেশ কিছু পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন রুটে টোটো চলাচলে সময় ও সংখ্যা নির্ধারণ করা হবে। এছাড়াও বাজার এলাকা ও হাসপাতাল সংলগ্ন অঞ্চলে ট্রাফিক ব্যবস্থা আরও বাড়ানো হবে।'

প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কতটা কার্যকর হয় এখন সেটাই দেখার বিষয়।

এলআইসি মোড় থেকে মকদুমপুর বাজার যাওয়ার রাস্তার চিত্র।

বিরস দিন, বিরল সবুজ

রোদের উষ্ণতা মেখে দরজায় কড়া নাড়ছে গ্রীষ্ম। এপ্রিল থেকেই বাড়ছে তাপমাত্রা। এই গরমে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় গাছ। গরমের দিনে ঠিকভাবে পরিচর্যা না করলে সব গাছ নষ্ট হয়ে যায়। তাই এই গরমের দিনে কীভাবে বাড়ির সামনে বাগান বা ছাদে তৈরি আপনার ছাদ-বাগানের যত্ন নেবেন, জেনে নিন।

তীব্র রোদে বা গরমের দিনে জলের অভাবে গাছগুলো শুকিয়ে যায়। এইসময় সকাল-সন্ধ্যা দু'বেলা গাছে জল দেওয়ার পরেও গাছ শুকিয়ে যায়। তাই এইসময় গাছের পাতা থেকে গোড়া ভিজিয়ে তাতে জল দেওয়া প্রয়োজন।

জলের পাশাপাশি পর্যাপ্ত ছায়াও প্রয়োজন। সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয় ছাদের ওপর টবে লাগানো গাছের। ছাদ-বাগানের টবের গাছ প্রাকৃতিক উপায়ে বাড়ে না। খোলা আকাশের নীচে একদিকে রোদের তাপ অন্যদিকে ছাদের গরমে টবের মাটিও তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। গাছের শেকড় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গাছগুলো শুকিয়ে মারা যায়। বিশেষ করে ছাদের টবে লাগানো গাছের যত্ন নেওয়ার জন্য চড়া রোদ আসে এমন জায়গা থেকে টবগুলো সরিয়ে নিতে হবে। চড়া রোদ থেকে গাছ বাঁচাতে বাগানের ওপর খড় বা গ্রিন শেড দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা গাছের পরিচর্যার পাশাপাশি পর্যাপ্ত জল দেওয়ার প্রয়োজন। গরমের দিনে গাছে কোনও ধরনের রাসায়নিক প্রয়োগ তাদের ক্ষতি করে। এতে গাছ মরেও যেতে পারে। তাই গরমের দিনে গাছের পরিচর্যায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

টোটোর চাকায় সংসার গড়ায় শিপ্রার

টোটো নিয়ে যাত্রীর অপেক্ষায় শিপ্রা সরকার

সৌরভ রায় ■ কুশমণ্ডি

একসময় অন্যের বাড়ির কাজ দিয়ে শুরু হয়েছিল জীবিকা নির্বাহ। কখনও ধান লাগানো, কখনও রাজমিস্ত্রির কাজ করে মা-মেয়ে আর নিজের তিনবেলা খাবার জোগাড় করতে হাঁফিয়ে উঠেছিলেন রামপুরের শিপ্রা সরকার। এরপর লোন নিয়ে কিনেছেন টোটো। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সেই টোটো চালিয়ে সংসার চালাতে ভুলে গিয়েছেন লজ্জা। শতাধিক টোটোচালকের মাঝে পাল্লা দিয়ে কুশমন্ডি ব্লকের একমাত্র মহিলা টোটোচালক হিসেবে স্বীকৃতি আদায় করেছেন পথচারীদের।

কেন টোটো চালিয়ে সংসার দেখতে হচ্ছে প্রসঙ্গে শিপ্রা অকপটে জানিয়েছেন, 'পুরুষ মানুষের সঙ্গে কাজ করে টাকা উপার্জন করতে কোনও লজ্জা তো নেই।' একসময় পুরুষ মানুষদের সঙ্গেই ধান গেড়েছেন। পূরণী হাতে নিয়ে ইটের পর ইট গেঁথে তৈরি করেছেন পাকা বাড়ি। পরে কিছু টাকা জমান। আর বেশিরভাগটাই লোন নিয়ে কিনেছেন টোটো। তিনি জানান, ক্লাস এইট পাশ করে আর পড়াশোনা হয়নি। বাবা শীতলচন্দ্র সরকার মারা যাওয়ার পর ভিনরাজ্যের একজনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। কোলের মেয়েকে নিয়ে প্রাণ হাতে চলে আসেন রামপুর গ্রামে, মা গোলাপি সরকারের কাছে। বাড়িতে আর কোনও পুরুষ মানুষ নেই। অগত্যা পরের বাড়িতে কাজ করা ছাড়া উপায় ছিল না। মেয়ে মুনমুন সরকার মহিপাল হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। সকাল হলেই টোটো নিয়ে বেরিয়ে পড়েন রামপুর থেকে সোজা আট কিলোমিটার দূরে কুশমন্ডি বাজারে।

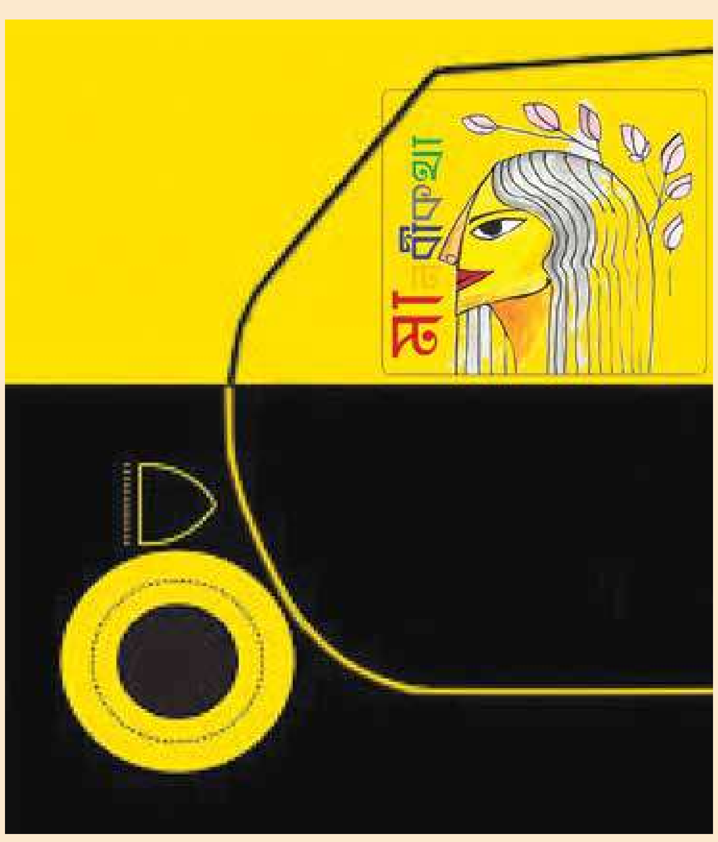

জমি-জায়গা বলতে কিছুই নেই। একা রোজগেরে শিপ্রা। মহিলা হয়ে টোটো চালাতে গিয়ে বাড়তি সুবিধা তো দূরের কথা, অন্যান্য চালকদের কাছে বকা পর্যন্ত শুনছেন। তবে মহিলা বলে বাড়তি সুবিধা নেওয়ার কথা ভাবেননি কোনওদিন। মেয়েকে মানুষ করা আর তিনজনের তিনবেলা খাবার জোগাড় করতে সকাল কখন গড়িয়ে বিকাল হয়ে যায়, টের পাননি তিন মাস ধরে। দিনান্তে অবশিষ্ট টাকা জমিয়ে রাখেন লোনের টাকা পরিশোধ করবেন বলে। দিনমজুরের কাজ থেকে রাজমিস্ত্রির কাজে যে হাড়ভাঙা পরিশ্রম হত, টোটো চালিয়ে তা হয় না। তবে বাঁচে না কিছুই। সংসারের সব চাহিদা মেটাতে টোটোটাই ঝরঝরে হয়ে যাবে বলে মাঝবয়সি শিপ্রা একগাল হেসে হাঁক পাড়লেন... শমশিয়া, নাহিট, মঙ্গলপুর, বড়গাছি, রামপুর...।

শিপ্রার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে বিধায়ক রেখা রায় বলেন, শিপ্রাকে কীভাবে সাহায্য করা যায়, সেটা ভেবে দেখবেন। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মরিয়ম মার্ডি বলেন, আজকাল মেয়েরা এগিয়ে এসেছে বহু ক্ষেত্রে। শিপ্রা সরকার আরেকজন।

আম হেঁশেলের গল্প

এবছর শুরু থেকেই বৈশাখের ঝোড়ো ব্যাটিং। ঝলসে দিচ্ছে চারপাশ। এই গরমে কিছু খেয়েও শান্তি নেই। মুখের রুচি পালিয়েছে। বাজারের ব্যাগ থেকে উঁকি দিচ্ছে কচি কাঁচা আম। তীব্র দাবদাহে বাঙালির হেঁশেলজুড়ে এখন শুধুই আমের রাজত্ব... কাঁচা আমের চাটনি, আম ডাল, আমের টক। তবে চেনা রেসিপির বাইরেও স্বাদবদল করতে কাঁচা আম দিয়ে বানিয়ে ফেলা যায় আরও পাঁচ পদ।

কাঁচা আমের স্যালাড

কাঁচা আম লম্বা লম্বা করে কুচিয়ে নিন। অল্প কাঁচালংকা, আদাকুচি, ধনেপাতা কুচি, গুড়, তেঁতুলের ক্বাথ আর বিট লবণ মিশিয়ে মিক্সিতে পেস্ট করে নিন। খুব মিহি করার প্রয়োজন নেই। এবার একটি পাত্রে কাঁচা আম, পেঁয়াজকুচি, বাদামকুচি, লেবুর রস আর বানিয়ে রাখা মিশ্রণটি ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। গরমের দুপুরে ঠান্ডা আমের স্যালাড তৈরি।

আম-শসার শরবত

দুটো কাঁচা আম খোসা ছাড়িয়ে টুকরো করে নিতে হবে। কাঁচা আমের সঙ্গে নিন দুটো শসা, পুদিনা পাতা, বিট লবণ আর স্বাদমতো চিনি। সব মিশিয়ে ব্লেন্ড করে নিতে হবে। ভালোভাবে ব্লেন্ড হয়ে গেলে তাতে মেশাতে হবে দেড় গ্লাস জল। এবার আইস কিউব দিয়ে পরিবেশন করুন কাঁচা আমের শরবত।

আমপোড়া শরবত

এই শরবত বানানোর জন্য প্রথমে আম ভালো করে পুড়িয়ে নিতে হবে, যেন আমের ভেতরটাও ভালো করে সেদ্ধ হয়। তারপর পোড়ানো আমটাকে ঠান্ডা করে খোসা ছাড়িয়ে আমের পাল্প আলাদা করে নিতে হবে। পুড়িয়ে নেওয়ার কারণে আমের টক স্বাদ অনেকটাই কমে যাবে। এবার একটি ব্লেন্ডারে আমের পাল্প, জল, চিনি, বিট লবণ, ভাজা জিরেগুঁড়ো, চাট মশলা ও পুদিনা পাতা দিয়ে ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিতে হবে।

এবার একটা গ্লাসে ওই মিশ্রণ থেকে দু'চামচ নিয়ে তাতে জল ও বরফ মেশাতে হবে। পুদিনা আর বিট লবণ থাকায় এই শরবত নিমেষেই রিফ্রেশ করে দেয়। এই আমপোড়া মিশ্রণ একটি কাচের বোতলে ভরে ফ্রিজে রেখে দেওয়া যায়। আমের পাল্পের মিশ্রণের সঙ্গে জল আর বরফ মিশিয়ে শরবত তৈরি করে নেওয়া যায় সহজেই।

জঙ্গিদের আশ্রয়দাতা পাকিস্তান

বলে দিলেন প্রাক্তন পাক ক্রিকেটার কানেরিয়া

লাহোর, ২৫ এপ্রিল : পাকিস্তান জঙ্গিদের আশ্রয় দিচ্ছে। ভারতীয় নেতা-মন্ত্রী থেকে সেলিব্রিটি বিভিন্ন সময়ে অভিযোগ করেছেন। এবার একই মন্তব্য করলেন পাকিস্তানের দ্বিতীয় হিন্দু টেস্ট ক্রিকেটার দানিশ কানেরিয়া। পহলগামে সন্ত্রাসবাদীদের হামলার জন্য তিনি পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফকে দুষেছেন। তাঁর দাবি শরিফের জন্যই পাকিস্তানে জঙ্গিদের এত রমরমা। সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'পহলগামে পর্যটকদের হত্যায় পাকিস্তান জড়িত না থাকলে প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এর নিন্দা করলেন না কেন? আপনার সেনাবাহিনীর হঠাৎ সক্রিয় হয়ে ওঠার কারণই বা কী? আসলে সত্যিটা আপনিও জানেন। আপনারাই জঙ্গিদের আশ্রয় দিচ্ছেন, তাদের লালনপালন করছেন। লজ্জিত হোন এবার একটু।' পাকিস্তানের হয়ে ৬১টি টেস্ট খেলা কানেরিয়া এখন থাকেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সামাজিক মাধ্যমেই নিজের দেশের সরকারের কাছে তিনি প্রশ্ন রেখেছেন, 'কেন স্থানীয় কাশ্মিরীদের বাদ দিয়ে বারবার হিন্দুদের ওপর আক্রমণ করা হয়?

সেটা কাশ্মিরী পণ্ডিত হোক বা দেশের যে কোনও প্রান্তে থাকা হিন্দু, জঙ্গিরা যে ছদ্মবেশই নিক না কেন, তাদের একটাই দর্শন। যার খেসারত এখন গোটা বিশ্বকেই দিতে হচ্ছে।'

> পহলগামে পর্যটকদের হত্যায় পাকিস্তান জড়িত না থাকলে প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এর নিন্দা করলেন না কেন? আপনার সেনাবাহিনীর হঠাৎ সক্রিয় হয়ে ওঠার কারণই বা কী? আসলে সত্যিটা আপনিও জানেন। আপনারাই জঙ্গিদের আশ্রয় দিচ্ছেন, তাদের লালনপালন করছেন। লজ্জিত হোন এবার একটু।
>
> **দানিশ কানেরিয়া**

পর্যটক হত্যাকারীদের পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী তথা বিদেশমন্ত্রী মহম্মদ ইশাক দার স্বাধীনতা সংগ্রামী বলেছিলেন। যাকে কটাক্ষ করে কানেরিয়ার মন্তব্য, 'জঙ্গিদের উপপ্রধানমন্ত্রীর স্বাধীনতা সংগ্রামী তকমা দেওয়া শুধু অসভ্যতা নয়, বুঝিয়ে দিচ্ছে দেশ সন্ত্রাসবাদীদের প্রশ্রয় দিচ্ছে।'

বদলা নয় বদলের ভাবনায় আজ মরিয়া নাইটরা

অনুশীলনের মাঝে জিরিয়ে নিচ্ছেন আন্দ্রে রাসেল। ছবি : ডি মণ্ডল

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল : বৈশাখে চোখ রাঙাচ্ছে ঊর্ধ্বমুখী পারদ।

তাপমাত্রার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকা অস্বস্তিসূচক। জোড়া চাপে হাঁসফাঁস হাল। কলকাতা নাইট রাইডার্সের সাজঘরের উত্তাপ বোধহয় আরও বেশি। টানা হারের ধাক্কায় ঠোক্কর খেতে খেতে প্রায় খাদের কিনারে। এবার পালটা ধাক্কা না দিলে প্লে-অফের দৌড়ে টিকে থাকা দায়। শনিবাসরীয় ইডেন গার্ডেন্সে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া যে পরিস্থিতিতে ফের নামছে কেকেআর।

প্রতিপক্ষ প্রাক্তন নাইট শ্রেয়স আইয়ারের পাঞ্জাব কিংস। শাহরুখ খান বনাম প্রীতি জিন্টা—বীরজারা শো। অতীত রেকর্ডে কেকেআর অনেকটা এগিয়ে থাকলেও চলতি হিসেবনিকেশে পাল্লা ভারী প্রীতির দলের। পাঞ্জাব যতটা চনমনে, ঠিক ততটাই চাপে নাইট শিবির। তার ওপর গত ম্যাচে পাঞ্জাবের হাতে ৯৫ রানে গুটিয়ে যাওয়ার ক্ষত।

শনিবার ক্ষতে প্রলেপ দিতে 'বদলার' ম্যাচ। তবে যতটা না বদলার, তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে বদলের ভাবনা। মইন আলি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেও দিলেন, ৯৫-এর ক্ষত সহজে ভোলা মুশকিল। তবে সেই হার থেকে শিক্ষা নিয়ে এগোতে চান। শুধু শিক্ষা নিলে হবে না, দরকার সঠিক কম্বিনেশন এবং অ্যাপ্রোচ।

চলতি লিগে ইডেনের কেকেআরের ১-৩ স্কোরলাইন যন্ত্রণা বাড়াচ্ছে। পিচ নিয়ে চিলচিৎকার করলেও মূল সমস্যা আরও গভীরে। যদিও তা বুঝতে চাইছে না। কিন্তু সাত নম্বরের (৮ ম্যাচে ৩টি জয়) কঠিন পরিস্থিতি থেকে ঘুরে দাঁড়াতে অবশ্য চেনা অঙ্কের বাইরে বেরোনো ছাড়া রাস্তা নেই।

হিটলিস্টে একদম ওপরে আন্দ্রে রাসেল। যদিও নামটা রাসেল। চাইলেই বাতিল করা মুশকিল। অতএব বিকল্পের খোঁজ। রাসেলের সঙ্গে মিডল অর্ডারকে শক্ত করতে রোভমান পাওয়েলকে জুড়ে দেওয়ার ভাবনা। চার বিদেশির সমীকরণ মেলাতে গুজরাট টাইটান্স ম্যাচে খেলা রহমানুল্লাহ গুরবাজের ওপর কোপ। উইকেটকিপার-ব্যাটারের দায়িত্বে অভিষেকের হাতছানি লুভনীথ সিসোদিয়ার।

এদিন নেট সেশনে লুভনীথ,

> **আইপিএলে আজ**
>
> **কলকাতা নাইট রাইডার্স**
> **বনাম**
> **পাঞ্জাব কিংস**
>
> **সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট, স্থান : কলকাতা**
>
> **সম্প্রচার :** স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

পাওয়েলদের দিকে টিম থিংকট্যাংকের বাড়তি মনোযোগে দুয়ে দুয়ে চার করছেন অনেকেই। রাসেলও ঘুরেফিরে একাধিকবার নেট করলেন। অবশ্য হোটেলের চার দেওয়ালের মধ্যে টিম মিটিংয়ে শেষপর্যন্ত কী ঘটবে টসের আগে ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন। লক্ষ্যটা অবশ্য পরিষ্কার ঘুরে দাঁড়ানো। পথ দেখাচ্ছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স!

মইন আলি বিকেলের সাংবাদিক সম্মেলনে বলেও দিলেন, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স যদি পারে (শেষ চার ম্যাচে জয়), কেকেআর নয় কেন। কিন্তু নাইট শিবিরের রোহিত শর্মা, জসপ্রীত বুমরাহ, সূর্যকুমার যাদবের মতো 'মশালা' কোথায়? মইন যদিও সেই যুক্তি মানতে নারাজ। দাবি, মশালার অভাব নেই। প্রয়োজন পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়নে।

আগামীকাল প্রাক্তন আইপিএলজয়ী অধিনায়ক শ্রেয়সের দলের বিরুদ্ধে কী চাকা ঘুরবে? উত্তরটা হাতড়ে বেড়াচ্ছে নাইটরাও।

৮ ম্যাচে ১০ পয়েন্টের সুবিধাজনক অবস্থায় থাকা পাঞ্জাব জমি ছাড়তে নারাজ। নাইটরা যখন বদলের ভাবনায় মশগুল, তখন শ্রেয়সের চোখ বদলায়। পুরোনো দলের বিরুদ্ধে গত ম্যাচে শুভমান গিল তাঁর হিসেবনিকেশ মিটিয়েছেন। ইডেনের কঠিন পিচে ৯০ রানের দুরন্ত ইনিংসে ব্যবধান গড়ে দিয়েছিলেন। আগামীকাল কি শ্রেয়সের পালা? বোলিং কোচ সুনীল যোশি অবশ্য গুরুত্ব দিচ্ছেন, ইডেন, কেকেআর নিয়ে শ্রেয়সের 'ইনপুটস' গুরুত্ব দিচ্ছেন। বরুণ চক্রবর্তী, সুনীল নারায়ণের স্পিন ভোঁতা করতেও পন্টিংয়ের মূল অস্ত্র শ্রেয়স।

বরুণ বনাম চাহাল, দুই লেগির 'ব্যক্তিগত' যুদ্ধটাও আকর্ষণ হতে চলেছে। বরুণের উত্থানে ভারতীয় দলে ফেরার রাস্তা ক্রমশ দুর্গম হচ্ছে চাহালের। মুল্লানপুর দ্বৈরথে ৪ উইকেট নিয়ে বরুণকে টেক্কা দিয়েছেন চাহাল। আগামীকাল? উত্তরের মধ্যে লুকিয়ে ম্যাচের ভাগ্য।

বলার কথা, নাইটদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে সফল বোলারের নাম যুযবেন্দ্র চাহালই (৩৩ উইকেট)। যা আটকাতে ভেঙ্কটেশ আইয়াররা সুইপ শট প্র্যাকটিসে বাড়তি জোর দিলেন। ছিল দীর্ঘকায় মার্কো জানসেনকে সামলাতে শর্ট বলে বিশেষ অনুশীলন।

ঘুরেফিরে বীরজারা শো।

পহলগামের প্রতিবাদ জানাবে নাইটরা

শাহরুখ বনাম প্রীতি। শনিবার ইডেনে শাহরুখ অবশ্য থাকছেন না। তবে আসছেন প্রীতি। অতীতে বারবার ইডেন থেকে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে বলিউডের নায়িকাকে। শনিবার সুযোগ হাসিটা চওড়া করে ফেরার।

পহলগাম কাণ্ডের জের নাইট শিবিরেও। আগামীকাল ম্যাচের আগে বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজনের কথা ছিল। কিন্তু কাশ্মীরের মর্মান্তিক ঘটনার জেরে তা স্থগিত করা হয়েছে। বদলে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে কালো আর্মব্যান্ড পরার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেকেআর।

ফুটবল খেলে গা ঘামিয়ে নিচ্ছেন রোভমান পাওয়েল। সঙ্গী আনরিচ নর্তজে।

কন্যাশ্রী কাপের সূচনায় ৮ গোল ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ এপ্রিল : কন্যাশ্রী কাপ প্রিমিয়ার 'এ' ডিভিশনের সূচনা। শুক্রবার কিশোরভারতী স্টেডিয়ামে টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হয় ইস্টবেঙ্গল ও মৈত্রী সংসদ। ৮-১ গোলে সেই ম্যাচ জিতল লাল-হলুদের প্রমীলাবাহীনি।

ইন্ডিয়ান ওমেন্স লিগ ঠিক যেখানে শেষ করেছিল, এদিন যেন সেখান থেকেই যেন শুরু করল ইস্টবেঙ্গল। দুই অর্ধে চারটি করে গোল লাল-হলুদের। দ্বিতীয়ার্ধে একটি হজম করলেও ম্যাচের গতি প্রকৃতিতে তা বিশেষ প্রভাব ফেলেনি। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে জোড়া গোল করলেন সুলঞ্জনা রাউল ও দেবলীনা ভট্টাচার্য। বাকি চারটি গোল যথাক্রমে সিন্ডি কোলনে, প্রিয়াঙ্কা সুজেশ, সুস্মিতা লেপচা ও কার্থিকা আঙ্গামুথুর।

এদিন কন্যাশ্রী কাপের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যান দফতরের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু। আইএফএকে ক্রীড়ামন্ত্রীর পরামর্শ, 'কন্যাশ্রী কাপের প্রতিটা ম্যাচে স্পটার রাখা হোক। প্রত্যকটা পজিশনের জন্য চারজন করে মোট ৪৪ জন প্রতিশ্রুতীমান ফুটবলার বাছবেন তারা।'

১৩ বছর পর লেস্টার ছাড়ছেন ভার্ডি

লন্ডন, ২৫ এপ্রিল : লেস্টার সিটির সঙ্গে দীর্ঘ ১৩ বছরের সম্পর্কে ইতি টানছেন জেমি ভার্ডি। যা পরিস্থিতি তাতে এবার হয়তো অবনমন এড়াতে পারবে না লেস্টার। এরই মাঝে ক্লাবের তরফে সরকারিভাবে ভার্ডির বিদায়ের ঘোষণায় মন খারাপ লেস্টার সমর্থকদের।

এই পর্যন্ত ইংল্যান্ডের ক্লাবটির হয়ে ৪৯৫টি ম্যাচ খেলেছেন জেমি। প্রায় দুশোর কাছাকাছি গোল রয়েছে। ফক্সদের প্রিমিয়ার লিগজয়ী দলের সদস্য তিনি। ক্লাবের ইতিহাসে সর্বকালের সেরাদের একজন বললেও ভুল বলা হবে না। ২০১২ সালে মাত্র ২৫ বছর বয়সে লেস্টারে যোগ দেন এই ইংলিশ স্ট্রাইকার। কেরিয়ারের সায়াহ্নে এসে সেই যোগ ছিন্ন হতে চলেছে। বিদায়বেলায় আবেগঘন বার্তায় ভার্ডি বলেছেন, 'লেস্টার সিটি আমার দ্বিতীয় ঘর, পরিবার। তাই এই সিদ্ধান্তটা নেওয়া আমার জন্য যথেষ্ট কঠিন ছিল।'

কলকাতা নাইট রাইডার্স ম্যাচের প্রস্তুতিতে শ্রেয়স আইয়ার, যুযবেন্দ্র চাহাল। শুক্রবার ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

বরুণদের সামলাতে শ্রেয়সদের নেটে তনুষ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল : সবার প্রথমে টিম বাস থেকে নামলেন। মুখে চওড়া হাসি নিয়ে জনৈক ক্রিকেটপ্রেমীকে অটোগ্রাফ দিলেন। আর তারপরই গটগট করে ঢুকে গেলেন ক্রিকেটের নন্দনকাননের সাজঘরে।

কিছু সময় পর মাঠে ঢুকলেন। কোচ রিকি পন্টিংকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হলেন বাইশ গজের সামনে। সামান্য সময় তাঁদের মধ্যে পিচ নিয়ে আলোচনা চলল। তারপরই ব্যাট হাতে নেটের অন্দরে সেঁধিয়ে গেলেন শ্রেয়স আইয়ার।

কথায় বলে, মেজাজটাই আসল রাজা। পাঞ্জাব কিংস অধিনায়ক শ্রেয়স যার সেরা উদাহরণ। ব্যাট হাতে নিজে দারুণ ছন্দে রয়েছেন। দলকে দুর্দান্তভাবে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। জুন মাসে টিম ইন্ডিয়ার ইংল্যান্ড সফরে যাওয়ার সম্ভাবনা ক্রমশ উজ্জ্বল হচ্ছে শ্রেয়সের। এমন পরিস্থিতির মধ্যে 'বদলার' মেজাজ, আগ্রাসনটাও তাঁর মধ্যে জ্বলছে ধিকিধিকি করে।

শেষ মরশুমে আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল কেকেআর। দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার পাশে ব্যাট হাতে ধারাবাহিকভাবে রান করে সাফল্যের দিশা দেখিয়েছিলেন শ্রেয়স। ইডেনের মাঠ থেকে শুরু করে পিচ, সবই নিজের হাতের তালুর মতো চেনেন বর্তমান পাঞ্জাব কিংস অধিনায়ক। আর চেনা ইডেনে কাল কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে দুর্দান্ত একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। মুম্বই রনজি দলের সতীর্থ অফস্পিনার তনুষ কোটিয়ানকে কলকাতায় নিয়ে এসেছেন তিনি। আজ পাঞ্জাবের নেটে দীর্ঘসময় বোলিংও করেছেন তনুষ। কেন স্কোয়াডে না থাকা মুম্বই অফস্পিনারকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে দলের সঙ্গে নিয়ে এসেছেন অধিনায়ক শ্রেয়স?

সন্ধ্যার ইডেনে তনুষকে বল হাতে দেখার পর উত্তরবঙ্গ সংবাদের তরফে পাঞ্জাব কিংসের অন্দরমহলে খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে চমকপ্রদ তথ্য। নাইটদের বোলিং বরাবরই শক্তিশালী। আর সেই বোলিংয়ের বড় ভরসা দুই রহস্য স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী ও সুনীল নারায়ণ। দিন কয়েক আগে মুল্লানপুরে নিজেদের ঘরের মাঠে বরুণ-নারায়ণের বিরুদ্ধে ১১১ রানে থমকে গিয়েছিল পাঞ্জাব ইনিংস। শেষ পর্যন্ত কেকেআরের ব্যাটিং বিপর্যয়ে পাঞ্জাব ম্যাচ জিতলেও অধিনায়ক শ্রেয়স তাঁর সতীর্থদের জন্য তনুষের মাধ্যমে রহস্য স্পিন সামলানোর মন্ত্র দিতে চেয়েছেন বলে খবর। আজই পাঞ্জাবের নেট বোলার হিসেবে দলে যোগ দিয়েছেন তিনি। শেষ পর্যন্ত তনুষের অফস্পিনে অনুশীলন প্রিয়াংশ আর্যদের কতটা সাহায্য করল, কালই স্পষ্ট হয়ে যাবে। তার আগে নয়া নেতাকে নিয়ে ফুরফুরে মেজাজে পাঞ্জাব।

> কেকেআর বনাম গুজরাট ম্যাচটা আমরা দেখেছি। ইডেনের পিচে বড় রান হয়েছিল। আশা করি, কালও তেমন কিছুই হবে। বাকিটা সময়ের উপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো।
>
> **সুনীল যোশি**
> *পাঞ্জাবের স্পিন বোলিং কোচ*

৮ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট। প্লে-অফের লড়াইয়ে প্রবলভাবে রয়েছে পাঞ্জাব। শ্রেয়সদের এগিয়ে চলার জন্য কাল ইডেনে জয় খুব প্রয়োজন। এমন অবস্থায় আজ সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মলনে হাজির হয়ে পাঞ্জাবের স্পিন বোলিং কোচ সুনীল যোশি বলছিলেন, 'কেকেআর বনাম গুজরাট ম্যাচটা আমরা দেখেছি। ইডেনের পিচে বড় রান হয়েছিল। আশা করি, কালও তেমন কিছুই হবে। বাকিটা সময়ের উপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো।' পাঞ্জাব অধিনায়ক শ্রেয়সের ইংল্যান্ড সফরে সুযোগ পাওয়া উচিত কি না, এমন বিষয়েও কোনও জবাব দেননি পাঞ্জাবের স্পিন বোলিং কোচ। বরং অধিনায়ক শ্রেয়সের প্রশংসা করে তিনি বলেছেন, 'দুর্দান্তভাবে দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছে ও। শ্রেয়স তরুণ অধিনায়ক। পথ চলার এখনও অনেক বাকি।'

অধিনায়ক শ্রেয়সের এবং তার দলের প্লে-অফ স্বপ্নপূরণের পথে এগিয়ে চলার জন্য কালকের কেকেআর ম্যাচটা মহা গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে নিশ্চিতভাবেই।

ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে ঘেঁটে ঘ কেকেআর

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল : কথা ছিল বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ ইডেন গার্ডেন্সে অনুশীলনের জন্য হাজির হবে কলকাতা নাইট রাইডার্স। সেই মতো পুলিশ থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষই তৈরি ছিল।

ঘটনা ঘটল উলটো। বিকেল চারটে বাজার সামান্য আগে আচমকাই ইডেনের মূল প্রবেশদ্বারের সামনে হাজির হয়ে গেল কেকেআরের স্টিকার লাগানো পেল্লাই এক গাড়ি। সবাইকে অবাক করে দিয়ে সেই গাড়ি থেকে নামলেন আন্দ্রে রাসেল। ঢুকে গেলেন ইডেনের সাজঘরে। সামান্য সময় পর ব্যাট নিয়ে দ্রে রাস হাজির ক্রিকেটের নন্দনকাননের বাইশ গজের ঠিক পাশের পিচে। শুরু দীর্ঘ ব্যাটিং অনুশীলনের।

কখনও টানা ৪৫ মিনিট। সামান্য সময় বিরতি নিয়ে ফের টানা আধ ঘণ্টা নেটে ব্যাটিং সারলেন দ্রে রাস। জোরে বোলারদের পাশে নেটে স্পিনারদের বিরুদ্ধেও নাগাড়ে ব্যাটিং করে গেলেন তিনি। সেই ব্যাটিংয়ের মাঝে একবার আচমকাই ব্যাট পাশে রেখে পিচের মধ্যেই শুয়ে পড়লেন তিনি। মাঠের ধার থেকে দৌড়ে গেলেন নাইটদের ফিজি। কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্টকে স্বস্তি দিয়ে ফের ব্যাট হাতে দ্রুত উঠে দাঁড়ালেন দ্রে রাস। ফের শুরু করলেন ব্যাটিং সাধনা। আন্দ্রে রাসেলের ব্যাটিং চর্চা দেখার পর একটা বিষয় স্পষ্ট, তিনি রানে ফিরতে মরিয়া। ফিনিশার রাসেল ফিনিশ, তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট হওয়ার মতো পরিস্থিতির আন্দাজ পেয়ে রাসেল শনিবার পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে রানে ফিরতে উদগ্রীব।

এখানেই কাহানি মে টুইস্ট!

রাসেল কি আগামীকাল নাইটদের প্রথম একাদশে থাকবেন? রোভমান পাওয়েলকে তৈরি রাখা হচ্ছে। গতকালের পর আজও কেকেআর অনুশীলনে রোভমান পাওয়েলকে নিয়ে বিস্তর সময় কাটিয়েছেন দলের মেন্টর ডোয়েন ব্র্যাভো। ফলে রাসেলের উপর চাপ বাড়ছে। প্রবল চাপ রয়েছে নাইট টিম ম্যানেজমেন্টের উপরও। একে তো কালকের ম্যাচটা পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে হলেও আদতে খেলাটা হবে শ্রেয়স আইয়ারের বিরুদ্ধে। নাইটদের চ্যাম্পিয়ন করার পর শ্রেয়স কেকেআরেই থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাড়তি কিছু অর্থ দাবি করেছিলেন তিনি। নাইটদের তরফে সেটা না দেওয়ার কারণেই কেকেআর ছেড়েছিলেন শ্রেয়স। হয়তো তাঁর মনের অন্দরে কোথাও নাইট নিয়ে ক্ষোভও রয়েছে। আগামীকাল সন্ধ্যার ইডেনে শ্রেয়সের সেই ক্ষোভের বিস্ফোরণ কি ঘটবে?

সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ম্যাচের ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে রীতিমতো ঘেঁটে রয়েছে নাইটরা। আজ সন্ধ্যার অনুশীলন যদি কোনও কিছুর ইঙ্গিত হয়, তাহলে কাল দলের প্রথম একাদশে একাধিক বদলের সম্ভাবনা। উইকেটকিপার ব্যাটার লুভনিথ সিসোদিয়ার কাল অভিষেক হতে পারে। যদি লুভনিথ সুনীল নারায়ণের সঙ্গে ওপেন করেন, তাহলে রহমানুল্লাহ গুরবাজকে বসতে হবে। নাইটদের অন্দরের ভাবনা, গুরবাজের বদলে রোভমানকে খেলানোর। এমন পরিবর্তনের পরও কি নাইটদের খারাপ সময় কাটবে? শেষ বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে নাইটদের ইংরেজ অলরাউন্ডার মইন আলি বলে গেলেন, 'বাকি থাকা কয়েকটি ম্যাচে সফল হলে আমাদের এখনও প্লে-অফের টিকিট পাওয়া সম্ভব। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকেই দেখুন না, শেষ কয়েকটি ম্যাচে টানা জয়ের পর ওদের ছবিটাই বদলে গিয়েছে।'

প্রশ্ন এখন একটাই, নাইটদের ভাগ্যবদল কি আদৌ সম্ভব? শ্রেয়সের পাশে কাল রাতের ইডেনে যুযবেন্দ্র চাহালের লেগ স্পিনও সামলাতে হবে রাসেলদের। পরিসংখ্যান বলছে, নাইটদের বিরুদ্ধে চাহাল দুর্দান্তরকমের সফল। কেকেআরের বিরুদ্ধে শেষ ৫ ম্যাচে ১৪টি উইকেট পাওয়া চাহাল 'কাঁটা' কেকেআর কীভাবে সামলায়, সেটাও দেখার।

অভিষেক হতে পারে সিসোদিয়ার

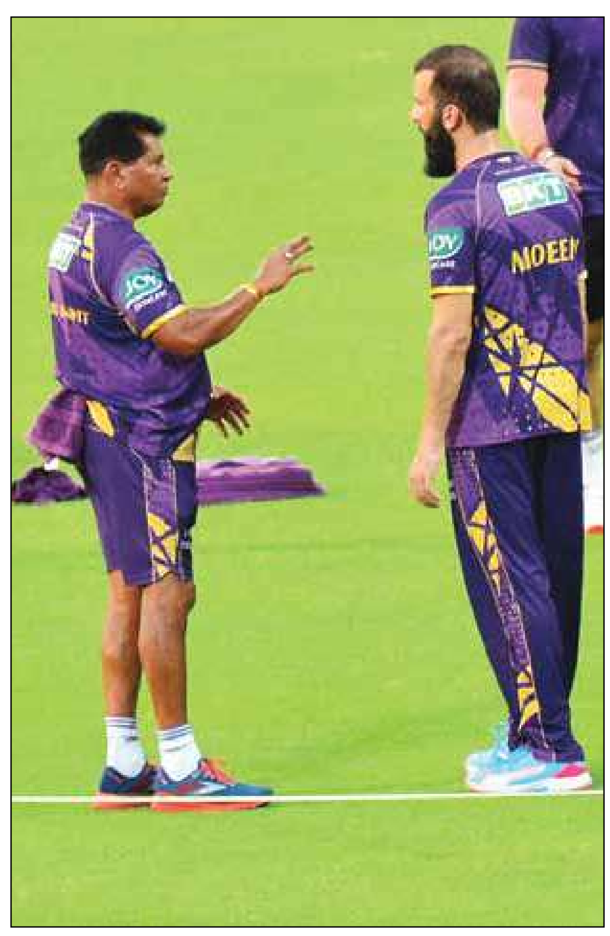

প্রস্তুতির মাঝে চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের পরামর্শ নিচ্ছেন মইন আলি। - ডি মণ্ডল

বৈভবকে মাটিতে পা রেখে চলার পরামর্শ শেহবাগের

বেঙ্গালুরু, ২৫ এপ্রিল : বয়স মাত্র ১৪ বছর। এর মধ্যেই ব্যাট হাতে তামাম ক্রিকেট দুনিয়ার নজর কেড়েছে রাজস্থানের ব্যাটার বৈভব সূর্যবংশী।

চলতি আইপিএলে দুটি ম্যাচে ব্যাট হাতে মাঠে নামার সুযোগ পেয়েছে বৈভব। তার ছক্কা মারার প্রবণতা চোখ এড়ায়নি ক্রিকেটপ্রেমীদের। এর মধ্যেই বৈভবকে মাটিতে পা রেখে চলার পরামর্শ দিলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার বীরেন্দ্র শেহবাগ।

সম্প্রতি বৈভবকে নিয়ে শেহবাগ বলেছেন, 'বৈভব যদি ভাবে ভালো খেললে প্রশংসা পাবে এবং খারাপ খেললে সমালোচিত হবে, তাহলে ওর পা মাটিতেই থাকবে। আমি এমন অনেক ক্রিকেটারকে দেখেছি যারা একটা-দুটো ম্যাচ খেলে বিখ্যাত হয়েছে। পরে কিন্তু তাদের আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। কারণ ওরা নিজেকে তারকা ভাবতে শুরু করে দিয়েছিল।'

শেহবাগ মনে করেন, বিরাট কোহলিকে দেখে শেখা উচিত বৈভবের। ভারতের রানমেশিনের মতো ২০ বছর আইপিএল খেলার লক্ষ্য রাখা উচিত রাজস্থান রয়্যালসের এই প্রতিভাবান ক্রিকেটারের। বলেছেন, 'বৈভবের উচিত ২০ বছর আইপিএল খেলার লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নামা। বিরাটকে দেখলে ও অনেক কিছু শিখতে পারবে। বিরাট মাত্র ১৯ বছর বয়সে আইপিএল খেলা শুরু করে এখন ১৮টি মরশুম পার করে ফেলেছে। এই রেকর্ড ভাঙাটাই বৈভবের লক্ষ্য হওয়া উচিত। আর যদি ও সেটা না ভেবে আইপিএলে কোটি টাকা পেয়েছে ভেবে খুশি হয়, তাহলে পরের বছর বৈভবকে হয়তো আর এই প্রতিযোগিতায় দেখতেই পাওয়া যাবে না।'

চমকে দেওয়া বৈভব সূর্যবংশীকে সতর্কবার্তা বীরেন্দ্র শেহবাগের।

সানির প্রশ্নের মুখে দ্রাবিড়ের রণনীতি

বেঙ্গালুরু, ২৫ এপ্রিল : একটানা পাঁচ ম্যাচে হার। সব মিলিয়ে ৯টি ম্যাচের ৭টিতেই পরাজয়। চলতি আইপিএলে প্লে-অফ খেলা কার্যত অনিশ্চিত রাজস্থান রয়্যালসের।

প্লে-অফে উঠতে গেলে শেষ পাঁচটি ম্যাচের প্রতিটি জিততে হবে রাজস্থানকে। সেইসঙ্গে তাকিয়ে থাকতে হবে অন্য দলগুলির দিকে। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে পরাজয়ের পর ৯ ম্যাচে মাত্র ৪ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে অষ্টম স্থানে রয়েছে রাহুল দ্রাবিড়ের দল। দলের 'স্টপ গ্যাপ' ক্যাপ্টেন রিয়ান পরাগ ইতিমধ্যে স্বীকার করে নিয়েছেন, প্লে-অফ খেলার আশা শেষ হয়ে গিয়েছে তাঁদের।

বৃহস্পতিবার জয়ের কাছাকাছি এসেও বেঙ্গালুরুর কাছে হারতে হয়েছে রাজস্থান রয়্যালসকে। শুধু এই ম্যাচ নয়, চলতি আইপিএলের বেশ কয়েকটি ম্যাচে তীরে এসে তরী ডুবেছে রাহুল দ্রাবিড়ের দলের। যোগ্য ম্যাচ ফিনিশারের অভাবই যেন বারবার প্রকট হয়ে উঠছে।

রাজস্থানের খেলায় হতাশ কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকার। তিনি দলের রণনীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। লিটল মাস্টার বলেছেন, 'রাজস্থান রয়্যালসের আগের ম্যাচগুলিতে আমি মাঠে ছিলাম না। ফলে সেই ম্যাচগুলি নিয়ে কোনও কথা বলতে চাই না। কিন্তু বেঙ্গালুরু ম্যাচটা মাঠে বসেই দেখেছি। রাহুল দ্রাবিড়ের মতো একজন কোচ থাকার পরেও বিভ্রান্তিকর পারফরমেন্স করেছে রাজস্থান। দলের খেলায় কোনও পরিকল্পনার ছাপ ছিল না। সবসময় অনভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের দিয়ে ম্যাচ জেতা যায় না, এটা রাজস্থানকে বুঝতে হবে।'

> রাহুল দ্রাবিড়ের মতো একজন কোচ থাকার পরেও বিভ্রান্তিকর পারফরমেন্স করেছে রাজস্থান। দলের খেলায় কোনও পরিকল্পনার ছাপ ছিল না। সবসময় অনভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের দিয়ে ম্যাচ জেতা যায় না, এটা রাজস্থানকে বুঝতে হবে।
>
> **সুনীল গাভাসকার**

এদিকে দলের তারকা পেসার সন্দীপ শর্মা অবশ্য মনে করছেন, অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসনের চোটই দলের ব্যর্থতার বড় কারণ। বেঙ্গালুরু ম্যাচের পর তিনি বলেছেন, 'অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসনের অনুপস্থিতি আমাদের দলের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। প্রথম তিন ম্যাচে উনি খেলেননি। তারপর ফিরে এসে চোট পেয়ে মাঠের বাইরে চলে যান। সঞ্জুর মতো একজন অভিজ্ঞ ক্রিকেটারের অভাব আমরা টের পেয়েছি।'

আরসিবি ম্যাচে যশস্বী জয়সওয়াল মঞ্চ গড়ে দিলেও কাজে লাগাতে পারেনি রাজস্থান।

সেরাটা দিতে মুখিয়ে নুনো-সাহালরা

কেরালার বিপক্ষে বোঝাপড়া গড়ে তোলাই চ্যালেঞ্জ বাগানের

সুপার কাপ খেলতে ভুবনেশ্বরের পথে সুহেল আহমদ বাট (বাঁয়ে) ও দীপেন্দু বিশ্বাস।

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল : ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিদায়ের পর সুপার কাপে এবার বাংলার ফুটবলের সম্মান রক্ষা করার দায়িত্ব মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের।

নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র বিপক্ষে বিশ্রীভাবে হার মহমেডানের। তারও আগে প্রথম ম্যাচেই কেরালা ব্লাস্টার্সের কাছে হেরে বিদায় নিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। সেই ডেভিড কাটালার দলের বিপক্ষেই কোয়ার্টার ফাইনালে শনিবার খেলতে নামবে মোহনবাগান। এখন বাংলার ফুটবলের গৌরব বজায় রাখতে গেলে এই ম্যাচ জিততেই হবে বাস্তব রায়ের দলকে। কিন্তু প্রশ্নটা হল, মোহনবাগান এই ট্রফি জিততে আদৌ কি আগ্রহী? সম্ভবত তাদের আগ্রহ কম বলেই প্রথম সারির দল না নামিয়ে কিছু আইএসএলে কম খেলা ফুটবলারের সঙ্গে মূলত রিজার্ভ ফুটবলারদের নামাতে চলেছে মোহনবাগান। এমনকি দলের দায়িত্বে নেই কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনাও। দল নিয়ে ভুবনেশ্বরে গিয়েছেন বাস্তব ও দেগি কার্ডোজো। যদিও বাস্তব বললেন, 'আমার সঙ্গে সবসময়ই মোলিনার কথা হচ্ছে।' অর্থাৎ তাঁর নির্দেশ মতোই সম্ভবত পরিকল্পনা সাজাবেন বাস্তব। এদিনই দুপুরের বিমানে দল কলকাতা থেকে পৌঁছায় ভুবনেশ্বরে। প্রচণ্ড গরম আর হাতে সময় কম থাকায় আর অনুশীলন না করিয়ে ফুটবলারদের হোটেলে সাঁতার ও জিম করানো হয়। বিকেল সাড়ে চারটে থেকে ম্যাচ। ফলে গরম নিয়ে চিন্তা থাকছেই। সঙ্গে চিন্তার কারণ কেরালার আগের ম্যাচের পারফরমেন্স। ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে যে দাপট দেখান নোয়া সাদাউ-জেসুস জেমিনেজরা তাতে খুব নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না সাহাল আবদুল সামাদ-আশিক কুরুনিয়ানরা।

প্রথম একাদশে ধীরাজ সিং মৈরাংথেম, দীপেন্দু বিশ্বাস, সৌরভ ভানওয়ালা, দীপক টাংরি, অভিষেক সূর্যবংশী, সাহাল, আশিকদের থাকার সম্ভাবনা। সঙ্গে বিদেশি হিসাবে হয়তো থাকবেন নুনো রিজ।

> **সুপার কাপে আজ**
>
> **কেরালা ব্লাস্টার্স বনাম মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট**
> **স্থান :** ভুবনেশ্বর, **সময় :** বিকাল ৪.৩০ মিনিটে
>
> **এফসি গোয়া বনাম পাঞ্জাব এফসি**
> **স্থান :** ভুবনেশ্বর, **সময় :** রাত ৮টা
> **সম্প্রচার :** স্টার স্পোর্টস ৩ ও জিওহটস্টার

কিন্তু গোল করার জন্য একমাত্র সুহেল আহমদ বাট ছাড়া বাকি সবই জুনিয়ার ফুটবলার। সেখানে নোয়া-জেমিনেজ-কোয়াম পেপরারা রীতিমতো পোড়খাওয়া ফুটবলার। আর সেটা বুঝেই বাস্তবের মন্তব্য, 'আমরা প্রস্তুতির সময় কম পেয়েছি। কিন্তু এটাও ঠিক যে আমাদের ছেলেরা সব খেলার মধ্যেই ছিল। সিনিয়াররা আইএসএলে এবং জুনিয়াররা আরএফডিএলে খেলছিল। তাই ওদের ফিজিকাল কন্ডিশন ঠিকঠাকই আছে। একটাই সমস্যা, নতুন করে টিম কম্বিনেশন গড়ে তোলা।' তবে তিনি মনে করছেন, 'জুনিয়ারদের কাছে এই মঞ্চটা এক্সপোজার। আশা করছি নিজেদের প্রমাণ করতে ওরা উজাড় করে দেবে।' একই বক্তব্য সাহালেরও, 'জুনিয়ারদের কাছে এটা একটা বড় মঞ্চ। আর আমার মতো সিনিয়ারদের মধ্যে যাদের চোট-আঘাত ছিল, তারাও চাইছি, নিজেদের সেরাটা দিতে। সবমিলিয়ে আশা করছি, ভালো কিছু করতে পারব।' নুনো রিজ এই প্রথম মাঠে নামার সুযোগ পাচ্ছেন সবুজ-মেরুন জার্সি গায়ে। হোটেলে পৌঁছে তিনি বলে দেন, 'লম্বা সময় অপেক্ষার পর মাঠে নামতে পারছি। আইএসএলে খেলার সুযোগ পাইনি সেটা আমার দুর্ভাগ্য। আশা করছি এখানে সেটা পুষিয়ে দিতে পারব। আর এই যে দলের সঙ্গে অনুশীলন করা সত্ত্বেও খেলার সুযোগ পেতাম না, সেই সময় দিমিত্রিস (পেত্রাতোস) জেসনরা (কামিংস) সবসময় পাশে থেকেছে। ওদের ধন্যবাদ। সুপার কাপে ভালো কিছু করতে চাই।' বাস্তব অবশ্য বলে দেন, তাঁরা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে আসেননি। আইএসএলের দুই দফায় হারের বদলা নেওয়ার লক্ষ্যেই নিশ্চিতভাবে শনিবার মাঠে নামবে কেরালা। নোয়াও জানিয়ে দিয়েছেন ভুল থেকে শিক্ষা নিয়েই তাঁরা মাঠে নামবেন। তবে আইএসএলের লিগ-শিল্ড ও কাপ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগানকে খাটো করে দেখার কোনও প্রশ্নই নেই তাঁদের।

৪ উইকেট নেওয়া হর্ষল প্যাটেলকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। চেন্নাইয়ে শুক্রবার।

হর্ষলের চারে হাসি উধাও চেন্নাইয়ের

চেন্নাই সুপার কিংস - ১৫৪
(১৯.৫ ওভারে)
সানরাইজার্স হায়দরাবাদ - ৫৫/৩
(৯ ওভার পর্যন্ত)

চেন্নাই, ২৫ এপ্রিল : পয়েন্ট তালিকার সবচেয়ে নীচে থাকা দুইটি দল। ৮ ম্যাচে জয় মাত্র ২। এমন অবস্থায় মুখোমুখি হয়েছিল চেন্নাই সুপার কিংস এবং সানরাইজার্স হায়দরাবাদ।

সঠিক টিম কম্বিনেশনের অভাবে ভুগতে থাকা চেন্নাই এদিন ওপেনিংয়ে নামায় আইপিএলের ইতিহাসে দ্বিতীয় কনিষ্ঠতম জুটিকে। শাইক রশিদ ও আয়ুষ মাত্রে। সেই জুটি ১ বলের বেশি স্থায়ী হয়নি। মহম্মদ সামির প্রথম বলেই খোঁচা দিয়ে ফিরে যান রশিদ (০)। সেই ধাক্কা তারা একটা সময়ে ৭৪/৩ স্কোরে পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু মন্থর চিপকে বল হাতে ভেলকি দেখিয়ে তাদের সেই স্বস্তি কেড়ে নেন হর্ষল প্যাটেল (২৮/৪)। ইনিংসের এক বল বাকি থাকতে চেন্নাই ১৫৪ রানে অল আউট হয়ে যায়।

আরও একবার ঝোড়ো ব্যাটিং উপহার দিলেন ১৭ বছরের মাত্রে। তাঁর ১৯ বলে ৩০ রানের ইনিংস ছোট্ট হলেও কার্যকরী ছিল। শুরু দিকে একমাত্র সাবলীল ব্যাটিং পাওয়া গেল তাঁর থেকেই। প্যাট কামিন্সের (২১/২) বল মিড অফের উপর দিয়ে চালাতে গিয়ে তিনি ক্যাচ দিয়ে ফিরলেন ঈশান কিষানের হাতে। কাজে লাগেনি স্যাম কুরানকে তিন নম্বরে নামানোর স্ট্র্যাটেজি। কুরান ১০ বলে করলেন মাত্র ৯। প্রথম ৬ ওভারেই ৩ উইকেট হারায় হলুদ ব্রিগেড। দলকে ভরসা দিতে পারেননি রবীন্দ্র জাদেজাও (১৭ বলে ২১)। একবার জীবনদান পেয়েও তিনি ইনিংস লম্বা করতে ব্যর্থ।

টপ অর্ডারের ব্যর্থতার মাঝে চেন্নাইয়ের হয়ে অভিষেক ঘটানো ডেওয়াল্ড ব্রেভিস নজর কাড়লেন। তাঁর ২৫ বলে ৪৫ রানের ইনিংসে সিএসকে ১০০ রানের গণ্ডি পার করে। তবে সুপারম্যান সুলভ ক্যাচে ব্রেভিসকে ফেরান কামিন্দু মেন্ডিস।

৪০০তম টি২০ ম্যাচে ধোনির অবদান ৬

৪০০ তম টি২০ ম্যাচে রান পাননি চেন্নাই অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনিও (৬)।

রানতাড়ায় নেমে দ্বিতীয় বলে উইকেট হারিয়েছে হায়দরাবাদ। শূন্য রানে ফিরে যান অভিষেক শর্মা। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তারা ৯ ওভারে ৩ উইকেটে ৫৫ রান তুলেছে। ক্রিজে ঈশান কিষান (২৭) ও অনিকেত ভার্মা (১)।

দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় অভিমানী নীরজ

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল : 'নীরজ চোপড়া ক্লাসিক', শুরু হচ্ছে ২৪ মে। টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়ার জন্য পাকিস্তানের আর্শাদ নাদিমকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন নীরজ। এরপরই পহলগামের ঘটনা। তাতেই নীরজের দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেকে। পড়তে হচ্ছে কটাক্ষের মুখেও। রেহাই পায়নি তাঁর পরিবারও। গোটা ঘটনায় বেশ হতাশ টোকিও অলিম্পিকে সোনাজয়ী জ্যাভলার নীরজ।

শুক্রবার সকালে দীর্ঘ এক বিবৃতিতে নীরজ লেখেন, 'আর্শাদ নাদিমকে এনসি ক্লাসিকে আমন্ত্রণ জানানো নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। বেশিরভাগই ঘৃণা আর কটূক্তি। আমার পরিবারকেও রেহাই দেওয়া হচ্ছে না। আমি চেয়েছিলাম সব সেরা অ্যাথলিটকে ভারতে নিয়ে আসতে। পহলগাম ঘটনার আগেই সকলের কাছে আমন্ত্রণ পৌঁছে গিয়েছিল। তবে এই পরিস্থিতিতে আর্শাদের ভারতে আসার কোনও প্রশ্নই নেই।' পাক জ্যাভলার যদিও দু'দিন আগেই জানিয়েছেন, এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের প্রস্তুতির জন্য ওই সময় দক্ষিণ কোরিয়ায় থাকবেন তিনি। ফলে ভারতে আসা হচ্ছে না।

> আর্শাদ নাদিমকে এনসি ক্লাসিকে আমন্ত্রণ জানানো নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। বেশিরভাগই ঘৃণা আর কটূক্তি। আমার পরিবারকেও রেহাই দেওয়া হচ্ছে না। আমি চেয়েছিলাম সব সেরা অ্যাথলিটকে ভারতে নিয়ে আসতে। পহলগাম ঘটনার আগেই সকলের কাছে আমন্ত্রণ পৌঁছে গিয়েছিল। তবে এই পরিস্থিতিতে আর্শাদের ভারতে আসার কোনও প্রশ্নই নেই।
>
> **নীরজ চোপড়া**

অলিম্পিকে জোড়া পদক এনে দিয়েছেন দেশকে। সোনা জিতেছেন কমনওয়েলথ গেমসেও। এরপর ছোট-বড় একাধিক শিরোপা তো রয়েছেই। এতকিছুর পরও দেশের প্রতি ভালোবাসা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় অভিমানী নীরজ। বললেন, 'আমি খুব কম কথার মানুষ। তবে আমার দেশপ্রেম, পরিবারের সম্মান নিয়ে যখন কথা, তখন তো আমি মুখ খুলবই। আমার কাছেও দেশ সবার আগে। পহলগামের ঘটনায় আমিও শোকাহত, ক্ষুব্ধ।' তাঁর সংযোজন, 'এত বছর দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। তারপরও আমার দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় খারাপ লাগা স্বাভাবিক। ভেবে কষ্ট হচ্ছে মানুষকে এটা বোঝাতে হচ্ছে।'

রাজ্য যোগাসনে শিলিগুড়ি দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ এপ্রিল : বীরভূমের বোলপুরে শুক্রবার থেকে শুরু হল স্বামী রাজ্য ওপেন যোগাসন চ্যাম্পিয়নশিপ। প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে বোলপুরে পৌঁছে গিয়েছে শিলিগুড়ি যোগাসন ক্রীড়া সংস্থার ১৬ জনের দল। সংস্থার সচিব দীপায়ন রায় জানিয়েছেন দল রয়েছেন- দীপশিখা বর্মন, মাহি রায়, তাপস গঙ্গোপাধ্যায় ও দেবার্ঘ্য বিশ্বাস (অনূর্ধ্ব-৭ বিভাগ)। ৭-১০ বছর বয়স বিভাগে নামবে- রাজন্যা দাস, সুস্মিতা দাস, রাজেশ দাস, প্রিয়ম মজুমদার। ১০-১৪ বছর বিভাগে অংশ নেবে- সুদীপ্ত দাস, সায়ন সরকার, পল্লবী সরকার, অঙ্কিতা দাস। গোপাল ঘোষ ও প্রণীতা থাপা নামবেন ৩৫-৪৫ বছর বিভাগে। ৪৫-৫৫ বছর বিভাগে নামবেন মৌমিতা গঙ্গোপাধ্যায় ও ধরণী টোপ্পো। দলের সঙ্গে রয়েছেন কোচ পাপিয়া রায় ও ম্যানেজার বিশ্বজিত রায়।

সেরা সুতপা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ এপ্রিল : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতোকোত্তর বিভাগের বার্ষিক ক্রীড়ায় ছেলেদের রোড রেসে প্রথম হয়েছে আরেনস্টেরিং লেপচা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে আকাশ সাঁতরা ও প্রভাকর চিকবড়াইক। অন্যদিকে মেয়েদের রোড রেসে সুতপা দাস প্রথম হয়েছে, সুনয়না রাই দ্বিতীয় ও স্মৃতি রাই তৃতীয় হয়েছে।

অর্ধশতরানে গেইলকে টপকে গেলেন কোহলি

বেঙ্গালুরু, ২৫ এপ্রিল : নজিরের অপর নাম বিরাট কোহলি।

নিত্যনতুন রেকর্ড গড়াটা যেন অভ্যাসে পরিণত করেছেন ভারতের এই রানমেশিন। বৃহস্পতিবার এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে রাজস্থানের বিরুদ্ধে ৪২ বলে ৭০ রানের ইনিংস খেলেছেন। সেইসঙ্গে গড়েছেন একাধিক রেকর্ড।

প্রথমে ব্যাট করে টি২০-তে সবচেয়ে বেশি অর্ধশতরান করার নজির গড়েছেন বিরাট। বৃহস্পতিবারের ম্যাচের পর প্রথমে ব্যাট করে মোট ৬২টি অর্ধশতরান রয়েছে বিরাটের ঝুলিতে। এই ক্ষেত্রে তিনি পিছনে ফেলেছেন পাক তারকা বাবর আজমকে। এছাড়াও এদিন ৫০-এর বেশি রানের ইনিংস খেলার নিরিখে বিরাট টপকে গেলেন 'ইউনিভার্স বস' ক্রিস গেইলকে। ক্যারিবিয়ান তারকা তাঁর টি২০ কেরিয়ারে মোট ১১০ বার পঞ্চাশের বেশি রান করেছেন। আপাতত ১০২টি হাফ সেঞ্চুরি ও ৯টি শতরানের সুবাদে ১১১টি পঞ্চাশের বেশি রানের ইনিংস রয়েছে 'কিং কোহলি'-এর।

টি২০ ক্রিকেটে সর্বাধিক পঞ্চাশের নজির গড়ার পথে বিরাট কোহলি।

চলতি আইপিএলে কমলা টুপির লড়াইয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছেন বিরাট। আপাতত ৩৯২ রান করেছেন তিনি। সামনে রয়েছেন কেবলমাত্র বি সাই সুদর্শন। গুজরাটের এই ব্যাটারের সংগ্রহ ৪১৭ রান। গতবছর আইপিএলে কমলা টুপি পেয়েছিলেন বিরাট। এবারও সেই লক্ষ্যে এগোচ্ছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার ঘরের মাঠে প্রথম জয় পাওয়ার পর বিরাট বলেছেন, 'এর আগে ঘরের মাঠে তিনটি ম্যাচে আমরা গড়পড়তা ব্যাটিং করেছিলাম। এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনাও করেছি। এদিন আমরা নিজেদের ক্ষমতা অনুযায়ী ব্যাটিং করেছি।' ওপেনার ফিল সল্ট আউট হওয়ার পর দেবদত্ত পাডিক্কালকে নিয়ে দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে ৯৫ রানের পার্টনারশিপ গড়েন বিরাট। এই পার্টনারশিপটাই আরসিবি-কে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে দেয়। পরে এই পার্টনারশিপ প্রসঙ্গে বিরাট বলেছেন, 'আমাদের পরিকল্পনাটা খুব সহজ ছিল। একজন অ্যাটাক করবে এবং অপর জন একটা দিক ধরে রাখবে। তাছাড়া দেবদত্ত ও আমি দুইজনেই চিন্নাস্বামীর পিচ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তাই বড় ইনিংস তৈরি করতে কোনও অসুবিধা হয়নি।'

প্রথমে ব্যাট করে দুশোর বেশি রান তোলাটাই ম্যাচ জয়ের অন্যতম কারণ বলে মনে করেন বিরাট। তিনি বলেছেন, 'আমরা নিজেদের মধ্যে পিচ নিয়ে পর্যালোচনা করেছিলাম। শিশির পড়তে দেখে মনে হয়েছিল দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করাটা সহজ হবে। প্রথম ইনিংসে রান পেতে আমাদের অনেক লড়াই করতে হয়েছে। তবে দুশোর ওপর রান করেছিলাম বলেই ম্যাচে শেষ পর্যন্ত টিকে ছিলাম।'

শুরু হল আদর্শর ক্রিকেট

মালবাজার, ২৫ এপ্রিল : আদর্শ কলোনি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেট শুক্রবার থেকে শুরু হল মাল শহরের আর্মি ময়দানে। প্রতিযোগিতায় মোট ১৬ টা দল অংশগ্রহণ করছে।

প্রথম ম্যাচে পীযূষ ইলেভেন ৯ উইকেটে হারিয়েছে কেবি ইলেভেনকে। কেবি ইলেভেন টসে জিতে ১০ ওভারে ৬ উইকেটে ৭২ রান তোলে। জবাবে পীযূষ ১ উইকেটে প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। ১১ রানে ৪ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা জগবন্ধু দাস।

পরের ম্যাচে টোপ্পো ইলেভেন ৪ উইকেটে জয় পেয়েছে জুনিয়ার ইলেভেনের বিরুদ্ধে। প্রথমে জুনিয়ার ১০ ওভারে ৮ উইকেটে ৬৩ রান তোলে। জবাবে টোপ্পো ১০ ওভারে ৬ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। ম্যাচের সেরা সুমিত শার শিকার ৭ রানে ৪ উইকেট।

আইএসএল ডাবল করে বিয়ে সেরে ফেললেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের লিস্টন কোলাসো। পাত্রী দীর্ঘদিনের বান্ধবী ব্রায়ান ডি সুজা। তিনি একজন বিমানসেবিকা। স্ত্রীর সঙ্গে ছবি পোস্ট করে লিস্টন লিখেছেন, 'তোমাকে মনে ধরেছে...।'

সেজেগুজে দর্শকদের অপেক্ষায় আইপিএল ফ্যান পার্ক। ছবি : প্রতিবেদক

তুঙ্গে ফ্যান পার্কের শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি

রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ২৫ এপ্রিল : রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে শনি ও রবিবার বসবে আইপিএল ফ্যান পার্কের আসর। সেই উপলক্ষ্যে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। এদিন বিসিসিআই প্রতিনিধি সত্যপাল নিকাড়ে বলেছেন, 'সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রবেশ করা যাবে ফ্যান পার্কে। দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য থাকবে বিভিন্ন ফান গেম। পানীয় জল, বাথরুমের ব্যবস্থা থাকবে। ন্যূনতম মূল্যে ফুড কোর্ট থেকে খাবার কিনে খেতে পারবেন দর্শকরা।' শুক্রবার দেখা গিয়েছে মাঠের উত্তর দিকে বিশালাকার পর্দা টাঙানো হয়েছে। বিসিসিআইয়ের প্রতিনিধি উপস্থিত থেকে সমস্ত কাজের তদারকি করছেন। শনিবার স্টেডিয়ামে কমপক্ষে দশ হাজার লোকের সমাগম হবে বলে মনে করছেন আয়োজকরা। শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় রয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স ও পাঞ্জাব কিংসের ম্যাচ। রবিবার দুপুরে সাড়ে তিনটায় মুম্বই ইন্ডিয়ান্স-লখনউ সুপার জায়েন্টস ও সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় দিল্লি ক্যাপিটালস-রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচ সরাসরি দেখানো হবে রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে।

উত্তরের খেলা

ফাইনালে কলেজ মাঠ

গাজোল, ২৫ এপ্রিল : দেশবন্ধু ক্লাব ও লাইব্রেরির টি২০ ক্রিকেটের ফাইনালে উঠল গাজোল কলেজ মাঠ ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প। সেমিফাইনালে তারা ২ উইকেটে হারিয়েছে অগ্রগামী সংঘকে। টসে জিতে অগ্রগামী ১২৮ রান করে। ফিরোজ হোসেনের অবদান ২৪ রান। ম্যাচের সেরা সৌম্যদীপ গুপ্ত ও সাগর সিং তিনটি করে উইকেট নিয়েছেন। জবাবে কলেজ মাঠ ৮ উইকেটে ১২৯ রান তুলে নেয়। ভূদেব রায় ৩৩ করেন। রাজু ঘোষ এবং তুষার মণ্ডল ২ উইকেট পেয়েছেন। রবিবার ফাইনালে কলেজ মাঠের প্রতিপক্ষ চাঁচল ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প।

লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমি। - অনীক চৌধুরী

চ্যাম্পিয়ন জলপাইগুড়ি অ্যাকাডেমি

জলপাইগুড়ি, ২৫ এপ্রিল : জেলা ক্রীড়া সংস্থার মহিলা ফুটবল লিগে শুক্রবার জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমি ৫-০ গোলে হারিয়েছে ঘুঘুডাঙ্গা স্পোর্টিং অ্যান্ড কালচারাল কোচিং সেন্টারকে। জোড়া গোল করেন বিশাখা বর্মন ও সঞ্জনা কেরকেট্টা। অন্য গোলটি মনীষা ওরাওঁয়ের। ম্যাচের সেরা সঞ্জনা। জয়ের সুবাদে মহিলাদের প্রথম লিগ চ্যাম্পিয়ন হল জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমি।

কসবার ৫ গোল

রায়গঞ্জ, ২৫ এপ্রিল : টাউন ক্লাবের রায়গঞ্জ সুপার লিগে শুক্রবার কসবা বয়েজ ক্লাব ৫-১ গোলে রায়গঞ্জ স্টার বয়েজ ইয়ুথ ক্লাবকে হারিয়েছে। কসবার গোলস্কোরার বিধিরাম মুর্মু, অঙ্কিত তিখাত্রি, সৌমেন বেশরা, অজয় সূত্রধর ও করন দরজি। স্টারের একমাত্র গোল করেন বেঞ্জামিন মুর্মু। শনিবার খেলবে কালিয়াগঞ্জ ফুটবল ক্লাব এবং বিএসএ।

ইয়ংসের ফুটবল শুরু কাল

জলপাইগুড়ি, ২৫ এপ্রিল : জলপাইগুড়ি ইয়ংস কালচারাল ক্লাবের স্বর্গীয় আলোক মুখোপাধ্যায় ও দীপক মুখোপাধ্যায় ট্রফি ফুটবল শুরু হতে চলেছে জেওয়াইসিসি মাঠে। ২৭ এপ্রিল থেকে ৪ মে পর্যন্ত চলবে প্রতিযোগিতা। শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে ক্লাবের সচিব অলোক সরকার জানিয়েছেন জলপাইগুড়ি সুপার ডিভিশন লিগের ৮ দল প্রতিযোগিতায় নামবে।

জিতল ডেস্ট্রয়ার

পারডুবি, ২৫ এপ্রিল : পশ্চিম পারডুবি প্রিমিয়ার লিগে শুক্রবার টিম ডেস্ট্রয়ার ৬ রানে হারিয়েছে রয়্যাল কিংসকে। প্রথমে ডেস্ট্রয়ার ১২ ওভারে ৬ উইকেটে ১২৪ রান তোলে। স্বপন সরকারের অবদান ৩২ রান। জবাবে রয়্যাল ১২ ওভারে ৮ উইকেটে ১১৮ রানে থামে। অক্ষয় বর্মন ২৫ রান করেন। অমিত দাসের শিকার ৩ উইকেট। শনিবার পয়েস্তি প্যান্থারের প্রতিপক্ষ রয়্যাল কিংস।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন কালিম্পং-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কালিম্পং - এর একজন বাসিন্দা বিষ্ণু সুনার - কে 08.02.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 97B 51149 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "জীবনে বড়ো হয়ে ওঠার জন্য যে কোন ব্যক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল অর্থ। ডিয়ার লটারি সমস্ত সাধারণ মানুষকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভের জন্য অনেক বড়ো একটি সুযোগ প্রদান করছে, তাই আমি আমার ভাগ্য পরীক্ষা করার চেষ্টা করেছি। বর্তমানে আমি একজন কোটিপতি হয়েছি ডিয়ার লটারির মাধ্যমে, তাই আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এমন একটি সুন্দর সুযোগ প্রদানের জন্য।"
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।